Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গুনাহের ক্ষতি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শার্মিন সুলতানা

রোলঃ 228021314

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গুনাহের ক্ষতি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শার্মিন সুলতানা

রোলঃ 228021314

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " গুনাহের ক্ষতি " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শার্মিন সুলতানা, আইডিঃ 228021314 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " গুনাহের ক্ষতি " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Sharmin Sultana

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

শার্মিন সুলতানা

আইডিঃ 228021314

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

প্রাক-কথন

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

নিঃসন্দেহে সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য, আমরা তাঁর স্তুতি বর্ণনা করি, তাঁর কাছ থেকেই সাহায্য ও সহযোগিতা অনুসন্ধান করি এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি। নিজেদের অন্তরের খারাপ প্রবৃত্তি ও বদ আমল থেকে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ তাআলা যাকে সঠিক পথের দিশা দেন তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই আর যাকে তিনি পথহারা করেন তাকে পথ দেখাবার কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তিনি একক। তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন-

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তাআলাকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। আর অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (সূরা আলে ইমরান: ১০২)

তিনি আরো বলেন-

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)

হে মানব সমাজ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা করে থাক এবং আত্নীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। (সূরা নিসা: ১)

তিনি আরো বলেন-

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্য-সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করে দিবেন এবং তোমাদের পাপরাশি মার্জনা করবেন। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।(সূরা আহযাব: ৭০-৭১)

অতঃপর নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম বাণী হলো, আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পথনির্দেশনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পথনির্দেশনা। দ্বীন ও দুনিয়ার সকল কাজের মধ্য হতে সবচেয়ে খারাপ কাজ হলো, দ্বীনের মধ্যে নতুন নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা। আর দ্বীনের মধ্যে প্রবেশকৃত সকল নতুন বিষয় হচ্ছে বিদআত। প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা এবং ভ্রষ্টতার ফলস্বরূপ ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।

কিতাবটি আলেমে রাব্বানি শাইখুল ইসলাম ছানি, ইমাম ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়াহ রহিমাহুল্লাহ এর "আলজাওয়াবুল কাফী লিমান সাআলা আনিদ দায়িশ শাফী, নামক অত্যন্ত মূল্যবান কিতাব থেকে নেওয়া হয়েছে। আল্লামা ইবুনল কাইয়িম আল জাওযিয়াহ রহিমাহুল্লাহ অন্তরের ব্যাধির প্রতি দৃষ্টিপাতকারী এবং অন্তরের রোগ শনাক্তকারী ছিলেন। তিনি নিজের যুগে যেসব বিষয়ের কথা তাঁর কিতাবের মধ্যে লিখে রেখেছিলেন সেগুলো আজ আমাদের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে বর্ণনা করে। ঐ যুগেও গুনাহ ও ফিতনার প্রসার এতো ব্যাপকাকার ধারণ করেছিল যে, অন্তর এর মুসিবত ও ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে যেত। আজও সেই একই দুনিয়া প্রতিষ্ঠিত। (আল্লাহই সাহায্যস্থল)আর এবিষয়টিও জানা উচিত যে, বর্তমান যুগে উম্মতে মুসলিমার মধ্যে আমরা যে ফিরকাবন্দি; একে অপরের থেকে দূরত্ব, হিংসা ও বিদ্বেষ দেখতে পাচ্ছি এই সবকিছু আমাদের গুনাহ এবং মহান আল্লাহ তাআলার এই ফরমানের ওপর ভিত্তি করে হচ্ছে।

তিনি বলেন-

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ

তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ ক্ষমা করে দেন।

আমরা যদি এই আয়াতের ওপর পুঙ্খানুপুঙ্খানুরূপে চিন্তা-ভাবনা করি, তাহলে আমরা আমাদের দ্বীনে হানীফ তথা একনিষ্ঠ দ্বীনের দিকে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করতে পারব। এতে করে আমরা আমাদের হারানো গৌরবকে পুনরায় ফিরে পাব। আমরা নিজেদের দৃঢ় আশা আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারব। আর তখনই আমরা সেই উম্মত হয়ে যেতে পারব, যেই উম্মতকে খাইরুল উমাম তথা সর্বোত্তম উম্মত নামে জানা যায়, যে উম্মত নেককাজ ও

কল্যাণকর কাজের আদেশ প্রদান করে এবং গর্হিত ও অকল্যাণমূলক কাজ থেকে বাঁধাপ্রদান করে।

এই পুস্তিকাটি পড়ার পর আমাদের সবার প্রতি আবশ্যকীয় হলো, গভীর মনোযোগের সাথে এর বিষয়বস্তুর প্রতি চিন্তা-ভাবনা করা এবং এটিকে বারবার পাঠ করা। এর দ্বারা হতে পারে আল্লাহ তাআলা আমাদের অন্তরের কঠোরতা দূর করে দিয়ে সিরাতে মুস্তাকিম তথা সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তিনি তো সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে দোআ করছি, তিনি যেন দ্বীনকে বিজয়ী করে দেন এবং বাতিলকে লজ্জিত ও অপদস্ত করে তাকে পরাজিত করেন। তিনি এতে সামর্থবান এবং তিনিই দোআ শোনা ও কবুল করার যোগ্য।

আল্লাহ তাআলা আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাথিদের ওপর পরিপূর্ণ শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন। আমীন।

ভূমিকা

মানুষ গুনাহ কেন করে?

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :لَمَّا فُتِحَتْ مَدائِنُ قُبْرُسَ ، وَقَعَ النَّاسُ يَقْتَسِمُونَ السَّبْيَ ، وَيُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمْ وَيَبْكِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، فَتَنَتَّى أَبُو الدَّرْدَاءِ ، ثُمَّ احْتَبَى بِحَمَائِلِ سَيْفِهِ فَجَعَلَ يَبْكِي ، فَأَتَاهُ جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ ، فَقَالَ :مَا يُبكيك يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ ؟ أَتَبْكِي فِي يَوْمٍ أَعَزَّ اللَّهُ فِيهِ ، الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ ؟ وَأَذَلَّ فِيهِ الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ ، فَضَرَبَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا جُبَيْرُ بْنَ نُفَيْرٍ ، مَا أَهْوَنَ الْخَلْقَ عَلَى اللَّهِ إِذَا تَرَكُوا أَمْرَهُ ، بَيْنَا هِيَ أُمَّةٌ قَاهِرَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى النَّاسِ ، لَهُمُ الْمُلْكُ حَتَّى تَرَكُوا أَمْرَ اللَّهِ ، فَصَارُوا إِلَى مَا تَرَى ، وَإِنَّهُ إِذَا سُلِّطَ السِّبَاءُ عَلَى قَوْمٍ فَقَدْ خَرَجُوا مِنْ عَيْنِ اللَّهِ لَيْسَ لِلَّهِ بِهِمْ حَاجَةٌ

জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, যখন কুবরিস বিজয় হওয়ার পর সেখানকার বাসিন্দাদের হুলস্থুল ও আহাজারিতে ছেয়ে গেল, তখন একে অপরের সামনে এসে হায় হুতাশ ও কান্নাকাটি করতে লাগল। এর মাঝে আমি আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু কে দেখতে পেলাম, তিনি একাকী বসে কাঁদছেন। আমি আরয করলাম-হে আবু দারদা, আজ কি কান্নাকাটি করার দিন? অথচ আল্লাহ পাক ইসলাম ও মুসলমানদেরকে জিহাদের মাধ্যমে ইজ্জত ও সম্মান দান করেছেন এবং তাদের ওপর আল্লাহ দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন।

আবু দারদা জবাবে বললেন— জুবাইর, আমি তোমার বড়। তুমি কি দেখনি যে, কোনো মাখলুক যখন আহকামে ইলাহিকে ভেঙে ফেলে, তখন আল্লাহ তাআলার সামনে তার ইজ্জত কি আর

বাকি থাকে? চিন্তা করে দেখ, এই লোকদের কি শান-শওকত ও মান-মর্যাদা অর্জিত হয়েছিল না? তাদের কি কোনো বাদশাহ ছিল না? কিন্তু যখন তারা আহকামে ইলাহির নাফরমানি করেছে, অবাধ্যতা করেছে এবং আহকামে ইলাহিকে উপেক্ষা করেছে তখন তাদের কী দুর্দশা ও দুর্গতিটাই না হলো! তুমি এই সবকিছু চোখের দ্বারা প্রত্যক্ষ করেছ?
হ্যাঁ, এটিই হলো সেই জিনিস, যা জাতিকে উচ্চ আসন থেকে অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে। আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা ও নাফরমানি অন্তরের মহব্বতকে খতম করে তার মাঝে ঘৃণা দিয়ে ভরপুর করে দিয়েছে। আর এই কারণেই বড় বড় জাতির ওপর আল্লাহর আজাব পতিত হয়েছে। এই জিনিসকেই গুনাহ বলা হয়।(সুনানু ইমাম সাইদ ইবনু মনসুর: ২৬৬০)

অন্য একটি স্থানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুনাহের সংজ্ঞা দিয়েছেন-
وعن النواس بن سمعانَ قَالَ :سأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عن البر والإثم فقال :البر :حُسْنُ الخلق، والإثم: ما حاكَ فِي نَفْسِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ رواه مسلم.

নাওয়াস বিন সামআন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নেকি ও গুনাহর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি ইরশাদ করেন, নেকি উত্তম চরিত্রের নাম আর গুনাহ হলো তা, যা তোমার বক্ষের মাঝে প্রভাব বিস্তার করে এবং লোকেরা সেটি জানুক তা তুমি অপছন্দ করো। (সহীহ মুসলিম: কিতাবুল বির ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং ২৫৫৩)

বর্তমান সমাজের অবস্থা তখনকার সময় থেকে বহুগুণ বেশি খারাপ হয়ে গেছে। মানুষজন প্রকাশ্যে লোকচক্ষুর সামনেই গুনাহ করে বেড়ায়। গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পর তাদের কাছে সামান্য পরিমাণ অনুতাপ ও অনুশোচনাও হয় না। তাদের অন্তরে পেরেশানির কোনো চিহ্ন, আলামত ও প্রভাব থাকে না। বরং তার বিপরীতে এসকল গুনাহ করে খুশি ও গর্ব অনুভব করা হয়। আর না তাদের এই ভয় থাকে যে, লোকসমাজে এই বিষয়টি বা ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে যাবে। বরং অত্যন্ত আনন্দের সাথে তার বর্ণনা অন্যান্য মানুষকে দেওয়া হয়।

দেখা যায়, আজকাল আমাদের সমাজব্যবস্থায় স্কুল, কলেজ ও মহল্লার অলিগলিতে গান বাদ্যের প্রতিযোগিতার আয়োজন হচ্ছে। ব্যাপকহারে জুয়া খেলা চলছে। ফ্যাশন শোর নামে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নোংরামি এবং উলঙ্গপনার প্রতিযোগিতা চলছে। সাহিত্যের নামে অশালীন যৌনসুড়সুড়িমূলক কবিতার আসরের আয়োজন সরগরম হচ্ছে। কৌতুকের নামে অশ্লীলতার আড্ডাবাজী জমছে।

এভাবে পরিধেয় বস্ত্র নির্বাচনের জন্য ফ্যাশন শো করাটা গুনাহের বাজার নয় কি? আর ফ্যাশন শোর চেয়ে বেশি সৌন্দর্য প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা এগিয়ে যাচ্ছে না? কৌতুকের নামে মিথ্যাচার করার স্টেজ কি প্রস্তুত করা হয় না?

এমনকি, অবস্থা এতটাই সঙ্গিন হয়ে গেছে, কোনো ব্যক্তি সৎপথে চলতে চাইলে তাকে মৌলবাদী, একঘেঁয়ে, ঘরকুণে ও সন্ত্রাসবাদীর মত উপাধিতে ভূষিত করা হয়। আর চেষ্টা করা হয় তাকে যেন কোনো না কোনোভাবে Degrade করা যায়। যখন গুনাহ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে, গুনাহর সয়লাব হয়, রাষ্ট্রীয়ভাবে তার বৈধতা অর্জন হয়ে যায় এবং সৎ ও নেককাজকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয় তখন বুঝে নিতে হবে, সেই সমাজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। লাঞ্ছনা ও অপমান তার ভাগ্যলিপি হয়ে গেছে।
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমলের নির্ভরশীলতা হলো নিয়তের মাঝে। প্রত্যেকের জন্য তাই রয়েছে যার নিয়ত সে করেছে। সুতরাং তাই যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের বা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে- সে উদ্দেশ্যই হবে তার প্রাপ্য। (আল্লাহ তাআলা তাকে কোন প্রতিদান দিবেন না)।

কুরআনের ভাষায় অন্যায় ও খারাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার কিছু কারণ:

খারাপকাজে আকৃষ্টকারী কিছু কারণ কুরআনে কারিম একস্থানে এভাবেই শনাক্ত করেছে,
আল্লাহ তাআলা বলেন-
زِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَثَابِ
মানবকূলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহর নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়।(সূরা আলে ইমরান: ১৪)

এই আয়াতে কারীমার মধ্যে আল্লাহ তাআলা সেইসব বিশেষ নিয়ামতসমূহের আলোচনা করেছেন, যা তিনি নিজের বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং বিশেষভাবে সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর রেখেছেন যে, প্রত্যেক মানুষই সেদিকে মনোনিবেশ করে ও ধাবিত হয়ে যায়। সেগুলোকে হাসিল করতে হলে সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করে। আর এই চেষ্টা-প্রচেষ্টায় সে আল্লাহর অবাধ্যতা ও গুনাহের কাজও করে বসে। এমন নিয়ামত যা পেয়ে বান্দা নিজের সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে গিয়ে তাঁর অবাধ্যতা ও গুনাহ করে বসে সেগুলো এই আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে-
>নারী

>সন্তান-সন্ততি

>সোনারোপার স্তুপ (ব্যাংক-ব্যলেন্স)

> চিহ্নিত ঘোড়া (নতুন নতুন মূল্যবান গাড়ি)

>গবাদি পশুরাজি (বিভিন্ন পশুর খামার)

> ক্ষেত-খামার।

নারী লিপ্সা, সন্তানাদির আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধন-সম্পদ, সোনা-রোপা, নগদ টাকা পয়সা, ব্যাংক-ব্যালেন্স, নতুন নতুন দামি গাড়ি, বিভিন্ন পশুর খামার, জমিনের মালিকানা ইত্যাদি এসব কিছু কী! মুমিন ব্যক্তির তো এই উদ্দেশ্য নয়। মুমিনের মাকসাদ বা উদ্দেশ্য তো কেবল আখিরাতের কামিয়াবি অর্জন। তারা তো রবের সন্তুষ্টি চায়; যাতে করে রবকে সন্তুষ্ট করে তাঁর সুন্দর ও সৌন্দর্যমন্ডিত জান্নাতের মালিক হতে পারে। দুনিয়ার শান-শওকত ও ধন-দৌলত ইত্যাদি তো তার উদ্দেশ্যই নয়। তারা এই পরিমাণ জীবিকা অর্জন করুক, যার দ্বারা এই দুনিয়ায় সম্মানের জীবনযাপন করতে পারে এবং আল্লাহ তাআলার ইবাদত বন্দেগী নিয়মিতভাবে করতে সহজ হয়। যদি সে দুনিয়াবি শোভা-সৌন্দর্য ও বিলাসিতা এবং লোভ-লালসায় পড়ে যায়, তাহলে সে গুনাহর শিকার হয়ে যাবে; যা এই সব বস্তুর সাথে প্রাসঙ্গিকভাবে জড়িত থাকে। আর এই সকল গুনাহ তাকে তার মনজিল থেকে বহুদূরে নিয়ে যাবে, যা কখনওই তার মনঃপূত হবে না। তাই তো সে মনে করে যে, এগুলো তো পার্থিব জীবনের শোভা-সৌন্দর্য ও ক'দিনের আরাম-আয়েশ মাত্র। যখনই জীবন শেষ হবে এই সকল সামানা আসবাবপত্র এখানেই যুগ যুগ ধরে পড়ে রবে। এসবের কিছুই মানুষের সাথে যাবে না। এই দিকে দৃষ্টিপাত করেই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন—

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَلِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَلَهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَبًا وَفِي أَنْ ءَاخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْونَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন, ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও সন্তানাদির প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়। যেমন এক বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে

চমৎকৃত করে। এরপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও। এরপর তা খড়কুটো হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়। (সূরা হাদিদ: ২০)

কুরআনে হাকিমের মধ্যে আল্লাহ তাআলা জায়গায় জায়গায় ধন-সম্পদ যে অস্থায়ী সে ব্যাপারে বর্ণনা দিয়েছেন। আর তার বিপরীতে আখিরাতের নিয়ামতকে দুনিয়ার নিয়ামত থেকে উত্তম,

উৎকৃষ্ট এবং স্থায়ী বলে এই সকল নিয়ামত অর্জনের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَئَابِ

আল্লাহর নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়।

এর মানে হলো, আখিরাতের ঘর এই অস্থায়ী দুনিয়ার ঘর থেকে উত্তম হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ আপনার পালনকর্তার কাছে প্রতিদান প্রাপ্তি ও আশা লাভের জন্যে উত্তম।(সূরা কাহফ: ৪৬)

দুনিয়ার ধন-সম্পদের আসল হাকিকত

এখন ধন-সম্পদ আসবাব পত্রের হাকিকত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফরমানের আলোকে আপনাদের সামনে রাখা হচ্ছে- যেগুলোর কারণে মানুষ গুনাহে নিমজ্জিত হয়।

أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَأَبْتَغَى ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ.

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যদি আদাম সন্তানের দুই উপত্যকা ভরা মালধন থাকে, তবুও সে তৃতীয়টার আকাঙ্ক্ষা করবে। আর মাটি ছাড়া বনি আদামের পেট কিছুতেই ভরবে না। আর যে তওবা করবে, আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করবেন। (বুখারী: ৬৪৩৬ ও ৬৪৩৭; মুসলিম ১২/৩৯, হাঃ ১০৪৯, আহমাদ ৩৪০১)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ هَذَا الْمَالُ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لِي يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ

بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى

সাইয়িদুনা হাকিম ইবনু হিযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু চাইলাম। তিনি আমাকে দিলেন। আমি তাঁর কাছে আবার চাইলাম। তিনি আমাকে দিলেন। আমি তাঁর কাছে আবার চাইলাম। তিনি দিলেন। এরপর বললেন- এ হলো ধন-সম্পদ (দুনিয়া)। সুফইয়ানের বর্ণনামতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- হে হাকিম, এ মাল সবুজ ও সুমিষ্ট। যে লোক তা খুশি মনে গ্রহণ করবে, তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি তা লালসা নিয়ে গ্রহণ করবে, তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হবে না। বরং সে ঐ ব্যক্তির মত যে খায় কিন্তু তৃপ্ত হয় না। আর উপরের (দাতার) হাত নিচের (গ্রহীতার) হাত থেকে শ্রেষ্ঠ। (বুখারী: হাদীস নং ৬৪৪১ । এ হাদীসে অন্যের কাছে হাত পাতাকে ঘৃণিত কাজ বলে গণ্য করা হয়েছে এবং দান করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে।)

মানুষ মনে করে, গুনাহ করে অপরাধ করে যে মাল সে একত্রিত করেছে, পুঞ্জিভূত করেছে অতঃপর আলমারি ও লোহার সিন্দুক ভরে নিয়েছে, ব্যাংকে সংরক্ষিত করে রেখেছে, এখন এসব কিছু তার হয়ে গেছে। এসব যেন প্রকৃতপক্ষেই তার ধন-সম্পদ। আর অন্যরা যদি জায়িয পদ্ধতিতে ধন-সম্পদ উপার্জন করে জমা করে ব্যাংক ব্যালেন্স বানিয়ে রাখে, তাহলে তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তির মাল অর্পণ করে দেননি বরং ইরশাদ করেছেন-

“তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি, নিজের সম্পদ হতে তার উত্তরাধিকারীর সম্পদকে অধিক প্রিয় মনে করে? তারা সবাই জবাব দিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তার নিজের সম্পদকে সবচেয়ে অধিক প্রিয় মনে করে না। তখন তিনি বললেন- নিশ্চয়ই মানুষের নিজের সম্পদ তা-ই, যা সে (সৎকাজে ব্যয়ের মাধ্যমে) আগে পাঠিয়েছে। আর সে পিছনে যা রেখে যাবে তা তার ওয়ারিছের মাল।”(বুখারী: ৫৪৪২।)

দুনিয়াতে ধন-দৌলত একত্রিতকারী মনোযোগ দিয়ে শুনে নাও। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন লোকদের ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি দুনিয়াতে অনেক ধন-সম্পদ রেখে যাবে আখিরাতে সে ব্যক্তিই গরীব হবে। অবশ্য যাকে আল্লাহ পাক ধন-দৌলত দিয়েছেন অতঃপর সে ডানে-বামে সামনে-পিছনে চতুর্দিকে তা (গরীব মিসকিনদেরকে) বিলিয়ে দিয়েছে এবং নিজেদের ধন-সম্পদকে নেককাজে ব্যয় করেছে। সে আখিরাতে গরীব হবে না।” (বুখারী: ৬৪৪৩)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى عَلَى النَّفْسِ.

অর্থাৎ সাইয়িদুনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ধনের আধিক্য হলে ধনী হয় না, বরং অন্তরের ধনীই প্রকৃত ধনী। (বুখারী: ৬৪৪৬, মুসলিম ১২/৪০, হাঃ ১০৫১, আহমাদ ৭৩২০ আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাওয়াক্কুলই মানুষকে প্রকৃতপক্ষে ধনী অন্তঃকরণ দান করে, যার ফলে সে গরীব হয়েও দান করতে ভয় করে না। অপরপক্ষে আল্লাহর প্রতি যার বিশ্বাস ও নির্ভরতা দৃঢ় নয়, সে অগাধ সম্পদের অধিকারী হয়েও, গরীব হয়ে যাওয়ার ভয়ে দান করা থেকে বিরত থাকে।)

অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে ধনী তো সে ব্যক্তি, যার অন্তরও ধনী। আর সে অন্তর খুলে নিজের ধন-দৌলতকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ এর মাঝে দুই হাতে ব্যয় করে। এমন নয় যে, সে জোড়জবরদস্তি করে জমিয়ে রাখে। সে ব্যক্তি তো ধনী নয় যে অন্যায় কাজ, গুনাহ ও অবাধ্যতা করে টাকা পয়সা একত্রিত করে। অতঃপর সেই টাকা পয়সাকেও এমন জায়গায় খরচ করে যা বেশি গুনাহে লিপ্ত হওয়া সাব্যস্তকারী হয়। আর এটাও হাকিকত যে, যখন রিজিক ও ধন-সম্পদের মধ্যে আধিক্য এসে যায় তখন স্বাভাবিকভাবেই মানুষ বিভিন্ন প্রকারের গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে, যার ওপর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ থাকে। (এভাবেই জানা যায়, গুনাহের কারণগুলোর মধ্যে ধন-সম্পদ সবচেয়ে বড় কারণ)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْ وَاخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

বস্তুতঃ তোমরা (আখিরাতের জীবনকে অগ্রাধিকার না দিয়ে) পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।(সূরা আ,লা: ১৬-১৭)

আর সেই সন্তান-সন্ততি; মানুষ তাদের জন্য কতোই না পরিশ্রম করে থাকে। সারাজীবন ধোঁকাবাজি করে বেড়ায় এজন্য যে, এর দ্বারা মাল ও দৌলত কামাই করে সে নিজের সন্তানাদিকে সুখে রাখতে পারবে। এই সন্তানাদির সুখ-শান্তির জন্য মানুষ বিভিন্ন ধরণের গুনাহে নিমজ্জিত হয়ে থাকে। এই সন্তানাদি ও ধন-সম্পদের ব্যাপারেই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

(وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَلُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ)

আর জেনে রাখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি (ফিতনা) অকল্যাণের সম্মুখিনকারী। বস্তুতঃ (এই ফিতনায় শিকার হওয়া থেকে বেঁচে যাওয়ার সুরতে) আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা প্রতিদান। (সূরা আনআম: ২৮)

সুতরাং জানা গেল, দয়াময় আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলছেন- এই নারী, সন্তানাদি ও তাদের নিয়ে ইজ্জত সম্মান, এই ছেলে মেয়ে, ধন-সম্পদ, গাড়ি-বাড়ি, বাংলো, ফ্যাক্টরি, জায়গা-জমি এসবই বিভিন্ন প্রকার জিনিসের সমষ্টি। যেগুলো বিক্রি করে সম্পদ কামাই করা যায়। ব্যাংক-ব্যালেন্স, বাড়ি গাড়ি, ব্যবসা- বানিজ্য এগুলোর সবকিছু তারই ধারাবাহিকতা; যার ভিত্তিতে মানুষ লোভ-লালসার শিকার হয়ে যায়। তারপর তার সেই লোভ-লালসা আরও বেড়ে যায়। একপর্যায়ে সে গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। আর ব্যক্তি সম্পদ অর্জনের জন্য, দুনিয়াবি প্রভাব-প্রতিপত্তি পাওয়ার আশায়, শান-শওকত, দাপুটে হওয়ার, ধন-সম্পদ, মিথ্যা সম্মান, আড়ম্বরতা ও জাঁকজমকের জন্য এবং নিজেদের মাতব্বরি প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত সীমাকে ভেঙে ফেলে। বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করে। অথচ প্রকৃত বাস্তবতা হলো, এই সবকিছু অস্থায়ী বিষয়াদি, মুমিনদের জন্য পরীক্ষা। এই সকল চক্কর তো কেবলমাত্র খেলতামাশা। ধোঁকা ও ফিতনা। এসব খেলতামাশা কেবল কিছুদিনের জন্য। তারপর আসল ও প্রকৃত জীবনযাপনের ধাপ শুরু হবে— যা জান্নাতের হুর গেলমানদের মাঝে, জলপ্রপাত- ঝরনাধারা, দুধ ও মধুর নহরের মাঝে জান্নাতের চিরস্থায়ী জীবনের স্বাদ। এমন জীবন' যার কোনো শেষ নেই, যার কোনো ইনতিহা নেই, অন্ত নেই। তাই হে বান্দা, যদি তুমি আমাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন না করো, গুনাহে নিমজ্জিত না হও, তাহলে আমার কাছে উপরে উল্লিখিত দুনিয়ার নিয়ামত থেকে অনেক উত্তম সওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে- যার ধারণাও তুমি করো নি।

عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

অবশ্যই আমার নিকট তোমাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।

এখন তুমি নিজেই ফয়সালা করে নাও যে, জান্নাত ও ইলাহির সন্তুষ্টির মত নিয়ামত শামিলকারী এই প্রতিদান চাও নাকি দুনিয়ার কয়েকদিনের খেলতামাশা চাও?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও গুনাহ পরিত্যাগকারীকে এই মহান সুসংবাদ দিয়েছেন, যে কোনো ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করার জন্য কোনো গুনাহ পরিত্যাগ করে,

তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তাকে ঐ গুনাহ পরিত্যাগ করার প্রতিদান স্বরূপ তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান অথবা বদলা দিবেন।

নিজের গুনাহর ব্যাপারে সাফাই দেওয়ার জন্য কমজোর ও ঠুনকো দলিল

মানুষ যখন উপরোক্ত জিনিসের জন্য একবার গুনাহ করে বসে। আর তখনি শয়তান পিছনে ভাল ভাবে লেগে যায়, কারণ কখন জানি তার বোধশক্তির মাঝে ধরা পড়ে যায় যে কাজ করেছে তাতে সে ভুল করছে। শয়তান ঐ গুনাহগার ব্যক্তিকে তার কৃত গুনাহটি গুনাহ নয় এই কথাটা প্রমাণ করার জন্য এমন এমন দলিল ও ব্যাখ্যা বুঝায় এবং অন্তরের ভেতরে গেঁথে দেয় যে, যদি কেউ তাকে বুঝাতে আসে যে, এমন কাজ করো না, এমন কাজ করলে গুনাহ হয়ে যাবে, আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হবেন তাহলে সে উল্টো তাকেই শয়তানের প্রস্তুতকৃত দলিল ও ব্যাখ্যা দ্বারা নিরুত্তর করার চেষ্টা করে, সেইসব ঠুনকো দলিল দ্বারা গুনাহগার বলা থেকে নিজের প্রতিরক্ষা করে, এবং নিজের পক্ষে সাফাই দেয়। সে বলে, না আমি যা করছি, সঠিক করছি। আমি তো কেবল নিজের পেট চালানোর এসব চক্কর চালাই। কাউকে হত্যা তো করিনা, দুনিয়াতে এমন ব্যক্তিও তো রয়েছে যে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আরেকজনকে হত্যা পর্যন্ত করে ফেলে, এক্ষেত্রে আমি তো এমন ব্যক্তির চেয়েও ভাল আছি। অথবা সে বলে, আরে ভাই ছাড়ুন না। দেখেছি কত নামাজি নামাজ পড়ে, কত হাজি হজ করেছে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজওপড়ে তারপর আবার মানুষের গলায় না-জায়েয ফায়দার ছুরি চালিয়ে দেয়, মিথ্যা বলে ইত্যাদি আরও কত কী! কী ফায়দা দিয়েছে তাহলে এসব নামাজ আর হজ করা? আমরা তো এসব নামাজি ও হাজিদের থেকে ভাল আছি, যারা নামাজ 'কালাম পড়ে আবার উল্টাপাল্টাও করে। এভাবেই শয়তান সব অপরাধী ও গুনাহগারকে গুনাহর মধ্যে দৃঢ় ও প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য এ ধরণের ঠুনকো দলিল দিয়ে বুঝায়- যাতে করে সে নিজের গুনাহকে শয়তানের বেকার ও কাঁচা দলিলের ভিত্তিতে জায়েয মনে করে। গুনাহ করার ফলে যে উপকার হাসিল হয় তাকে নিজের বৈধ অধিকার মনে করে, অতঃপর সেই গুনাহর কাজেই লেগে থাকে, গুনাহর রাস্তায় চলতে থাকে।

শয়তান মানুষকে গুনাহে ভরপুর জীবনকে সুশোভিত করে দেখায়

এভাবেই শয়তান তার সামনে গুনাহ, অবাধ্যতা ও আল্লাহর নাফরমানিতে ভরা জীবনকে অত্যন্ত সুন্দর ও সুশোভিত করে তার সম্মুখে মেলে ধরে। এই বিষয়টিকেই আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমের মধ্যে এভাবে আলোচনা করেছেন—

هر زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ (يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

পার্থিব জীবনকে কাফিরদের জন্য (দ্বীন ইসলামকে অস্বীকারকারীদের জন্য) সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছে। (যখন) তারা ঈমানদারদেরকে (দুনিয়ার দৃষ্টিতে তাদেরকে সুখি না দেখে তাদের প্রতি) লক্ষ্য করে হাসাহাসি করে। পক্ষান্তরে যারা পরহেযগার তারা সেই কাফিরদের তুলনায় কিয়ামতের দিন অত্যন্তউচ্চমর্যাদায় থাকবে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সীমাহীন রুজি দান করেন। (সূরা বাকারা: ২১২)

অন্য এক স্থানে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

﴿ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

এমনিভাবে কাফিরদের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্মকে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে। (সূরা আনআম: ১২২)

অতএব যে সকল কাজ সত্যকে অস্বীকারকারী কাফিররা করে বেড়াচ্ছে, এসবই তাদের নিকট সুন্দর ও সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছে। এই সকল খারাপ কাজগুলো তাদের নিকট খারাপই মনে হয় না, তাহলে তা পরিত্যাগ কেমনে করবে?

অন্য আরেক স্থানে আল্লাহ তাআলা আরও সুস্পষ্ট আকারে বর্ণনা করেন এভাবে—

﴿زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

তাদের মন্দকাজগুলো তাদের জন্য শোভনীয় করে দেওয়া হলো। (তাই তারা স্বীয় কুফরি থেকে ফিরে আসে না) আর আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না (সূরা তাওবা: ৩৭)

আরেক জায়গায় আল্লাহ পাক নিজেদের গর্হিত ও গুনাহর কাজগুলো (ভালো ও উত্তম কাজ যারা মনে করে তাদের সম্পর্কে সুস্পষ্টতার সাথে তাদের গোমরাহ তথা পথভ্রষ্ট হিসেবে) নির্ধারিত করেন। তিনি ইরশাদ করেন-

أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ فَرَوَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا

يَصْنَعُو

যাকে মন্দকর্ম শোভনীয় করে দেখানো হয়, সে তাকে উত্তম মনে করে, সে কি সমান যে মন্দকে মন্দ মনে করে। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎ পথ প্রদর্শন করেন। সুতরাং আপনি তাদের জন্যে অনুতাপ করে নিজেকে ধ্বংস করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন তারা যা করে। (সূরা ফাতির: ৮)

প্রবৃত্তির অনুসরণ

গুনাহের অনেক বড় একটি কারণ হলো, নফসানি খাহেশাত তথা অন্তরের খারাপ প্রবৃত্তিকে পূর্ণ করা। বাস্তবায়ন করা। এর জন্য মানুষ চারিত্রিক অপরাধে জড়িত হয়ে পড়ে। বরং মিডিয়া যুদ্ধের এই দুনিয়ায় অধিকাংশ দ্বীন থেকে বঞ্চিত (যারা দ্বীনধর্মের কোনো তোয়াক্কাই করে না সেসব) লোকেরাই এর পিছনে লেগে আছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قَالَ حُجِبَتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ

সাইয়িদুনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দোজখের আবরণ হলো, নফসের খারাপ প্রবৃত্তি (যেমন: জিনা, চুরি, মদ, খেল-তামাশা, ফিল্ম বা মুভি অথবা ড্রামা দেখা ইত্যাদি।)

আর বেহেশতের আবরণ হলো সেসব বিষয়, যেগুলোকে অন্তর খারাপ (যেমন: ইবাদত-বন্দেগি, তাকওয়া-পরহেযগারি, জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ ইত্যাদি।) মনে করে। (সহীহ বুখারী: ৬৪৮৭)

এমন কত গুনাহই তো আছে যেগুলোতে লিপ্ত হওয়ার সময় আমরা নিতান্তই মামুলি ও তুচ্ছ মনে করি এবং অনিষ্ট মনে করি না। কী ক্ষতি হবে এর দ্বারা? কিন্তু রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোট থেকে ছোট ও তুচ্ছ গুনাহ থেকে বাঁচার জন্যেও আদেশ দিয়েছেন।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالاً هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنْ الشَّعَرِ إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْمُوبِقَاتِ

সাইয়্যিদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, তোমরা এমন সব কাজ করে থাক, যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুল থেকেও চিকন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে আমরা এগুলোকে ধ্বংসকারী মনে করতাম। (বুখারী: ৬৪৯২)

এটিও বাস্তবতা যে, ব্যক্তি যখন গুনাহকে মামুলি মনে করে, তা থেকে বিরত থাকে না, তখন সে বড় বড় কবিরা গুনাহের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে যায়। যা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে।

জেনে রাখুন, যে ব্যক্তির বয়স ৬০ বৎসরে গিয়ে পৌঁছেছে, আর সে গুনাহ থেকে পরহেয করে না, তাহলে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে নিরুত্তর হয়ে যাবে। ঐ সময় তাঁর কাছে কোনো ওযর আপত্তি গৃহিত হবে না আর তার এই গুনাহই জাহান্নামে প্রবেশ করাবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَى امْرِئٍ أَخَّرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَغَهُ سِتِّينَ سَنَةً

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ যার আয়ু দীর্ঘ করেছেন,এমনকি যাকে ষাট বছরে পৌঁছে দিয়েছেন তার ওযর পেশ করার সুযোগ রাখেননি। (বুখারী: ৬৪১৯)

মানুষের বড় একটি দুর্বলতা হলো, সে তার ইচ্ছামত গুনাহর কাজ করতে থাকে। আর ভাবতে থাকে, এখনও তো দীর্ঘকালের আয়ু বাকি রয়ে গেছে। এখন আর কতই বা বয়স হয়েছে! যখন বৃদ্ধ হয়ে যাব তখন তাওবা করে নেব। এখনও অনেক সময় আছে। এখন এই কাজ জরুরি নয়। এটা আগে করে নিই। তারপর একসময় আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব।

কেউ কেউ তো বলে, 'আপনারা মৌলবীরা তো মানুষদেরকে ভয় দেখাতে থাকেন। এমন কোনো বিষয় নেই যে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল দয়ালু। (বাহ কত সুন্দর যুক্তি তাদের) আর বদবখত তো সে ব্যক্তিই যে আল্লাহর রহমতকে ঢাল ও বাহানা বানিয়ে গুনাহ করে যায়। এমন ব্যক্তির বোঝা উচিত, জানা উচিত যে, জাব্বার এবং কাহহার আল্লাহ তাআলারই নাম।

এভাবেই একটি শিশুবাচ্চা সান্ত্বনা ও আশার বাণী শুনে শুনে ষাট বছরের সেই বয়স পর্যন্ত পৌঁছে যায় (যাকে বলা হয় আরযালুল উমুর) যেই সময়ে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার আজাব থেকে বাঁচার এবং কোনো প্রকার ওজরখাহি পেশ করার সকল দরজা বন্ধ হয়ে যায়। আর তার ওপর হুজ্জত কায়েম হয়ে যায়।

অথচ আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন এ ধরণের লোকের ব্যাপারে কুরআন মাজিদে ইরশাদ করেন-

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾

আর এমন লোকদের জন্য কোনো ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে। এমন কি যখন তাদের কারো মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে, আমি এখন তাওবা করছি। যারা কুফরি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (সূরা নিসা : ১৮)

সুতরাং যারা পরবর্তীতে তাওবা করে নিবে বলে পাপ কাজ করতেই থাকে তাদের অবস্থা কী হতে পারে। তাদের ভাগ্যে কি তাওবা নসিব হবে? তবে যদি আল্লাহ দয়াপরবশ হয়ে তাওবা করার সুযোগ করে দেন। তাদের কথা ভিন্ন। কিন্তু অবস্থা তো বলে এমন লোকদের জন্য তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যায়।)

গুনাহের কালিমা ও তার রঙ যখন অন্তরকে ঘিরে নেয়

সুতরাং গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিরা এভাবেই নিজের সাথে ও অন্যের সাথে ছলছাতুরি করে গুনাহ করে যেতে থাকে, খারাপ ও গর্হিত কাজ করে যেতে থাকে আর মনে মনে ভাবে যা করছে ঠিকই করছে। অতঃপর গুনাহ করতে করতে তার অবস্থার এমন অবনতি হয় যে, তার অন্তরই মরে যায়। এখন সে গুনাহ ও পাপাচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠানো ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কদম উঠানোর জন্য যেকোনো প্রকারের কার্যক্রম গ্রহণ করে। এই হলো, দুর্ভাগার শেষ পর্যায়, যে তার অন্তর মরে যাওয়া শুরু করে এবং আস্তে আস্তে অন্তর একেবারেই অন্তরের মৃত্যু হয়ে যায়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে ভীতিপ্রদর্শন করার জন্য নিম্ন বর্ণিত হাদীসে আমাদেরকে রাহনুমায়ি করেন, আমাদেরকে সঠিক পথ দেখান-

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :إِنِ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ فَذَلِكُمُ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ :هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

সাইয়িদুনা হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "অবশ্যই যখন মুমিন কোনো গুনাহ করে ফেলে তখন তার অন্তরের মধ্যে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। অতঃপর যখন সে তাওবা করে নেয়, গুনাহকে পরিত্যাগ করে এবং আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন তার অন্তরের সেই কালো দাগটি মুছে দেওয়া হয়। আর যদি সে তাওবা করার পরিবর্তে বেশি বেশি গুনাহ করে, তাহলে (এই গুনাহের আধিক্যতার কারণে) তার অন্তরও বেশি কালো হয়ে যায়। অবশেষে সেটি তার অন্তরকে ঢেকে ফেলে। এ হলো সেই মরিচা যার ব্যাপারে **আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে বলেছেন**, 'এটা কখনও নয়, বরং তাদের অন্তরের ওপর গুনাহের মরিচা লেগে আছে, যা তারা প্রতিনিয়ত উপার্জন উপার্জন করেছে। (সূরা মুতাফফিফিন : ৮৩)

হাদীসটি ইমাম তিরমিজি ও ইমাম ইবনু মাজাহ রেওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। (মিশকাতুল মাসাবিহ: ২৩৪২ (শায়ক আলবানির তাহকীককৃত) [জামে তিরমিযী: ৩৩৩৪, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪২৪৪, আহমাদ: ৭৯৫২, মুসতাদরাক লিল হাকিম: ৩৯০৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকি: ২০৭৬৩, শুআবুল ইমান: ৬৮০৮, সহীহ আত তারগীব: ৩১৪১]

অন্তর থেকে তাকওয়া-পরহেযগারী ও আল্লাহর ভয় নিঃশেষ হয়ে যাওয়া

মানুষ গুনাহের মধ্যে নিমজ্জিত হওয়ার বড় একটি কারণ হলো, তাকওয়া ও খোদাভীতি শেষ হয়ে যাওয়া। কেননা, তাকওয়া ও খোদাভীতি এমন একটি শক্তি, যা মানুষকে গুনাহ ও অবাধ্যতা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। এই শক্তির উপস্থিতিতে মুমিন ব্যক্তির মন-মগজের মধ্যে সবসময়ই এই চিন্তা-ভাবনাই থাকে যে প্রতিটি সময়ের কার্যক্রমগুলো নোট করা হচ্ছে, লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। তার আমলের রেকর্ড প্রতিনিয়ত তৈরি করা হচ্ছে। দুই ফেরেশতা আল্লাহর পক্ষ থেকে ডিউটিরত আছে। যারা প্রতিটি মুহুর্তের হিসাব এবং তার ছোট থেকে ছোট কাজের নোটও করছে।

তাই এ আসল ব্যাপারটা যখন তার ভালোভাবে বুঝে আসে, তারপর থেকে কোনো সময় কোনো কাজ করার পূর্বে সে অবশ্যই ভাবে যে, কোথাও আবার একাজটি আমার মাবুদের অসন্তুষ্টির কারণ তো হয়ে যাবে না! অতএব আল্লাহ তাআলার ভয় ও আশঙ্কা তাকে গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে ফিরিয়ে রাখে ও গুনাহ থেকে তাকে বাঁধাপ্রদান করে। কিন্তু যখনি আখিরাতের প্রতি মানুষের পরিপূর্ণ একিন ও দৃঢ়বিশ্বাস না থাকে তখনই মরার পর আখিরাতে আমাদেরকে আমাদের রবের দরবারে নিজেদের আমলের ব্যাপারে জবাবদিহী করতে হবে সেই ধ্যান ও খেয়ালটাও তার অন্তর থেকে বেরিয়ে যায়। এমন ব্যক্তি বিনা দ্বিধায় কোনো ভয় ভীতি না রেখে

গুনাহের কাদামাটিতে গড়াগড়ি খেতে থাকে। আর নিজের এই দুর্গন্ধময় চিন্তা-ভাবনার প্রচার প্রসার করতে থাকে যে, এ তো চারদিনের জীবন, এনজয় করে নাও, মওজ মাস্তি করে নাও, জানা নেই সামনে কী আছে? এমন যেন না হয় যে, এখানকার আরাম আয়েশ ও ভোগ-বিলাস থেকেও মাহরুম হতে হয় আর সামনের জিন্দেগিতেও কিছু না মিলে।

কেউ তো বলে, যদি এসব গুনাহ হয়ে থাকে, তাহলে এখানকার সবাই এমন করে যাচ্ছে, তাহলে সবাই খারাপ। বাকি রইল হিসাব কিতাবের ব্যাপারটি। সুতরাং যখন হিসাব নিকাশের বিষয় সামনেআসবে তখন দেখা যাবে। আসতাগফিরুল্লাহ। কতেক জাহেল ও নাদান কিসিমের লোক এই দুনিয়ার খেল-তামাশাকেই জীবনের আসল মাকসাদ ধরে নিয়েছে। গুনাহকে তো গুনাহই মনে করছে না। ওয়াজ নসিহতেও হৃদয় বিগলিত হয় না। বরং বড় প্রতাপের সাথে বলে বেড়ায়'এই মজাদার জীবনের স্বাদ নাও; যা ইচ্ছে তাই করো। মনে যা আসে করতে থাক। কেননা, পরজগৎ বলে কিছু নেই। কেউ কি দেখেছে পরজগতকে? এমন লোকও তো আছে যারা আল্লাহ তাআলাকে সামান্য পরিমাণ ভয়ও করে না। যদি কখনও তাদের মুখ থেকে বের হয়ে আসে, তাওবা তাওবা । আল্লাহ মাফ করো। এমন লোকদের থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই অথবা এমন কাজ কারবার থেকে পানাহ চাই ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এগুলো কেবল মুখের বুলি। মুসলিম হিসেবে মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়। আর যদি তাদের এই মুখের কথাকে সত্য মনে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে মানতেই হয় যে- তাদের কাজকর্ম অবশ্যই আল্লাহভীতির বিপরীত রয়েছে। অতএব প্রকৃতপক্ষে খোদাভীতি, তাকওয়া ও পরহেযগারী হলো, গুনাহে লিপ্ত হওয়াকে বাঁধাপ্রদান করে আখিরাতে কামিয়াব ও সফল বানায়। আল্লাহ তাআলা কুরআনে হাকিমের মধ্যে তাঁর ভয়ে ভীতদের উচু মর্তবার কথা বর্ণনা করেছেন—

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ

যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে (দাঁড়িয়ে জীবনের হিসাব নিকাশ দেওয়ার জন্য) পেশ হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্যে রয়েছে দুটি উদ্যান। (সূরা আর রাহমান: ৪৬)

এর মানে হলো, আল্লাহকে ভয় করতে করতে জীবন অতিবাহিত করেছে এবং এরই ভিত্তিতে গুনাহ থেকে বেঁচে থেকেছে। কুরআনে হাকিমে অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তাআলাকে ভয়কারীর ঠিকানা এভাবেই শনাক্ত করেছেন-

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশি থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত। (সূরা নাযিআত: ৪০)

কিয়ামতের দিনের ব্যাপারে মিথ্যাবাদিতার শাস্তি

এরা তো সে সব লোক যারা গুনাহ থেকে আঁচল বাঁচিয়ে নিজেদের কথা ও কাজের দ্বারা প্রমাণ করে যে, তাদেরকে আল্লাহর কাছে একদিন জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। কিন্তু যারা তাদের কথা ও কাজের দ্বারা পরকালে জবাবদিহিতার বিষয়টি মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছে, তাদের ভয়াবহ শাস্তির আলোচনা কুরআনে কারীম কয়েক জায়গায় করেছে। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন-

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا

বস্তুত তারা কিয়ামত অস্বীকার করে আর যে কিয়ামতকে অস্বীকার করে, আমি তার জন্য অগ্নি প্রস্তুত করেছি।(সূরা ফুরকান: ১১)

লজ্জা শরম না থাকা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার বিশেষ কারণ

বর্তমান যুগে যেহেতু প্রচার মাধ্যম ও মিডিয়া জগতের ওপর ইহুদি- খ্রিস্টানদের প্রভাব, তারা মুসলিম দেশগুলোতে এমন এমন অশ্লীলতা ও ইসলামের শত্রুতা, আকিদা বিশ্বাসের মধ্যে দ্বিধা-সংশয় সৃষ্টিকারী প্রোগ্রাম প্রচার করছে, যা মুসলিম গোত্রগুলোকে তাহজিব তামাদ্দুনের সাথে সাথে ইসলামকেও ঘৃণার পাত্র বানিয়ে দিচ্ছে। বিপথগামী হওয়া, বিভিন্ন অন্যায়-অপরাধে জড়িত হওয়া, লজ্জা- শরম না থাকা, লুণ্ঠন-হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি এমন সব মারাত্মক গুনাহ ও অপরাধের কারণ হলো, এই সকল প্রচার মাধ্যম-মিডিয়া (টেলিভিশন, ডিশ, ভেসিয়ার, কেবল কানেকশন, ইন্টারনেট, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন ইত্যাদি)। এ কারণেই নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে গুনাহের সাগরে নিক্ষেপকারী ও লজ্জা শরমের হত্যাকারী এই সকল মাধ্যম থেকে দূরে রাখা উচিত।

কারণ, আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমের মধ্যে ইরশাদ করেন—

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। (সূরা তাহরিম: ২)

আর এমন যেন না হয়, গুনাহে প্ররোচনাকারী এই সব মাধ্যমগুলো ঘরে রেখে ঘরের শোভা বানায়—যা লজ্জা-শরমকে শেষ করে দেয়।

আর এই লজ্জা-শরমের ব্যাপারেই রাসূলে আরাবী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

اذا فاتك الحياء فافعل ما شئت

যখন তোমার কাছ থেকে লজ্জা-শরম খতম হয়ে যায়, তখন যা মনে চায় করতে থাক।

এই অর্থের রেওয়ায়াত সহীহ বুখারীতেও আছে। তিনি ইরশাদ করেন-

إذا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ ما شِئْتَ

যখন তুমি লজ্জা শরম না করো তাহলে যা মনে চায় তাই করতে থাক। (সহীহ বুখারী: ৩৪৮৩)

(অর্থাৎ তোমার জন্য এখন আল্লাহ তাআলার মজবুত পাকড়াওটা বাকি রয়েছে)

সুতরাং জানা গেল, লজ্জা শরমের মাদ্দা শেষ হয়ে গেলে শয়তান মানুষের অন্তরের মধ্যে যে তীর ধনুক চালায় অর্থাৎ ওয়াসওয়াসা দেয়, তা-ই করতে থাকে। আর এভাবেই গ্রামে-গঞ্জে, শহরে, বন্দরে গুনাহ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

খারাপ সঙ্গ, আড্ডাবাজি জাহান্নামে নিয়ে যাবার কারণ

গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণগুলোর মধ্য থেকে বড় সামাজিক কারণ হলো, খারাপ আড্ডা, অনুষ্ঠান ও পথভ্রষ্ট সোসাইটিও। একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে—যেমন বৈঠক তেমন সোহবত। মানুষ যেমন লোকের সাথে উঠাবসা করে সে তেমনই হয়ে যায়। যেই মজলিস বা অনুষ্ঠানে তার আসা-যাওয়া থাকে ঐ অনুষ্ঠানের রঙ তার মাঝে অবশ্যই পতিত হয়। তাই মানুষের জন্য আবশ্যক হলো, নিজেদের সাথি ও বন্ধু চিন্তা-ভাবনা করে এবং ভালোভাবে পরখ করে নির্বাচন করা। কেননা, ব্যক্তি যে ধরণের অভ্যাস ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয় অন্যকেও সেই সব অভ্যাস ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বানিয়ে দেয়। যদি সে বদ স্বভাবের হয়—যেমন : চোর, ডাকাত, ছিনতাইকারী, নেশাখোর, অশ্লীল ভিডিও ও ফিল্ম ইত্যাদি দেখে অভ্যস্ত থাকে, তাহলে তার সাথে উপবেশনকারীদের মাঝেও সে এসব খারাপ স্বভাবগুলোর আমদানি করবে। এ কারণে রহমতে আলম রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنَّا مَثَلُ الجليس الصَّالِحِ ، وجليس السوء ، كحامل المسك ، ونافخ الكبير ، فَحَامِلُ المسك ، إِمَّا أَنْ ، يَحْذِيَكَ ، وإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً ، ونافِخُ الكبير ، إما أن يَحْرِقَ ثَيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً

সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হলো, কস্তুরী বহনকারী (আতরওয়ালা) ও হাপরে ফুৎকারকারী (কামারের) ন্যায়। কস্তুরী বহনকারী (আতরওয়ালা) হয়তো তোমাকে কিছু দান করবে অথবা তার কাছ থেকে তুমি কিছু খরিদ করবে অথবা তার কাছ থেকে সুবাস লাভ করবে। আর হাপরে ফুৎকারকারী (কামার) হয়তো তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে। [বুখারী ২১০১ (রাবি আবু মুসা আশআরি রদি.), ৫৫৩৪, মুসলিম ২৬২৮, আহমদ ১৯১২৭, ১৯১৬৩]

এই মূল্যবান হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করেছেন, একজন সাথির ভালো ও খারাপ স্বভাবের প্রভাব অপর সাথির ওপর অবশ্যই পতিত হয়। তাই তিনি সৎ সঙ্গীকে আতর বিক্রেতার সাথে সাদৃশ্য দিয়েছেন। কেননা, যখন সে তার কাছে গিয়ে বসবে তিন বিষয়ের মধ্য হতে কোনো এক বিষয় অবশ্যই তার অর্জিত হবে।

১. হয়ত তোমাকে আতর উপহার দেবে, অথবা

২. সে তার কাছ থেকে মূল্য দিয়ে ক্রয় করে নেবে, কিংবা

৩. কমপক্ষে তুমি তার নিকট থেকে আতরের ঘ্রাণ নিতে পারবে, যার প্রভাব তোমার হৃদয়, শরীর এবং তোমার কাপড়ের মাঝে ফুটে উঠবে। সৎ সঙ্গী থাকলে এভাবেই তার কাছ থেকে উপকার লাভ করবে। আর তার সাথে উঠাবসা করলে অবশ্যই তোমার উপকার লাভ হবে। আর তিনি অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন হাপরে ফুৎকারকারী কামারের সাথে। হয়তো সে তার আগুন থেকে ফুলকি উড়িয়ে তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে না হয় কমপক্ষে এর থেকে বিষাদময় এক দূর্গন্ধ তুমি পাবে অথবা তার প্রভাব তোমার কাপড় বা শরীরে লাগবে। এমনই হলো অসৎ সঙ্গী যে, তার সাথে বসার কারণে নিশ্চিতভাবে তোমার ক্ষতি হবেই।

তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, একেক মানুষের মেজাজ বা স্বভাব একেক ধরণের হয়ে থাকে। কিছু আছে ভালো কাজের বার্তাবাহক হওয়ার কারণে নেক কাজ ও উত্তম কাজের দিকে পথপ্রদর্শন করে আর কিছু আছে খারাপ কাজে অভ্যস্ত হওয়ার কারণে, অসৎ কাজ ও গর্হিত কাজের দিকে পথপ্রদর্শন করে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসের মাঝে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ "

সাইয়িদুনা হযরত আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় অনেক লোক এমন আছে, যারা কল্যাণের চাবিকাঠি এবং অকল্যাণের দ্বার রুদ্ধকারী। পক্ষান্তরে এমন লোকও আছে যারা অকল্যাণের দ্বার উন্মোচনকারী এবং কল্যাণের পথ রুদ্ধকারী। সেই লোকের জন্য সুসংবাদ যার দুহাতে আল্লাহ কল্যাণের চাবি রেখেছেন এবং সেই লোকের জন্য ধ্বংস যার দুহাতে আল্লাহ অকল্যাণের চাবি রেখেছেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ: ২৩৭)

আকিদায়ে তাওহিদের সাথে বিদ্রোহ করা সকল গুনাহের মূল

গুনাহে পতিত হওয়ার আরও অনেক কারণ আছে যেগুলো মানুষকে গুনাহের কাদায় ফাঁসিয়ে দেয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিরক হলো, সবচেয়ে বড় গুনাহ। কেননা, শিরক এমন গুনাহ, যে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পর মানুষ সর্বপ্রকারের গুনাহ করতে থাকে। এর কারণ, আকিদায়ে তাওহীদ চলে যাওয়া। আর আকিদায়ে তাওহীদ মানব বিবেককে সুস্থ ও সঠিক রাখে। যখন

মানুষ শিরকে লিপ্ত হয়, তখন তার বিবেক মারা যায়। অতঃপর যখন বিবেক-বুদ্ধিই থাকে না তখন তার কাছে নেকি ও বদির আর কোনো পার্থক্য বাকি থাকে না।

বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে রয়েছে—

“সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ্ কোনটি? তিনি বললেন কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।” (বুখারী: ৪৭৬১।)

তো যখন সে শিরকের মত গুনাহ করে ফেলল তখন এই শিরকের বদ আছর ও প্রভাব তার ওপর এমনভাবে পতিত হলো যে, সর্বপ্রকার গুনাহ করতে সে এখন কোনো ভয় পায় না। বিনা দ্বিধায় সে গুনাহ করে যেতে থাকে।

সম্পূর্ণ হাদীস হল এই : 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, অথবা অন্য কেউ জিজ্ঞেস করলো, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ্ কোনটি? তিনি বললেন, কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোনটি? তিনি জবাব দিলেন, তোমার সন্তানকে এ আশংকায় হত্যা করা যে, তারা তোমার খাদ্যে ভাগ বসাবে। আমি বললাম, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, এরপর হচ্ছে তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করা। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ কথার সমর্থনে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়- “এবং তারা আল্লাহর সঙ্গে কোন ইলাহকে আহবান করে না। আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না।,, [৪৪৭৭] (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪৩৯৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৪৪00)

গুনাহ করার পূর্বে ভালভাবে চিন্তাভাবনা করে নিন

পরিশেষে গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য শাইখ ইবরাহিম বিন আদহাম রাহিমাহুল্লাহ এর এক ব্যক্তির সাথে নসিহতে পরিপূর্ণ একটি কথোপকথন আপনাদের সামনে পেশ করছি। যাতে করে আমাদের অনুভূতি আসে যে, আমরা গুনাহ করে আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টিতে লিপ্ত হচ্ছি।

এক ব্যক্তি ইবরাহিম বিন আদহাম এর খেদমতে হাজির হয়ে তার কাছে আরজ করতে লাগল,

অপরিচিত ব্যক্তি : হে ইবরাহিম বিন আদহাম, আমি অনেক গুনাহ

করেছি। আপনার নিকট আবেদন করছি আপনি আমাকে নসিহত করে দিন যে, ভবিষ্যতে আমার নফস যেন আমাকে গুনাহে নিমজ্জিত না করতে পারে।

ইবরাহিম বিন আদহাম : যদি তুমি পাঁচ বিষয়ের ওপর সামর্থ অর্জন করতে পার তাহলে গুনাহ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

অপরিচিত ব্যক্তি : সেই পাঁচ বিষয় কী কী?

ইবরাহিম বিন আদহাম : প্রথম ব্যাপার হলো, যদি তুমি আল্লাহর

নাফরমানি করার ইচ্ছা করো, তাহলে তার দেওয়া রিজিক থেকে খেয়ো না।
অপরিচিত ব্যক্তি : তাহলে আমি কী খাবো, যেখানে সকল রিজিক তাঁরই সৃষ্টি করা।

ইবরাহিম বিন আদহাম : নিজে চিন্তা করো তো, তোমার কাছে কেমন লাগবে যার দেওয়া রিজিক থেকে খাচ্ছ, তাঁরই অবাধ্যতা নাফরমানি করবে?

অপরিচিত ব্যক্তি : অবশ্যই নয়। আর দ্বিতীয় বিষয় কী?

ইবরাহিম বিন আদহাম : যদি তাঁর নাফরমানি করার ইচ্ছা করো, তাহলে তার দেওয়া জায়গাতেও থাকবে না।

অপরিচিত ব্যক্তি : এটা তো প্রথম বিষয় থেকেও অনেক গুরুতর। আসমান জমিনের সবকিছু যেখানে তার সৃষ্টি করা তখন আমি কোথায় থাকব?

ইবরাহিম বিন আদহাম : তোমার কাছে এটা কী ভালো লাগে, যার বানানো জমিনে থাক তাঁরই নাফরমানি করবে?

অপরিচিত ব্যক্তি :

কখনও নয়। আর তৃতীয় বিষয় কী?

ইবরাহিম বিন আদহাম : যখন তুমি তাঁরই দেওয়া রিজিক খাচ্ছো, তাঁরই সৃষ্টি করা জমিনে থাকতে তুমি বাধ্য তাহলে তুমি এক কাজ করো, এমন কোনো জায়গায় গিয়ে গুনাহ করো যেখানে তিনি তোমাকে না দেখেন।

অপরিচিত ব্যক্তি : এটা কীভাবে সম্ভব যে, তার কাছ থেকে গোপন থাকব অথচ তিনি সকল প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়ের ওপর নজর রাখেন।

ইবরাহিম বিন আদহাম : হে আল্লাহর বান্দা, তোমার নিকট কি গ্রহণযোগ্য যে, তুমি তাঁর দেওয়া রিজিক খেয়ে, তাঁরই বানানো জমিনে অবস্থান করে তাঁকে দেখিয়ে গুনাহ করবে?
অপরিচিত ব্যক্তি : অবশ্যই অবশ্যই না। চতুর্থ বিষয় কী?

ইবরাহিম বিন আদহাম : যখন মালাকুল মওত তোমার জান কবজ

করার জন্য আসবে তখন তুমি তাকে বলবে, আমাকে এতটুকু সময় দাও যে আমি তাওবা করে কিছু নেক কাজ করে নেব।

অপরিচিত ব্যক্তি : সে কখনও মানবে না।

ইবরাহিম বিন আদহাম : যখন তুমি মৃত্যুকে সামান্য সময়ের জন্য স্থগিত করিয়ে তাওবা করতে সক্ষম নও তাহলে তুমি মুক্তি ও নাজাতের আশা করে কেন বসে আছ?

অপরিচিত ব্যক্তি : পঞ্চম বিষয় কী?

ইবরাহিম বিন আদহাম : কিয়ামতের দিন ফেরেশতা যখন তোমাকে

জাহান্নামে ফেলার জন্য নিয়ে চলবে তখন তুমি তাদের সাথে যেয়ো না।

অপরিচিত ব্যক্তি : এটা তো সম্ভবই নয় যে, সে আমাকে ছেড়ে দেবে।

ইবরাহিম বিন আদহাম : তাহলে তুমি নাজাতের আশা করে কেন বসে আছো?

অপরিচিত ব্যক্তি : হে ইবরাহিম, আমি বুঝে ফেলেছি। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং তাঁর কাছ থেকে তাওবা করছি।

তারপর ঐ ব্যক্তি ইবাদতে এমনভাবে লেগে গেল যে, মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোনো জিনিস তাকে ইবাদত থেকে আলাদা করতে পারেনি। (কিতাবুত তাওয়াবিন-ইবনু কুদামা: ২৮৫-২৮৬)
আল্লাহ তাআলার কাছে দোআ করছি, তিনি যেন আমাদেরকে গুনাহের সকল প্রকার মাধ্যম থেকে বেঁচে থেকে তাঁর সন্তুষ্টি মোতাবেক জীবনযাপন করার তাওফিক দান করেন।

এখানে তো আমরা এমন কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছি, যেগুলোর ওপর ভিত্তি করে মানুষ গুনাহে লিপ্ত হয়। এখন আপনারা গুনাহের আলামত ও তার ক্ষতিসমূহ জেনে নিন। যাতে করে নিজের আঁচলকে গুনাহের কালিমা থেকে বাঁচিয়ে আখিরাতে কামিয়াবি অর্জন করে জান্নাতের ওয়ারিস হতে পারেন।

গুনাহ এর আলামত

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, অনেক জাহেল আছে যারা আল্লাহ তাআলার রহমত ও তাঁর মাগফিরাত এবং তাঁর দয়া অনুগ্রহকে অপাত্রে ভরসা করে (অর্থাৎ যেমন ক্ষেত্রে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমার আশা নেই, সেখানেও ক্ষমার আশা করে গুনাহ করতে থাকা) আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আদেশ-নিষেধগুলোকে নষ্ট করে ফেলে। সেগুলোর ওপর আমল করে না। আর ভুলে যায় যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হলেন যুল জালাল। তিনি কঠিন শাস্তিদাতাও। অপরাধী জাতির ওপর থেকে আল্লাহর আজাব কখনও ফিরে যাবে না।

যে ব্যক্তি লাগাতার গুনাহ করতে থাকে, গুনাহর ওপর পড়ে থাকে সাথে সাথে সে ক্ষমা করার ওপর ভরসা করে বসে থাকে, তার দৃষ্টান্ত তো ঐ ব্যক্তির মত, যে জেনে বুঝে সত্যের বিরোধিতাকারী।

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি কত সুন্দরই না বলেছেন : যার কথা তুমি মান্য করো না তার রহমতের আশা করা একেবারেই বোকামি ও অপমানজনক ব্যাপার।

কোনো এক আলেম বলেন, যে রাব্বুল আলামিন তিন দিরহাম চুরি করার অপরাধে তোমার হাত কেটে ফেলার আদেশ দিয়েছেন, তাঁর পরকালীন সাজার ব্যাপারে একেবারে নির্ভয় হয়ে বসে যেয়ো না যে, তিনি এমনই হবেন। (বরং সেখানে তো কয়েকগুণ বেশি কঠিন হবেন)

সাইয়িদুনা হাসান ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো, "জনাব, আপনাকে বেশি বেশি কান্না করতে দেখা যায়। (এর কারণ কী?) তখন তিনি বললেন- সব সময় আমি এই ভয়ে থাকি যে, আমাকে যদি জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়? অতঃপর তো কেউ আমার দিকে ভ্রুক্ষেপও করবে না।

এক ব্যক্তি ইমাম হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহর নিকট জিজ্ঞেস করল, আমরা এমন লোকের মজলিস ও সোহবত লাভে কী পদ্ধতি অবলম্বন করব যারা আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার শাস্তি ও আজাবের এই পরিমাণ ভয় দেখায় যে, আমাদের অন্তর টুকরা টুকরা হয়ে যায়। (আর কঠিন ভয়ের কারণে আমরা কাঁদতে থাকতাম) তখন তিনি বললেন' আল্লাহর শপথ! তুমি এমন লোকদের সোহবত গ্রহণ করবে, যে তোমাকে আল্লাহর পাকড়াও এর ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে। এমনকি তুমি নিরাপত্তা অনুভব করে নাও, এটি তোমার জন্য ঐ বিষয় থেকে উত্তম যে, তুমি এমন লোকের সোহবত গ্রহণ করো, যে তোমাকে শান্তি ও নিরাপত্তার একিন দেয়, কিন্তু পরবর্তীতে তুমি ভয়ংকর মসিবতের শিকার হয়ে যাও।

মানুষদেরকে খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করে নিজে উক্ত কাজে লিপ্ত ব্যক্তির পরিণতি

হাদীসে পাকে এসেছে, উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহুমা বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি-

" يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ، فَيَقُولُونَ أَن فُلَانُ، مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ ".

কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন আগুনে পুড়ে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। এ সময় সে ঘুরতে থাকবে যেমন গাধা তার চাকা নিয়ে তার চারপাশে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামবাসীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে বলবে, হে অমুক ব্যক্তি, তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না আমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ

করতে আর অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতে? সে বলবে, আমি তোমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করতাম বটে, কিন্তু আমি তা করতাম না আর আমি তোমাদেরকে অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতাম, অথচ আমিই তা করতাম। (বুখারী: ৩২৬৭, মুসলিম: ২৯৮৯)

চাকরিতে নিয়োগকৃত কর্মচারীর পক্ষ থেকে হয়ে যাওয়া গুনাহের আলামত

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহিমাহুল্লাহ আবু রাফে রাদিয়াল্লাহ আনহুর আছার স্বীয় মুসনাদে নকল করেছেন-

فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى المغرب إذ مر بالبقيع فقال أف لك أف لك مرتين فكبر في ذرعي وتأخرت وظننت أنه يريدني فقال ما لك امش قال قلت أحدثت حدثا يا رسول الله قال وما ذاك قلت أففت بي قال لا ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعيا على بني فلان فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাগরিব সালাতের জন্য তাড়াতাড়ি করে আসছিলেন। আমরা বাকী নামক স্থানের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন তিনি বললেন, “তোমার জন্য আফসোস, তোমার জন্য আফসোস।” তিনি বলেন, এটা আমার কাছে কঠিন মনে হলো। অতএব আমি পেছনে রয়ে গেলাম। আরআমি মনে করলাম, তিনি আমাকেই উদ্দেশ্য করেছেন। তিনি বললেন, তোমার কী হলো? চলো। আমি বললাম, আমি কি কোনো ঘটনা ঘটিয়েছি? তিনি বললেন, তা কী? আমি বললাম, আপনি বললেন তোমার জন্য আফসোস। তিনি বললেন, না, (আমি যাকে লক্ষ করে)আফসোস বলেছি, সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যাকে আমি অমূক গোত্রের নিকট যাকাত উসুলকারী করে পাঠিয়েছিলাম। সে একখানা চাদর আত্মসাৎ করেছিল। এখন তাকে ঐরূপ আগুনের একখানা চাদর পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। (আর এভাবেই তার কবরে আজাব হচ্ছে) (মুসনাদ আহমাদ: ৬/৩৯২, সুনানুন নাসায়ী: ৮৬৩ [ইফা])

গুনাহগারদের জন্য জাহান্নামের ভয়াবহতা

সহীহ মুসলিমের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে—

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صِبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ فَيَقُوْلُ لاَ وَاللَّهِ يَارَبِّ وَيُؤْتَى بِأَشَدِ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صِبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ

يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُوسًا قَطُّ وَهَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةً قَطُّ فَيَقُوْلُ لاَ وَاللَّهِ يَارَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ وَلاَ رَأَيْتُ شِدَّةَ قَطُّ.

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য হতে দুনিয়ার সর্বাধিক সম্পদশালী ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে জাহান্নামের আগুনে ডুবিয়ে তোলা হবে। অতঃপর তাকে বলা হবে হে আদম সন্তান, তুমি কি কখনও আরাম-আয়েশ দেখেছ? পূর্বে কখনও তোমার নিয়ামতের সুখ শান্তি অর্জিত হয়েছিল? সে বলবে, না। আল্লাহর কসম! হে আমার প্রতিপালক, আমি কখনও সুখ ভোগ করিনি।

তারপর জান্নাতীদের মধ্য হতে এমন একজনব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে, যে দুনিয়াতে সর্বাপেক্ষা কঠিন জীবন যাপন করেছিল। তখন তাকে মূহূর্তের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে হে আদম সন্তান কখনও কঠিন সমস্যা ও কঠোরতার সম্মুখীন হয়েছিলে? সে বলবে, না, আল্লাহর কসম! হে আমার প্রতিপালক, আমি কখনও দুঃখ কষ্টে পতিত হইনি। আর কখনও কোনো কঠোর অবস্থার মুখোমুখিও হইনি। [মুসলিম (কিতাবু সিফাতিল মুনাফিক্বীন ও আহকা-মুহুম, হাদীস নং ৭০৮৮/অথবা মুসলিম: ৪/২১৬২, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪২৫।]

দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী ভোগবিলাসী ব্যক্তি যেমন জাহান্নামের শাস্তি স্পর্শ করা মাত্রই দুনিয়ার সকল সুখ-শান্তি ও ভোগ-বিলাসের স্বাদ ভুলে যাবে তেমনি দুনিয়ার সবচেয়ে দুস্থ ও কঠোর অবস্থার সম্মুখীন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করা মাত্রই দুনিয়ার সকল দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদের যাতনা ভুলে যাবে।

লোকদেখানো আমল অতঃপর সেই গুনাহের শাস্তি

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ .قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ .فَقَدْ قِيلَ .ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ .قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ .فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ . وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ

فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ .فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ " .

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন— আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যার বিচার করা হবে, সে হচ্ছে এমন

একজন যে শহীদ হয়েছিল। তাঁকে উপস্থিত করা হবে এবং আল্লাহ তাঁর নিয়ামতরাশির কথা তাকে বলবেন এবং সে তার সবটাই চিনতে পারবে (যথারীতি তার স্বীকারোক্তিও করবে)। তখন আল্লাহ

তাআলা বলবেন— এর বিনিময়ে 'কী আমল করেছিলে?" সে বলবে, আমি তোমারই পথে যুদ্ধ করেছি এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন— তুমি মিথ্যা বলেছো। তুমি বরং এ জন্যেই যুদ্ধ করেছিলে যাতে লোকে তোমাকে বলে তুমি বীর-লড়াকু সৈনিক। (সুতরাং দুনিয়াতে) তা বলা হয়েছে।

এরপর নির্দেশ দেওয়া হবে। সে মতে তাকে উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তারপর এমন এক ব্যক্তির বিচার করা হবে যে জ্ঞান অর্জন করেছে ও বিতরণ করেছে এবং কুরআন মাজিদ পাঠ করেছে। তখন তাকে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতের কথা তাকে বলবেন এবং সে তা চিনতে পারবে (যথারীতি তার স্বীকারোক্তিও করবে)।

তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, এত বড় নিয়ামত পেয়ে বিনিময়ে তুমি কী করলে? জবাবে সে বলবে, আমি জ্ঞান অর্জন করেছি। তা শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠ করেছি। জবাবে আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছো।তুমি তো জ্ঞান অর্জন করেছিলে এজন্যে যাতে লোকে তোমাকে জ্ঞানী বলে। কুরআন তিলাওয়াত করেছিলে এ জন্যে যাতে লোকে বলে, তুমি একজন ক্বারী। (সুতরাং দুনিয়াতে) তা বলা হয়েছে। তারপর নির্দেশ দেওয়া হবে, সে মতে তাকেও উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তারপর এমন এক ব্যক্তির বিচার হবে, যাকে আল্লাহ তাআলা সচ্ছলতা এবং সর্ববিধ বিত্ত-বৈভব দান করেছেন। তাকে উপস্থিত করা হবে এবং প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের কথা বলা হবে। সে তা চিনতে পারবে (স্বীকারোক্তিও করবে)। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, এসব নিয়ামতের বিনিময়ে তুমি কী আমল করেছো? জবাবে সে বলবে,সম্পদ ব্যয়ের এমন কোনো খাত বাকি নেই যাতে সম্পদ ব্যয় করা তুমি পছন্দ করো, আমি সে খাতে তোমার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করেছি। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছো। তুমি বরং এ জন্য তা করেছিলে যাতে লোকে তোমাকে দানবীর বলে অভিহিত করে। (সুতরাং দুনিয়াতে) তা বলা হয়েছে।

তারপর নির্দেশ দেওয়া হবে। সে মতে তাকেও উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (সহীহ মুসলিম অধ্যায়: ৪৩ লোক দেখানো এবং খ্যাতির উদ্দেশে যে যুদ্ধ করে সে জাহান্নামের যোগ্য হয়। (ই.ফা. ৪৭৭০, ই.সে. ৪৭৭১)

গুনাহের এক আলামত হলো সম্পদের প্রাচুর্য

সাইয়িদুনা উকবা ইবনে আমের বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

إذا رأيت الله يعطي العبد مِنَ الدُّنيا على معاصيه ما يُحِبُّ، فإنَّما هو استدراج ثم تلا رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ :فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ

যখন তুমি দেখবে, আল্লাহ পাক তাঁর নাফরমানি ও অবাধ্যতা করার পরেও তাঁর পছন্দ মোতাবেক নিয়ামত দান করছেন, তাহলে তুমি বুঝে নাও যে, এটি হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবকাশ দেওয়া। অতঃপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করেন, "অতঃপর তারা যখন ঐ উপদেশ ভুলে গেল, যা তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, তখন আমি তাদের সামনে সব কিছুর দ্বার উম্মুক্ত করে দিলাম। এমনকি, যখন তাদেরকে প্রদত্ত বিষয়াদির জন্য তারা খুব গর্বিত হয়ে পড়ল, তখন আমি অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তখন তারা নিরাশ হয়ে গেল।"
(সূরা আনআম: ৪৪) [মুসনাদে আহমাদ: ১৪৫১৪, (শুআইব আরনাউতের তাহকীককৃত: ১৭৩১১), তাবারানী: ১৭/৩৩০ হাদীস নং ৯১৩, শুআবুল ঈমান লিল বায়হাক্বী: ৪৫৪০, মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুর রুক্বাক্ব হাদীস: ৫২০১]

সালাফে সালেহীনদের কেউ কেউ বলেন- "যখন তুমি খেয়াল করবে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমার ওপর তাঁর নিয়ামত লাগাতার অবতীর্ণ করছেন অথচ তুমি তার নাফরমানি ও অবাধ্যতায় অটল রয়েছ, তাহলে সাবধান হয়ে যাও, এটাই হলো তাঁর পক্ষ থেকে অবকাশ দেওয়া। যার সাথে তোমাকে তিনি ছাড় দিচ্ছেন।"

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا "وَالْ ءَاخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ)

যদি সব মানুষের এক মতাবলম্বী হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, তবে যারা দয়াময় আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করে আমি তাদেরকে দিতাম তাদের গৃহের জন্য রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি। যার উপর তারা চড়ত। তাদের গৃহের জন্য দরজা দিতাম এবং পালঙ্ক দিতাম যাতে তারা হেলান দিয়ে বসত এবং স্বর্ণনির্মিতও দিতাম। এগুলো সবই তো পার্থিব জীবনের ভোগ সামগ্রী মাত্র।আর পরকাল আপনার পালনকর্তার কাছে তাঁদের জন্যেই, যারা পরহেযগার। (সূরা যুখরুফ: ৩৩-৩৫)

অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তাআলা এই সব লোকদেরকে প্রত্যাখ্যান করেন, যারা এই ধারণা পোষণ করে যে, দুনিয়ার নিয়ামত তাদেরকে নিজেদের ইজ্জত-সম্মান ও মর্যাদার ভিত্তিতে জারি আছে। ইরশাদ করেন-
إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَ مَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَمُهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَنَنِ

নিশ্চয় আপনার পালকর্তা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। মানুষ এরূপ যে, যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন, তখন বলে, আমার পালনকর্তা আমাকে সম্মান দান করেছেন। এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর রিজিক সংকুচিত করে দেন, তখন বলে' আমার পালনকর্তা আমাকে হেয় করেছেন। (সূরা ফাজর: ১৪-১৬)

পরীক্ষা উভয় দিক থেকেই করা হতে পারে। নিয়ামতের আধিক্যের সাথেও আবার রিজিক সংকুচিত করে দেওয়ার মাধ্যমেও। এমনটা আবশ্যকীয় নয় যার রিজিকের মধ্যে প্রশস্ততা দেওয়া হয়েছে সে কোনো মহান ব্যক্তি ছিলেন। তার হিসাব নিকাশ নেওয়া হবে না। আর যার রিজিক সংকুচিত করে দেওয়া হয়। তাকে অপদস্থ করা হবে। বরং বেশি নিয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে রিজিকে প্রশস্ততার সাথে তাকে মসিবত ও ফিতনায় পতিত করা হবে। দরিদ্র, অসহায় ব্যক্তির রিজিক সংকুচিত করে দেওয়ার
পাশাপাশি তার হিসাবনিকাশে স্বল্পতা অথবা একেবারেই হিসাব লওয়া হবে না। সম্মান দেওয়া হবে।

জামে তিরমিজির মধ্যে একটি রেওয়ায়াত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন "অবশ্যই আল্লাহ তাআলা দুনিয়া দান করেন যাকে তিনি মুহাব্বত করেন আর

তাকেও দেন যাকে তিনি পছন্দ করেন না। কিন্তু ঈমান কেবল তার ভাগ্যেই জুটে যাকে তিনি মহব্বত করেন।”

মাল ও দৌলত, সুনাম-সুখ্যাতি ও একাগ্রতার মধ্যেও গুনাহর আলামত

কোনো কোনো সালাফ বলেন, অনেক সময় আল্লাহর নিয়ামতের দ্বারা পরিপূর্ণ ব্যক্তিকে অবকাশ ও ছাড় দেওয়া হয়। কিন্তু সে এর খবরই রাখেনা, বুঝেও না। অনুরূপভাবে মানুষকে কোনো কোনো সময় মানুষের পক্ষ থেকে প্রশংসা, সুনাম, সুখ্যাতির সুরতে ফিতনায় আপতিত করা হয়। কিন্তু সে অনুভবই করতে পারে না। আর কখনও কখনও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাকে একাগ্রতা দিয়ে ধোঁকার মধ্যে রাখা হয়। অথচ সে জানেও না। (এই সময়গুলোতে ইসতিগফার, আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া ও অন্তর খুলে নেক কাজে ব্যয় করা উচিত) এই কথা অবশ্যই জানা উচিত যে, গুনাহ ও পাপাচার সর্বাবস্থায় ক্ষতিকর ও অনিষ্টকারী হয়ে থাকে। আর এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, অন্তরের মধ্যে গুনাহের প্রভাব শরীরের মধ্যে বিষক্রিয়ার ন্যায় প্রভাব বিস্তার করে। আর তা স্বস্ব অবস্থান ও স্তর মোতাবেক প্রভাব বিস্তার করে। দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বপ্রকার খারাপ কাজ, রোগ ও অপরাধ গুনাহের কারণেই সৃষ্টি হয়ে থাকে।

গুনাহের অপরাধের নির্মম শাস্তি

আল্লাহ তাআলা নাফরমান ও তাঁর অবাধ্যতাকারী বিভিন্ন জাতিকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়েছেন। যাতে করে পরবর্তী জাতিসমূহ এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং গুনাহের মধ্যে পতিত হওয়া থেকে নিজেদের আঁচলকে বাঁচিয়ে রাখে।

মানবজাতির পিতা-মাতা (আদম ও হাওয়া) কে সুখ-শান্তি, নিয়ামতরাজি, আনন্দ এবং সুন্দর সুন্দর ঘর বিশিষ্ট জান্নাত থেকে বের করে মসিবত, কষ্ট ও দুঃখের ঘর দুনিয়াতে কোন জিনিস নিক্ষেপ করেছিল?

ইবলিসকে কোন জিনিস মহিমান্বিতদের মর্যাদা থেকে বের করে তার জাহের ও বাতেনকে বিকৃত করে অভিশাপের উপযোগী বানিয়ে দিয়েছিল? (কেবল নাফরমানি করার কারণে)

সাইয়িদুনা নুহ আলাইহিস সালামের যুগে দুনিয়ার তামাম বাসিন্দাদেরকে কোন জিনিস বন্যায় প্লাবিত করে দিয়েছিল? পানি জমিনের ওপর এই পরিমাণ এসে পৌঁছেছিল যে, পাহাড় পর্যন্ত তাতে ডুবে গিয়েছিল?

আদ জাতির ওপর ঘোর অন্ধকারকে কোন জিনিস চাপিয়ে দিয়েছিল যে, তারা জমিনে মৃত পড়েছিল? কেমন যেন তারা খেজুরের গাছের ন্যায় ভূপাতিত হয়ে পড়ে ছিল।(সূরা আল-হাক্কাহ: ৭)

এই তীব্র অন্ধকার যেখান দিয়ে অতিক্রম করেছে সেখানকার ঘরবাড়ি, ক্ষেতখামার এবং পশুপ্রাণীদেরকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দিয়েছিল। যাতে করে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে আগমনকারী সকলের জন্য শিক্ষনীয় আলামত হয়ে যায়। (তা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর নবীদের নাফরমানি ও অবাধ্যতাই ছিল, যা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল।)

ছামুদ জাতির ওপর শক্ত ধরণের জিনিস কীসে পাঠিয়েছিল যে, সেই জিনিসগুলো তাদের কলিজা, তাদের সিনাকে বিদীর্ণ করে দিয়েছিল? এই আজাবের দ্বারা তাদের সর্বশেষ ব্যক্তিও জাহান্নামের উপত্যকায় গিয়ে পতিত হয়।

কোন জিনিস বা কাজ ছিল, যা লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের বসতি জমিনকে আসমানের দিকে উঠিয়ে আসমানের এতটুকু নিকটে করে দিয়েছিল যে ফেরেশতারা তাদের কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ পর্যন্ত শুনে ফেলেছিল? অতঃপর এই বস্তিকে জমিনের দিকে নিক্ষেপ করলেন। নিচের অংশকে ওপরে আর ওপরের অংশকে নিচের দিকে করে দিলেন এবং তাদের সবাই ধ্বংস হয়ে গেল। (তা ফিতরতের খেলাফ তাদের পুতি দুর্গন্ধময় খারাপ অভ্যাসই ছিল, যা তাদেরকে এই অবস্থায় এনে দাঁড় করাল।) এই বসতিগুলোর ওপর থেকে এমন নিশানযুক্ত পাথর বর্ষণ করা হয় যেগুলোর ওপর সেই গোত্রের লোকদের নাম লিখিত ছিল। এই জাতির ওপর অনেক আজাব ও সাজা জমা করে দেওয়া হয় যে, তাদের পূর্বে কোনো জাতির ওপর এত নির্মম আজাব পতিত হয়নি। এখনও এই জালেমদের অবস্থা থেকে বেশি দূর নয়।

শুআইব আলাইহিস সালাম এর জাতির ওপর কালো ছায়ার মত মেঘমালা বৃষ্টি কোন জিনিস কীসের ভিত্তিতে পাঠানো হয়েছিল? যখন এই মেঘমালা তাদেরকে আচ্ছাদিত করে ফেলল তখন তিনি শুআইব আলাইহিস সালাম এর জাতির ওপর অগ্নিশিখা বর্ষণ করতে শুরু করলেন।

মুসা আলাইহিস সালাম এর যুগের ফিরআউন ও তার জাতিকে কোন জিনিস সমুদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত করেছিল? অতপর তাদের রুহগুলোকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। সুতরাং তাদের শরীর সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার জন্য ও তাদের রুহ জ্বালানোর জন্য।

কারুনকে তার ঘর, ধন-সম্পদ ও পরিবার- পরিজনসমেত জমিনে কোন জিনিস দাবিয়ে দিয়েছে? (তার মালের ওপর বড়াই করার গুনাহের কারণে) তা কোন কারণ ছিল, যার কারণে নুহ আলাইহিস সালাম এর পর বসতির পর বসতিকে ধ্বংস ও বরবাদ করেছিলেন? (যেগুলোর ধ্বংসাবশেষ আজকাল জায়গায় জায়গায় দেখা যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের উন্মুক্ত নাফরমানি ও তার একত্ববাদকে ঠাট্টা ও পরিহাস তাদেরকে নিয়ে ডুবেছে।) সেই প্রকৃত রহস্য কী ছিল, যা সাহেবে ইয়াসিনের গোত্রকে চিৎকারের সাথে ধ্বংস করে দিয়েছিল? এমনকি তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সময়ের করালগ্রাসে পরিণত হয়েছে।

আর কী কারণ ছিল, যা বনি ইসরাইলের ওপর প্রচন্ড লড়াইকারী জাতিকে চাপিয়ে দিলেন? অতঃপর তারা শহর-বন্দরে ছড়িয়ে পড়ল। পুরুষদেরকে তারা হত্যা করে ফেলল। মহিলা ও বাচ্চাদের খুবই বে-হুরমতি ও অসম্মান করল। (মান-সম্মানকে বাকি রাখল না)। ঘরবাড়ি জালিয়ে দিল। ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে গেল। (সে ইরানি গভর্নর বুখতে নসর ছিল যার বাহিনী ফিলিস্তিনে ইহুদিদেরকে নাস্তনাবুদ করেছিল আর বাইতুল মুকাদ্দাসের ক্ষতি করে। শত বছর পরে যখন ইহুদিরা পূনরায় শক্তিশালী হয়ে গেল তাদের ঘৃণা অনেক বেড়ে গেল এবং আল্লাহর জমিনে পূর্বের চেয়ে বেশি পাপাচার তারা শুরু করে দিল),। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর দ্বিতীয়বার তাঁর বান্দাদেরকে চাপিয়ে দিলেন (এভাবে যে, যখন তাদের বাদশাহ হাইরো ডাইস এক খারাপ মহিলাকে পাবার আশায় ইয়াহইয়া (ইউহান্না), ঈসা ও যাকারিয়া আলাইহিমুস সালামকে হত্যা করার লক্ষ্যস্থির করল তখনই রোমীয়রা বনি ইসরাইলের ওপর চড়াও হলো এবং হাজার হাজার ইহুদিদের হত্যা করে। তাদের অসংখ্য লোক কয়েদি বানানো হয়)।যতটুকু সম্ভব তাদেরকে ধ্বংস ও পর্যদুস্ত করা হয় আর যে বিষয়ের ওপর তারা বিজয়ী হয়েছে তা ধ্বংস করে দিয়েছে। (বাইতুল মুকাদ্দাসকে দ্বিতীয়বার পুনরায় রোমানরা বিরান করে দিল আর বনি ইসরাইলের মধ্যে যারা অবশিষ্ট রইল সবাই তারা রোমের কায়সারের প্রজা হিসেবে রয়ে গেল)। কী মোআমালা ছিল যা তাদের ওপর কয়েক ধরণের আজাব ও কয়েক ধরণের শাস্তি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কখনও হত্যা ও লুটপাটের মাধ্যমে, কখনও অসম্মান করার মাধ্যমে, কখনও শহরকে বরবাদ করে দেওয়ার মাধ্যমে, কখনও বাদশাহদের জুলম অত্যাচারের মাধ্যমে এবং কখনও তাদের আকৃতি পরিবর্তন করে বানর-শুকর বানিয়ে দিয়ে। পরিশেষে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা কসম খেয়ে নিলেন-

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ
وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

আর সে সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন তোমার পালনকর্তা সংবাদ দিয়েছেন যে, অবশ্যই কিয়ামত দিবস পর্যন্ত ইহুদীদের উপর এমন লোক পাঠাতে থাকবেন যারা তাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দান করতে থাকবে। নিঃসন্দেহে তোমার পালনকর্তা শীঘ্র শাস্তি দানকারী এবং তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (সূরা আরাফ: ১৬৭)

ইহুদিদের ওপর কিয়ামত পর্যন্ত লাঞ্চনা, অপমান ও অপদস্থতা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের ইতিহাস এই জীবন্ত সাক্ষী যে, তারা সর্বযুগে যেখানেই ছিল, গোলাম ও প্রজা বানিয়ে রাখা হয়েছে তাদেরকে। আগামিদিন তাদের ওপর এমন এমন শাসক চেপে বসেছিল; যারা তাদেরকে নিজেরদের জুলম ও অত্যাচারের মহড়া বানিয়ে রেখেছিল। জার্মানিতে হিটলারের জুলম কারও কাছে গোপনীয় নয়। যদি কখনও তাদের সাময়িক কোনো নিরাপত্তা ও শান্তি অর্জিত হয়েও যায় এবং তাদের নামে কোথাও রাজত্ব জারি হয়েও যায় তাও অন্যের কথা ও শক্তির জোড়ে। আমেরিকা ও ব্রিটেন ইসরাইলের সাহায্য যদি না করত তাহলে ইয়াহুদিদের রাষ্ট্র ইসরাইল ফিলিস্তিনের ভূমিতে চারদিনও নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না। অবস্থাদৃষ্টে ইয়াহুদিদের সাহায্যকারী সবাইকে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা আজাবের বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। ইনশাআল্লাহ।

শেষ জমানার গুনাহগারদের আলামত

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন,

يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتِلُونَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّأْنِ مِنَ اللِّينِ أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ السُّكَّرِ وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّئَابِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَبِي يَغْتَرُّونَ أَمْ عَلَى يَجْتَرِئُونَ فَبِي حَلَفْتُ الأَبْعَثَنَّ عَلَى أُولَئِكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَانًا"

শেষ যামানায় কিছু লোকের উদ্ভব হবে যারা পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ধর্মকে প্রতারণার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করবে। তারা জনগণের সামনে ভেড়ার চামড়ার মত কোমল পোশাক পরবে। তাদের মুখের ভাষা হবে চিনির চেয়ে মিষ্টি; কিন্তু তাদের হৃদয় হবে নেকড়ে বাঘের মত হিংস্র। আল্লাহ তাআলা তাদের বলবেন-তোমরা কি আমার বিষয়ে ধোঁকায় পড়ে আছ নাকি আমার প্রতি ধৃষ্টতা দেখাচ্ছ? আমার শপথ! আমি তাদের উপর তাদের মধ্য হতেই এমন বিপর্যয় আপতিত করব, যা তাদের খুবই সহনশীল ব্যক্তিদের পর্যন্ত হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ছাড়বে। (জামি তিরমিযী: ২৪০৪)

আসমানের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট গুনাহগারদের আলামত

ইবনু আবিদ দুনিয়া জাফর বিন হামাদ থেকে আর তিনি স্বীয় পিতার ও দাদার কাছ থেকে রেওয়ায়াত করেন যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন, মানুষের ওপর এমন এক যুগ আসবে যখন ইসলাম কেবলমাত্র রেওয়াজ-রীতিনীতি হিসেবে আর কুরআন কেবল নামেই অবশিষ্ট থাকবে। ঐ যুগের মুসলমানদের মসজিদগুলো হিদায়াত না থাকার কারণে বিরান হবে, আসমানের ছাদের নিচে তামাম মাখলুকের মধ্য থেকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে তাদের আলেমরা। ফিতনা তাদের থেকেই বের হবে আর তাদের কাছেই ফেরত আসবে।

সুদ ও জেনার মত গুনাহ

সিমাক ইবনে হারব আবদুর রহমান থেকে আর তিনি তার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন সুদ ও জেনা কোনো জনপদের মধ্যে ব্যাপক হয়ে যায় তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধ্বংস করার আদেশ দিয়ে দেন।

ধ্বংস ও বরবাদকারী গুনাহের আলামত

মারাসিলুল হাসান এর মধ্যে রয়েছে, যখন মানুষের ইলমকে প্রকাশ করতে শুরু করবে (তাকাব্বর ও ফখরের সাথে বলবে যে, আমরা ইলমওয়ালা, লোকেরা তাদেরকে আল্লামা, ফাহহামা ইত্যাদি উপাধিতে ডাকতে থাকবে) এবং আমলকে নষ্ট করে বসবে (বে আমল ও বদ আমল হয়ে যাবে)। একে অপরের সাথে মুখের কথার দ্বারা ভালোবাসা প্রকাশ করতে শুরু করবে। অন্তরের মধ্যে অন্যের সাথে বিদ্বেষ রাখতে শুরু করবে এবং (আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার পরিবর্তে) একে অপরের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর অভিশাপ দেন। তাদেরকে বধির করে দেন (যে তারা হক কথা শুনতে পারে না, সত্য কথা তাদের কানেই বাজে না) এবং তাদের দৃষ্টিকে অন্ধ বানিয়ে দেন (যে তাদের কাছে সত্য বিষয় দেখা যায় না, প্রস্ফুটিত হয়না)।

পাঁচটি খারাপ অভ্যাসের ধারণকারী গুনাহগারদের আলামত

সুনানে ইবনে মাজাহ এর মধ্যে সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস রয়েছে যে, আমি মুহাজিরদের ঐ দশজনের জামাতের দশম ব্যক্তি ছিলাম, যারা রাসুলের নিকট (ইলম অর্জনের জন্য) থাকত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে মনোনিবেশ করলেন আর বললেন-

হে মুহাজিরগণ, তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তবে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন তোমরা তার সম্মুখীন না হও। (সেই পাঁটি বিষয় নিম্নে আলোচিত হলো)

(১) যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন সেখানে মহামারী আকারে প্লেগরোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তাছাড়া এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হয়, যা পূর্বেকার লোকদের মধ্যে কখনও দেখা যায়নি।

(২) যখন কোনো জাতি ওজন ও পরিমাপে কারচুপি করে তখন তাদের উপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ। কঠিন বিপদ-মুসীবত পতিত হয় এবং চাপিয়ে দেওয়া হয় জালেম বাদশাহ বা দূর্নীতিপরায়নশাসক।

(৩) যখন কোনো জাতি নিজেদের যাকাতের সম্পদ দেওয়া বন্ধ করে দেয় তখন আসমানের বৃষ্টি বর্ষণকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর যদি সেখানে চতুষ্পদ জন্তু না থাকত তাহলে কখনওই বৃষ্টি বর্ষণ করা হত না।

(৪) যখন কোনো জাতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ তাদের উপর তাদের বিজাতীয় দুশমনকে ক্ষমতাসীন করেন এবং সে তাদের সহায়-সম্পদ সবকিছু কেড়ে নেয়।

(৫) যখন তোমাদের শাসকবর্গ আল্লাহর কিতাব মোতাবেক মীমাংসা করে না এবং আল্লাহর নাজিলকৃত বিধানকে গ্রহণ করে না, তখন আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেন। (ইবনু মাজাহ: ৪০১৯, মুসতাদরাক লিল হাকিম: ৪/৫৪)

গুনাহগারদের বন্ধুত্বের আশাকারীদের আলামত:

عن عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم :إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ يَا هَذَا اتَّقِ اللَّهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ قَالَ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ ثُمَّ قَالَ كَلَا وَاللَّهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا.

وفي موضع أخر - أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم

সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "বনি ইসরাইলের মধ্যে সর্বপ্রথম যে দোষ পতিত হয়, কোনো ভাইয়ের মধ্যে গুনাহ দেখলে তাকে নিষেধ করতেন। বলতেন, আরে ভাই, আল্লাহকে ভয় করো আর যা তুমি করছ, তা পরিত্যাগ করো। এটি তোমার জন্য বৈধ নয়। অতঃপর তার সাথে পরের দিন মোলাকাত হলে বিলকুল নিষেধ করতেন না। আর এর কারণ হলো, সে তার সাথে খানাপিনাকারী, উপবেশনকারী হতে চায়। যখন তারা নিজেদের মোআমালা এভাবে করে নিল তখন আল্লাহ তাআলা তাদের দিল একে অপরের সাথে মিলিয়ে দিল। (যার খারাপ ও গর্হিত কাজের ওপর ঘৃণা আসা উচিত ছিল সে খারাপ কাজে লিপ্ত

وَالْعِنَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَاءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ :لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾

বনী-ইসলাঈলের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে দাউদ ও মরিয়মতনয় ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা একারণে যে, তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমা লংঘন করত। তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা অবশ্যই মন্দ ছিল। আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের জন্য যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা চিরকাল আযাবে থাকবে। যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার। (সূরা মায়েদা: ৭৮-৮১)

অতঃপর রাসূলুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-আল্লাহর শপথ! তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করতে থাক এবং জালিমদের হাত ধরে রাখবে আর অবশ্যই জালিমকে হকের দিকে মোড় ঘুরিয়ে দেবে। আর তাকে হকের ব্যাপারে অপূর্ণাঙ্গ মনে করবে। যদি এমন না করো, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের অন্তরসমূহকেও একে অপরের সাথে মিলিয়ে দেবেন। তোমাদের ওপরেও অনুরূপ লানত করবেন যেরূপ তাদেরকে করেছেন।(অর্থাৎ ইয়াহুদি নাসারাদের মত) (আবু দাউদ: কিতাবুল মালাহিম হাদীস নং ৪৩৩৬, জামি তিরমিযী: হাদীস নং ১৩০৪৭-৪৭)

হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহাস সালাম দুনিয়াতে আসার অনেক আগে বনি ইসরাইলের কোনো এক নবী বুখতে নসরকে বলল-

আমাদের খারাপ আমলের কারণে (যা আমাদেরই হাতের উপার্জন) আপনি আমাদের ওপর এমন বান্দাদেরকে চাপিয়ে দিলেন যে কিনা আমাদেরকেও চিনে না আর না আমাদের ওপর রহম করে। তখন বুখতে নসর নবী দানিয়েল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলেন- আমাকে কোন জিনিস আপনার জাতির ওপর চাপিয়ে দিয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন— আমার জাতি নিজের ওপর জুলুম করার কারণে ও তোর অপরাধগুলো বেড়ে যাওয়ার কারণে।

বদকার বিজয়ী ও মুমিন পরাজিত হয়ে যাবে

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহিমাহুল্লাহ সাইয়িদুনা উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উক্তিকে নকল করেন- আমার আশংকা হয় যে, আবাদ বসতিগুলো বরবাদ না হয়ে যায়। অতঃপর বলেন- এটা ঐ সময় হবে যখন এই বসতিগুলোর ফাসেক-পাপি লোক তাদের নেককার ব্যক্তিদের ওপর গালেব হবে বিজয়ী হবে এবং গোত্রগুলোর নেতৃত্ব তাদের হাত থেকে মুনাফিকদের হাতে চলে যাবে।

ইমাম আওযায়ী রহিমাহুল্লাহ হাসান বিন আতিয়্যাহ থেকে আর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নকল করেন যে, তিনি ইরশাদ করেন- অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতের খারাপ লোকেরা নেককার লোকদের ওপর প্রাধান্য লাভ করবে। আর যেমনিভাবে আজ (অর্থাৎ নবীর যুগে) আমাদের যুগে আমাদের মাঝেই মুনাফিক লুকিয়ে থাকে। (আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বলা ব্যতীত যাকে চেনা যেত না) এমনিভাবে (ঐযুগে) তাদের মধ্যে মুমিনরা লুকিয়ে থাকবে। (যাদেরকে চেনা যাবে না)

ধ্বংসকারী গুনাহ, যা অতি তুচ্ছ মনে করা হয়

সহীহ বুখারীতে (তাবিয়িনদেরকে খেতাব করে) সাইয়িদুনা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহ আনহু-এর কথা বর্ণিত আছে, তোমরা এমন কাজ করো, যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চেয়ে বেশি চিকন বা পাতলা হয়। কিন্তু আমরা তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ধ্বংসকারী কাজের মধ্যে গণনা করতাম।

ইমাম আবু নুআইম রহিমাহুল্লাহর কিতাব 'আলহিলইয়া, এর মধ্যে রয়েছে যে, একদিন সাইয়িদুনা হুযাইফাতুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়াহুদি-নাসারারা কি তাদের দ্বীন পরিত্যাগ করেছে? তখন তিনি বললেন, না। কিন্তু বিষয়টি হলো, যখন কোনো বিষয়ের আদেশ দেওয়া হত তখন তারা তা করতই না বরং ছেড়ে দিত। আর যখন কোনো বিষয় করা থেকে নিষেধারোপ করা হতো তখন তারা সেটি করতে শুরু করত। এভাবে তাদের মুআমালা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছল যে, তারা তাদের দ্বীনকেই এভাবে খুলে ফেলে দিল, যেভাবে ব্যক্তি তার জামা খুলে নিক্ষেপ করে।

কোনো কোনো আসলাফ একটি কথা বলেছিলেন- পাপাচার কুফর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, যেভাবে চুম্বন ও আলিঙ্গন জিমা (সহবাস) পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। গান শুনা যিনা পর্যন্ত, নজর ও দৃষ্টি থেকে ইশক (অবৈধ ভালোবাসা) পর্যন্ত এবং অসুস্থতা থেকে মৃত্যুর ডাক পৌঁছে দেয়।

অন্তরের মধ্যে গুনাহের আলামত

মুসনাদে ইমাম আহমদ ও জামে তিরমিজির মধ্যে আবু সালিহ এর রেওয়ায়াতে সাইয়িদুনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন' কোনো সন্দেহ নেই যখন মুমিন ব্যক্তি কোনো গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। যদি সে তাওবা ও ইসতিগফার করে নেয়, তাহলে তার অন্তর স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ হয়ে যায়। আর যদি গুনাহ বাড়তে থাকে, তাহলে এই কালো দাগও বাড়তে থাকে। এমনকি তার অন্তর (অন্য সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর) প্রভাব বিস্তার করে। অতএব এটিই হলো ঐ জং, যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমের মধ্যে আলোচনা করেছেন।

সাইয়িদুনা হুযাইফা রাদিয়াল্লাহ আনহু এর উক্তি-

'যখন বান্দা কোনো গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। (আর তা বাড়তে থাকে) এমনকি এক পর্যায়ে তার
অন্তর কালো রঙয়ের বকরির মত হয়ে যায়।'

গুনাহের ক্ষতিসমূহ

গুনাহের মারাত্মক পর্যায়ের ও নিন্দনীয় প্রকারের আলামত থাকে। যা অন্তর ও শরীরের জন্য, দুনিয়া ও আখিরাতে মারাত্মক ক্ষতিকর। যা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কেউ জানতে পারবে না। (যে তা কেমন লাগে) সেগুলো থেকে কতিপয় ক্ষতিসমূহের বর্ণনা নিম্নে পেশ করা হলো-

(১) ইলম থেকে বঞ্চিত হওয়া

ইলম হলো এক নূর, যা অন্তরের মধ্যে জায়গা নেয়। আর গুনাহ এই নূরকে নির্বাপিত করে দেয়। মুহাম্মাদ বিন ইদরিস শাফিয়ী রহিমাহুল্লাহ যখন স্বীয় উস্তাদ ইমাম মালেক এর নিকট পড়ার জন্য বসলেন এবং তাকে পড়ে শুনালেন তখন শাগরেদের অধিক যেহেন শক্তি, মেধার নূর এবং ইলমের বুঝ ও পরিপূর্ণ বোধশক্তি উস্তাদকে পেরেশান করে দিল। ইমাম সাহেব রহিমাহুল্লাহ তাকে বললেন— আমি দেখছি যে, আল্লাহ পাক তোমার অন্তরে নূর ঢেলে দিয়েছেন। তাকে গুনাহের অন্ধকার দ্বারা কখনও নিভিয়ে দিয়ো না। ইমাম শাফিয়ী রহিমাহুল্লাহ পরবর্তীতে (অন্যদের জন্য নসিহত স্বরূপ) অনুরূপ কথাই বর্ণনা করেছেন-

فأرشدني الى ترك المعاصي
| شكوت الى وكيع سوء حفظي
ونور الله لا يهدى لعاصي
وأخبرني بأن العلم نور

আমি আমার উস্তাদ আল্লামা ওয়াকি রহিমাহুল্লাহ এর নিকট নিজের দুর্বল মেধা শক্তির ব্যাপারে অভিযোগ করলাম।
তখন তিনি আমাকে গুনাহকে পরিত্যাগ করার দিকনির্দেশনা দিলেন। (যদি তুমি তোমার মেধা শক্তিকে শক্তিশালী বানাতে চাও, তাহলে গুনাহকে আজ থেকে পরিত্যাগ করো)।
তিনি আরও ইরশাদ করলেন- জেনে রাখ, ইলম হলো নূর। আর নূর কোনো পাপিকে দেওয়া হয় না।

(২) রিজক থেকে বঞ্চিত হওয়া

মুসনাদে আহমদের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, কোনো সন্দেহ নেই মানুষ যে গুনাহ করে তার কারণে রিজিক থেকে বঞ্চিত হয়। (মুসনাদে আহমাদ: ৫২৭৭)

অথচ তাকওয়া-পরহেযগারী রিজিককে টেনে আনার কারণ হয়ে যায়। আর তাকওয়া ও পরহেযাগারিতা পরিত্যাগ করার দ্বারা অস্বচ্ছলতা চলে আসে। গুনাহকে যেই পরিমাণ ছাড়া যাবে রিজিক সেই পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

(৩) আল্লাহ তাআলা ও গুনাহগারদের মধ্যকার সম্পর্ক ছুটে যায়

(ইবাদত ও ইসতিগফারের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তন করা মানুষকে পাপাচার থেকে দূরে সরিয়ে রাখে) আল্লাহ তাআলার সত্ত্বা ও তার ইবাদতের ব্যাপারে অন্তরের মধ্যে সংকীর্ণভাবকে ফেলে দেওয়া এবং সাবধান করাটাই এমন এক স্বাদ দানকারী আমল, গুনাহকে পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে তার মত অন্য কোনো সম্পূরক আমল নেই। বুদ্ধিমান লোকেরা গুনাহ তরক করার পাশাপাশি শয়তানের থাবা থেকে মুক্তি পেয়ে যায়।
বর্ণিত আছে- কোনো এক ব্যক্তি নেককার বুযুর্গ ব্যক্তির কাছে গিয়ে নিজের অন্তরের ভেতর অনুভূত নির্জনতা ও একাকিত্বের কথা বলল। তখন ঐ নেককার বুযুর্গ ব্যক্তি তাকে বললেন- যখন তুমি ঐ অবস্থাতে ছিলে যে, গুনাহ তোমার অন্তরকে বিরান করে তোমার অন্তরকে নির্জনতায় ফেলে দিয়েছে তখন তুমি (নিজের নফসের ওপর স্থির করে নাও) এসব গুনাহকে পরিত্যাগ করো (বিলকুল ছেড়ে দাও)। ওয়াহশাত তথা একাকিত্ব ও নির্জনতা দূর হয়ে যাবে।

(৪) গুনাহগার ব্যক্তি ও অন্যান্য মানুষের মধ্যে সম্পর্ক না থাকা

গুনাহগার ব্যক্তি তার মাঝে ও অন্যান্য লোকদের মাঝে সর্বদা সম্পর্কহীনতা ও একাকিত্ব অনুভব করে। বিশেষত তাদের মধ্যে নেককার ও বরকতসম্পন্ন লোকদের থেকে একাকিত্ব ও সম্পর্কহীনতা অনুভব করে। যখনই তার এই সম্পর্কহীনতা বাড়তে থাকে সেই পরিমাণ সে তাদের মজলিস থেকে এবং তাদের থেকে দূরে চলে যেতে থাকে। তাদের কাছ থেকে তাদের বরকত দ্বারা ফায়দা হাসিল করা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। শয়তানের দলের নিকটবর্তী হয়ে যায় এবং সেই পরিমাণ সে হিযবুর রহমান (আল্লাহর দল) থেকে দূর হয়ে যায়। আর এই সম্পর্কহীনতা ও একাকিত্ব এই পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, তা দৃঢ় হয়ে তার বিবি বাচ্চা ও নিকটবর্তী আত্মীয় স্বজন ও তার মাঝে প্রতিবন্ধক বা পর্দা তৈরি হয়ে যায়। এমনকি সে ও

তার নফসের মাঝেও তা পতিত হয়। সে নিজেই নিজের মধ্যে একাকিত্ব অনুভব করতে শুরু করে।
কোনো কোনো আসলাফ বলেছেন- যখন আমি আল্লাহর নাফরমানি করি তখন এর প্রভাব আমি আমার বিবি ও নিজের গোপন আখলাকের মধ্যে দেখতে পাই (যে তাদের স্বভাব চরিত্র ও চালচলন আমার নিকট পরিবর্তন হয়ে যায়)।

(৫) মুআমালাত লেনদেন, উঠাবসা কঠিন হয়ে যাওয়া

গুনাহগার ব্যক্তি দুনিয়াবি চলাফেরা চালচলনে যেদিকেই মনোনিবেশ করুক না কেন, সে তার সম্মুখের দরজা বন্ধ পায় অথবা কমপক্ষে এমন হয় যে, সকল বিষয় তার কাছে কঠিন হয়ে যায়। অথচ তার বিপরীতে যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে, আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তাআলা তার কার্যাদি সহজ করে দেন। আর যে ব্যক্তি তাকওয়া ও খোদাভীরুতা পরিহার করে, আল্লাহ তাআলা তার কাজকে কঠিন বানিয়ে দেন।
আল্লাহু আকবার! কী পরিমাণ হয়রানি ও পেরেশানির কথা! ব্যক্তির কল্যাণের দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ও তার মাসলাহাতকে সীমাবদ্ধ করা হচ্ছে। কিন্তু তার কাছে এর সামান্য অনুভূতিও নেই যে, সবকিছু কেমনে হয়ে যাচ্ছে? আর কোথা থেকে করা হচ্ছে?

(৬) গুনাহগার ব্যক্তির অন্তরে গভীর অন্ধকার ছেয়ে যাওয়া

প্রকৃতপক্ষে গুনাহগার ব্যক্তি তার অন্তরে ঠিক অন্ধকার রাত্রির ন্যায় অন্ধকার অনুভব করে। তার অন্তরের জন্য পাপকাজের অন্ধকার এমন হয়ে যায় যেমন চোখের অন্ধকার অনুভূত হয়। নিঃসন্দেহে আনুগত্য এক নূর আর অবাধ্যতা ও পাপাচার হলো অন্ধকার।

সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেন যে, অবশ্যই নেক কাজ চেহারায় ঔজ্জ্বল্য, অন্তরে নূর, রিজিকে প্রশস্ততা, শরীরের মধ্যে শক্তি ও মাখলুকের অন্তরে মহব্বত পয়দা করে। অথচ খারাপ কাজ করার কারণে চেহারা কুৎসিত হয়। অন্তর ও কবরে অন্ধকার, শরীরে দুর্বলতা, রিজিকে অপ্রশস্ততা ও মাখলুকের অন্তরে হিংসা ও বিদ্বেষ পয়দা হয়।

(৭) গুনাহ অন্তরাত্মাকে কমজোর বানিয়ে দেয়

অন্তরের দুর্বলতার বিষয়টি তো একেবারেই প্রকাশ্য। বরং গুনাহ তাকে দুর্বল করতেই থাকে। এমনকি জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে যায়। আর শরীরের সম্পর্ক? মুমিনের শক্তি তো তার অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত হয়। ব্যক্তির অন্তর যত শক্তিশালী হবে সেই পরিমাণ তার শরীর শক্তিশালী হবে। অবশ্য পাপি (গুনাহগার) ব্যক্তি যদিও শারীরিকভাবে শক্তিশালী হোক না কেন, কিন্তু প্রয়োজনের সময় (লড়াই ও মারামারির সময় যেমন) সেটি অনেক দুর্বল হয়ে যায়। অন্তরের শক্তি; যার প্রতি শরীর মুখাপেক্ষী সবচেয়ে বেশি সেটি তার সাথে খেয়ানত করে। পারস্য ও রোমানদের শক্তির প্রতি সামান্য খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, শারীরিকভাবে তারা কী পরিমাণ শক্তিশালী ছিল। কিন্তু তাদের শক্তি তাদেরকে কীভাবে ধোঁকা দিয়ে দিল। অথচ মনের শক্তির প্রতি তারা বেশি মুখাপেক্ষী ছিল। মুকাবেলায় ঈমানদারদের শরীর কী পরিমাণ দুর্বল ও জীর্ণশীর্ণ ছিল। (কিন্তু তাদের নফসের ইসলাহের কারণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকেই বিজয়ের মালা পরান)।

(৮) ইতাআত (আল্লাহর আনুগত্য) থেকে বঞ্চিত হওয়া

যদি গুনাহ করার আর কোনো সাজা ও শাস্তি না হয় কেবল এই শাস্তি ব্যতীত যে, তাকে কোনো এক নেক কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখা হয়, তাহলে এটিই অনেক বড় অন্তর বিরান হওয়ার কারণ হবে। আর এই ইতাআত না থাকা তাকে অন্য এক নেক কাজ করা থেকে মাহরুম করে দেয়। আর সেটি তৃতীয় আরেকটি নেক কাজ করা থেকে ফিরিয়ে রাখে। তার পর চতুর্থ, পঞ্চম। এমনকি ব্যক্তি নেক কাজ থেকে একেবারেই মাহরুম হয়ে যায়। অথচ প্রত্যেক নেক কাজ তার জন্য দুনিয়া ও তাতে যা কিছু রয়েছে সবকিছু থেকে উত্তম ছিল। এতো ঐ ব্যক্তির মত যে এমন লোকমা খেয়ে নিল যার কারণে সে এক দীর্ঘ অসুস্থতায় পতিত হয়ে গেল। আর সেই এক লোকমা
তাকে অগণিত লোকমা খাওয়ার পথ বন্ধ করে দিল যা তার চেয়ে অনেক বেশি পবিত্র ছিল। আল্লাহ তাআলাই সাহায্যস্থল।

(৯) গুনাহগার ব্যক্তির বয়স হ্রাস পাওয়া এবং আবশ্যিকভাবে বরকত শেষ হয়ে যাওয়া

নেক কাজ যেমনিভাবে বয়স বৃদ্ধি করে তেমনিভাবে পাপকাজ বয়স কমিয়ে দেয়। এই বিষয়টির ক্ষেত্রে গোপন রহস্য হলো, নিশ্চয়ই মানুষের দুনিয়ার বয়স তার পরিপূর্ণ জীবনের সময়ের নাম

(যাকে সে যেকোনভাবে পূর্ণ করে)। কিন্তু তার জীবন সেটিই (হায়াতে তাইয়েবা) গণ্য হবে তার জীবনের যে সময়টুকু স্বীয় রবের দিকে মনোনিবেশ করে যাপিত হয় এবং তাঁর স্মরণ, মহব্বত এবং সন্তুষ্টির জন্য কুরবান হওয়ার ক্ষেত্রে যাপিত হয়েছে।

(১০) গুনাহ অন্যান্য গুনাহ সৃষ্টি করে

এক গুনাহ আরেক গুনাহর জন্ম দেওয়ার কারণ হয়। তার প্রভাব মানুষের ওপর এই পরিমাণ পতিত হয় যে, পরবর্তীতে গুনাহ পরিত্যাগ করা ও গুনাহর দুর্গ থেকে বের হওয়া তার সম্ভবপর হয় না।

কোনো এক সালাফ বলেছেন— খারাপ কাজের সাজা হলো, তারপর অন্য আরেকটি খারাপ কাজ সংঘটিত হওয়া। আর নেক কাজের প্রতিদানের দলিল-প্রমাণ হলো, তারপর আরেকটি নেক কাজের তাওফীক অর্জিত হয়ে যাওয়া।

সুতরাং বান্দা যখন কোনো নেক কাজ করে তখন তার পাশ্বে দাঁড়ানো অন্য এক নেক কাজ বলে (আল্লাহর বান্দা) আমাকেও পূর্ণ করো। যখন সে এটি করে ফেলে তখন তৃতীয় আরেকটি নেক কাজ তাকে এভাবেই দাওয়াত দেয়। অতঃপর চতুর্থ, পঞ্চম... এভাবে অগণিত নেক কাজ তার অর্জিত হতে থাকে এবং ফায়দা বাড়তে থাকে। ইতাআত বা আনুগত্য করা এবং নেক আমলের মাঝে বৃদ্ধি হতে থাকে। অনুরূপ খারাপ কাজের ক্ষেত্রেও হয়। অর্থাৎ একটির পর আরেকটি সংগঠিত হয়।

(১১) তাওবা ও ইসতিগফার থেকে দূরত্ব তৈরি হওয়া

মানুষের জন্য খুবই ভয়ের অবস্থা হয়। সে এমন অবস্থায় পতিত হওয়ার পর গুনাহ ব্যক্তির অন্তরকে অত্যন্ত দুর্বল বানিয়ে দেয়। অন্তরের মধ্যে নাফরমানি ও অবাধ্যতার শক্তি বৃদ্ধি পায় আর তাওবা করার ইচ্ছা আস্তে আস্তে দুর্বল হতে থাকে। এমনকি তার অন্তর থেকে পরিপূর্ণভাবে তাওবা করার ইচ্ছা শেষ হয়ে যায়। এমন অবস্থার সময় যদি তার মৃত্যু এসে যায়, তাহলে আল্লাহ তাআলার দিকে কখনও মনোনিবেশ হয়ে তাওবাকারী হয় না। কখনও কখনও তার জবান থেকে ইসতিগফারের শব্দাবলী উচ্চারিত হয়ে যায়, তারপরেও তার তাওবার কিছু হয় না। তার অন্তর নাফরমানিতে কঠিনভাবে লেপ্টে আছে, তাতেই সে সর্বদা লিপ্ত এবং পাপাচারের ময়লা আবর্জনায় পতিত হওয়ার ওপর অটল থাকে। এই সকল রোগ থেকে তার মারাত্মক (আধ্যাত্মিক) রোগ হয় এবং সে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়।

(১২) অন্তর থেকে খারাপকে খারাপ মনে করার অবস্থা শেষ হয়ে যায়

(মানুষের মন তাকে খারাপ কাজের দিকে প্ররোচিত করতে থাকে। আর গুনাহ তার দিলে খটখট করতে থাকে, কিন্তু) যখন ব্যক্তির অন্তর থেকে খারাপ কাজকে খারাপ মনে করার অনুভূতি চলে যায় তখন আস্তে আস্তে গুনাহ করাটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়। অতঃপর সে এই পরিমাণ অভ্যস্ত হয়ে যায় যে, সে মনেও করে না লোকেরা তাকে দেখছে ও তার ব্যাপারে (খারাপ খারাপ) কথাবার্তা বলছে। পাপাচার লোকদের (মদ্যপ ও যিনাকারী) নিকট তাকে চূড়ান্ত পর্যায়ের আরামপ্রিয়তা বলা হয়। (যেমন বর্তমানের ইউরোপিয়ান সমাজ। এমনকি তারা পাপকাজের ব্যাপারে গর্ব করে।)

আর পাপের ব্যাপারে অজ্ঞাত লোকদের সামনে সে দিল খুলে তার পাপের দাস্তান বয়ান করে শুনায়। সে বলে বেড়ায়- এই তোমরা শোনো, আমি কী কী করেছি? এমনই হলো তারা, যাদেরকে মাফ করা হবে না এবং তাদের তাওবার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। যেমনটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ ، أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ، فَيَقُولَ يَا فُلانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ ".

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন' আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আমার সকল উম্মাতকে মাফ করা হবে। তবে প্রকাশকারী ব্যতীত। আর নিশ্চয় এ বড়ই অন্যায় যে, কোনো লোক রাতের বেলা অপরাধ করল যা আল্লাহ গোপন রাখলেন। কিন্তু সে সকাল হলে বলে বেড়াতে লাগল, হে অমুক, আমি আজ রাতে এই এই কাজ করেছি। অথচ সে এমন অবস্থায় রাত কাটাল যে, আল্লাহ তার কর্ম লুকিয়ে রেখেছিলেন। আর সে ভোরে উঠে তার উপর আল্লাহর দেওয়া আবরণ খুলে ফেলল। (সহীহ বুখারী কিতাবুল আদব হাদীস নং ৬০৬৯, মুসলিম ৫৩/৮, হাঃ ২৯৯০)

(১৩) সকল খারাপকাজ পূর্ববর্তী উম্মতের রেখে যাওয়া মিরাছ, যার ভিত্তিতে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হালাক করে দিয়েছেন

সুতরাং আমরা কওমে লূতের সমকামিতা, শুআইব আলাইহিস সালাম-এর জাতির পরিমাপে কম দেওয়া, ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের জমিনে চূড়ান্ত পর্যায়ের ফাসাদ ও পাপাচার, হুদ

আলাইহিস সালাম-এর সম্প্রদায়ের জুলম-অত্যাচার ও তাকাব্বুর তাদের রেখে যাওয়া মিরাছ বা পরিত্যাক্ত সম্পদ। সুতরাং প্রত্যেক পাপি ব্যক্তি এই সকল খারাপ জাতির বেশভূষা পরিধান করে, যারা একনিষ্টভাবে আল্লাহর শত্রু ছিল।

সাইয়িদুনা হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-
،بُعِثْتُ بالسيف بينَ يَدَيِ الساعة حتى يُعبَدَ الله وحده لا شريك له، وجُعِلَ رِزْقي تحت ظل رُمْحي وجُعِلَ الذِّلة والصغار على من خالف أمري

আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য তরবারি দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। (আমার পর আমার উম্মত জিহাদ জারি রাখবে) এমনকি যতক্ষণ পর্যন্ত এক আল্লাহর জন্য ইবাদত না করা হয়; যার কোনো শরিক নেই। আমার রিজিক আমার বর্শার ছায়ার নিচে (গনিমতের সুরতে) রাখা হয়েছে। যে আমার (দ্বীনের) বিরোধিতা করবে লজ্জা ও অপমান তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্যতা অবলম্বন করে (খারাপ কাজের ক্ষেত্রে) সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (মুসনাদ আহমাদ: ২/৫০)

(১৪) গুনাহর কারণে বান্দা তার রবের নিকট

নগন্য ও তুচ্ছ হয়ে যায় এবং তাঁর দৃষ্টি থেকে পড়ে যায়

ইমাম হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন- গুনাহগার এই পরিমাণ আল্লাহর কাছে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে যায় যে, তারা প্রকাশ্য খোলাখুলিভাবে গুনাহ করা শুরু করে দেয়। যদি সে পাপাচার ও অবাধ্যতায় লিপ্ত না হতো, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তা থেকে বাঁচিয়ে রাখতেন। আর যখন বান্দা স্বীয় রবের নিকট অনেক নিচু ও নগন্য হয়ে যায় তখন তার কোনো ইজ্জত সম্মান কেউ করে না।

যেমনটি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ফরমান-
﴿وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ

আর আল্লাহ তাআলা যাকে লাঞ্ছিত করেন তার কোন সম্মানকারী নেই। **(সূরা হাজ্জ: ১৮)**

যদিও লোকেরা নিজেদের প্রয়োজনের স্বার্থে প্রকাশ্যে তাকে বড় মনে করে অথবা তাকে ভয় ও আশংকার কারণে বড় মনে করে। কিন্তু সে মানুষের অন্তরে অনেক নিচু ও অপমানিত ও অসম্মানী হয়।

(১৫) বান্দার দৃষ্টিতে গুনাহ করা ছোট ও মামুলি হয়ে যায়

বান্দা গুনাহ করতেই থাকে করতেই থাকে। এমনকি তার দৃষ্টিতে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাটা অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়। আর তার অন্তরে গুনাহ অনেক ছোট ও মামুলি বিষয় মনে হয়। তা-ই হলো ধ্বংস ও বরবাদ হওয়ার আলামত। যখন বান্দার দৃষ্টিতে মামুলি মনে হয় তখন আল্লাহ তাআলার কাছে বিষয়টি অনেক বড় হয়ে যায়।

(১৬) গুনাহের খারাবির কারণে সাধারণ মানুষ ও প্রাণীদেরও কষ্ট হয়

গুনাহের কুলক্ষণের কারণে এবং জুলুম অত্যাচারের ফলস্বরূপ গুনাহগার পাপি ব্যক্তির সাথে সাথে অন্যান্য মানুষও জ্বলে যায়।

ইমাম মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহর উক্তি আছে-যখন প্রবল দুর্ভিক্ষ আসে এবং বৃষ্টিকে বন্ধ করে দেওয়া হয় তখন অন্যান্য প্রাণীরা বনি আদমের গুনাহগারদেরকে অভিসম্পাত করতে থাকে। আর স্বীয় জবানিতে বলতে থাকে-এই সব কিছু বনি আদমের খারাপ আমলের কারণে হচ্ছে।

সাইয়িদুনা ইকরিমা রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেন-জমিনে চলাফেরাকারী বিষাক্ত ও অবিষাক্ত সকল প্রাণী জবান দ্বারা বলে-আমাদেরকে বনি আদমের গুনাহের কারণে বৃষ্টি থেকে মাহরুম করে দেওয়া হয়েছে।

(১৭) নাফরমানি আবশ্যিকভাবে লাঞ্ছনা ও অপমানের কারণ হয়

সবধরণের ইজ্জত সম্মান কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও ইতাআতের মধ্যেই রয়েছে। আল্লাহ তাআলার ইরশাদ-

مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعً।

যে ব্যক্তি ইজ্জত সম্মান কামনা করে (তার জেনে নেওয়া উচিত) ইজ্জত সম্মান সব আল্লাহ তাআলার জন্যই। (আর তিনিই অন্যকে ইজ্জত সম্মান দান করেন) [**সূরা ফাতির: ১০**]

মানুষের জন্য উচিত হলো, সে যেন ইজ্জত সম্মান আল্লাহ তাআলার অনুসরণের মধ্যে তালাশ করে । আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ব্যতীত অন্য কোনো জায়গায় যেন তালাশ না করে। সালাফে সালেহীনদের দোআর মধ্যে এক দোআ ছিল-

اللَّهُمَّ أَعِزْنِي بِطَاعَتِكَ وَلَا تُخْزِنِي بِمَعْصِيَتِكَ.

হে আল্লাহ আপনার আনুগত্য দ্বারা আমাকে সম্মান দান করুন ও আপনার অবাধ্যতা দ্বারা আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না।

ঈমাম হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ বলেন- খারাপ অভ্যাসের লোকের নিকট (সম্পদের প্রাচুর্যতার কারণে) যদিও শক্তিশালী খচ্চর, উত্তম চালচলনের তুর্কি ঘোড়া থাকুক না কেন, নাফরমানির জিল্লতি ও অপমান তাদের অন্তরকে ছেড়ে দিতে পারে না। (এর ওপর ভিত্তি করেই হাল আমলে মূল্যবান গাড়ি বাড়ি) আল্লাহ তাআলার ফয়সালা তো তাই, যে তার নাফরমানি করবে তাকে তিনি অপমানিত করবেন।

যামানার মুহাদ্দিস আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহর এই ব্যাপারটি স্পষ্টকারী কিছু কবিতা এমনই রয়েছে'

رَأَيْتُ الذُّنُوبَ تُمِيْتُ الْقُلوب وقد يُورِثُ الذُّلَّ إِدْمَانُهَا

আমি গুনাহকে দেখলাম যে, সে অন্তরকে মৃত বানিয়ে দেয় আর তাদের ওপর সর্বদাই জিল্লতি ও অপমানকে পরিত্যাক্ত সম্পত্তির ন্যায় রেখে যায়।

وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا
وتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاةُ الْقُلوبِ

গুনাহ পরিত্যাগ করা অন্তরের জীবিত থাকার কারণ আর নফসের জন্য গুনাহের অবাধ্য হওয়া উত্তম।

وأحبارُ سُوءٍ وَرُهبانها
وهل أفسد الدين إلا الملوك

দ্বীনকে সর্বদা শাসকবর্গ, বাদশাগণ উলামায়ে সু ও তাদের রাহেব ও দরবেশরা নষ্ট করেছে। (আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ)

(১৮) গুনাহ আকল, বুদ্ধি ও বিবেককে নষ্ট করে দেয়, বরবাদ করে দেয়

নিঃসন্দেহে আকল, বুদ্ধি ও বিবেককে রৌশন করতে হলে সবসময় এক নূর থাকে। আর নাফরমানি সর্বদা আকলের নূরকে নির্বাপিত করে দেয়। যখন আকলের নূর নিভে যায় তখন সে অপূর্ণাঙ্গ ও দুর্বল হয়ে যায়। আসলাফদের থেকে কোনো এক বুযুর্গ বলেন' যখনই কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হলো, তাহলে তার আকল মরে গেল। আর এবিষয়টি একেবারেই সুস্পষ্ট। এ কারণে যে, যদি তার আকল খারাপ কাজের সময় উপস্থিত হতো, তাহলে তার আকল বা বিবেক তাকে বাঁধাপ্রদান করত। অথচ আকল সর্বদা রাব্বুল আলামিনের কব্জায় আর তা সবসময় তাঁর জানাশোনার মধ্যেই থাকে। আল্লাহর ফেরেশতা সবসময় তার দিকে নজরদারি করে ও তাকে দেখতে থাকে।

কুরআন ও ঈমানের নসিহতকারী তাকে দিনের আলোতে খারাপ কাজ থেকে বাঁধাপ্রদান করে থাকে। (এভাবে রাতের নির্জনতার মাঝেও সাবধানকারী, তার বিবেক তাকে বাঁধাপ্রদান করে) অতঃপর কোনো অবাধ্যতার সাথে দুনিয়া ও আখিরাতের নেক কাজ যা তার থেকে ছুটে গেছে, যেমন- অস্থায়ী স্বাদ ও আনন্দ হাজার গুণ হয়েও তার বদলা হতে পারে না। সুতরাং সুস্থ বিবেকসম্পন্ন কোনো বান্দা কি এসবের সাথে গুনাহকে কম ও স্বাভাবিক মনে করে নিজেকে শাস্তির যোগ্য বানানোর দুঃসাহস করতে পারে?

(১৯) গুনাহ যখন বেশি হয়ে যায় তখন গুনাহগার ব্যক্তির অন্তরে মোহর লেগে যায়

যখন কোনো ব্যক্তির অন্তরের গুনাহ বৃদ্ধির কারণে মোহর মেরে দেওয়া হয়, তাহলে সে গাফেলদের কাতারে পড়ে যায়। আর গাফেলদের জন্য সিরাতে মুস্তাকিমের দিকে প্রত্যাবর্তন করা অসম্ভব হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলার ইরশাদ-

﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

কখনও না, বরং তারা যা করে, তাই তাদের হৃদয় মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। **(সূরা মুতাফফিফীন: ১৪)**

কোনো কোনো সালাফ মরিচার ব্যাপারে বলেছেন যে, এটি গুনাহর পরে গুনাহ করার কারণে লেগে থাকে। হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ বলেন' গুনাহর পর গুনাহ করতে থাকলে অন্তর অন্ধ হয়ে যায়। অন্য কোনো সালাফ বলেছেন' যখন মানুষের গুনাহ ও তাদের নাফরমানি অনেক বেশি বেড়ে যায় তখন তাদের অন্তরকে ঘিরে নেয়। মূলত কথা হলো এই যে, গুনাহ ও আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতার কারণে অন্তর মরিচা পড়ে যায়। (শুরুতে এই মরিচা হালকা হয়) আর

যখন নাফরমানি বেড়ে যায় তখন অন্তরের মরিচা আরও পাকাপোক্ত হয়। তারপর এই মরিচা সকল বস্তুর ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে। এমনকি ব্যক্তির অন্তরের মধ্যে তালা এবং মোহর হয়ে যায়। অন্তর একটি পর্দা ও গিলাফের মধ্যে লেপ্টে যায়। এ অবস্থা যখন হিদায়াত ও পথপ্রাপ্ত হওয়ার পর অর্জিত হয় তখন ব্যাপারটা উল্টা হয়ে যায়। হিদায়াত, যা কখনও তার ওপর প্রাধান্যপ্রাপ্ত ছিল তা নিচে পড়ে যায় আর বদবখতি, যা নিচে ছিল সেটি তার ওপর প্রাধান্যতা লাভ করে। সুতরাং ঐ সময় তার শত্রু শয়তান তার ওপর প্রাধান্যতা পেয়ে তাকে যেদিকে ইচ্ছে সেদিকে চালিয়ে নিতে থাকে।

(২০) গুনাহ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর লানতের অন্তর্ভুক্ত

গুনাহ ও অবাধ্যতা করাকে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন। আর পাপাচারের বিষয়টি আরও বড়। পাপি ব্যক্তি তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লা'নতের অন্তর্ভুক্ত আরও আগে। আর তিনি এই লা'নত দুনিয়ার কাউকে নিদৃষ্ট করা ব্যতীতই করেছেন।

অবশ্য তিনি সমকামীদের ওপর এবং ঐ ব্যক্তির ওপর যে মহিলাদের পোশাক পরিধান করে ও সেই মহিলা যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে, ঘুষদাতা, ঘুষখোরের ওপর লা'নত করেছেন। তাদের ছাড়াও অন্যান্য খারাপকাজের ব্যাপারেও তিনি লা'নত করেছেন। সুতরাং এসব কাজে যদি শুধু কর্মসম্পাদনকারীর মর্জি হয়, তাহলে তাদের গণনা এদের মধ্যে পড়ে যাবে; যাদের ওপর আল্লাহ তাআলা, তাঁর রাসূল এবং ফেরেশতারা লা'নত করেছেন।

اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك

হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাইতেছি ও আপনার নিকট তাওবা করছি।

(২১) আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ফেরেশতাদের দোআ থেকে বঞ্চিত হওয়া

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর নবীকে আদেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি ঈমানদারদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন :

وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ

جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)

যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে। তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে' হে আমাদের পালনকর্তা, আপনার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। অতএব, যারা তওবা করে এবং আপনার পথে চলে, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।

হে আমাদের পালনকর্তা, আর তাদেরকে দাখিল করুন চিরকাল বসবাসের জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং আপনি তাদেরকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করুন। আপনি যাকে সেদিন অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন, তার প্রতি অনুগ্রহই করবেন। এটাই মহাসাফল্য। (সূরা গাফির: ৭-৯)

(২২) অন্তরের মূল বিষয় অর্থাৎ লজ্জা শেষ হয়ে যাওয়া

লজ্জা সকল কল্যাণকাজের মূল, আর তা শেষ হয়ে যাওয়া সর্বপ্রকার কল্যাণ শেষ হয়ে যাওয়ার নামান্তর। সাইয়িদুনা ইমরান বিন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ

লজ্জা হলো সকল কল্যাণের মূল।
(সহীহ মুসলিম/কিতাবুল ইমান হাদীস নং ১৫৭)

তিনি আরও বলেন-

إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

যখন তোমার লজ্জা না থাকে তখন যা ইচ্ছা করো। (সহীহ বুখারী-৬/৫১৫, আবুদাউদ হাদীস নং ৪৪৭৬)

(২৩) গুনাহর কারণে অন্তর থেকে আল্লাহর সম্মান শেষ হয়ে যায়

গুনাহ করার কারণেই বান্দার অন্তর থেকে আল্লাহর সম্মান ও তাঁর বড়ত্ব শেষ হয়ে যায়। আর আবশ্যকীয় বিষয় হলো যে, কেউ ঐ গুনাহ করতে চায় অথবা তা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। যদি আল্লাহ তাআলার আযমত ও তার সম্মান বান্দার অন্তরে ঘর বাঁধে, তাহলে সে তাঁর নাফরমানি ও অবাধ্যতা করার সাহস করে না।

(২৪) গুনাহ ব্যক্তিকে আল্লাহর নিকট ভুলে যাওয়ার কারণ হয়

গুনাহের কারণে বান্দার নিকট স্বীয় রবকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়। সোপর্দ করে দেওয়া হয় নফসে আম্মারা ও শয়তানের কাছে। যখন মানুষ এই অবস্থায় উপনীত হয় তখন এমন ধ্বংস ও বরবাদি তার মাঝে লেগে যায়, যা থেকে কখনও নাজাত পাওয়ার আশা করা যেতে পারে না।
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-
وَيَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَىٰهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামী কালের জন্যে সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আল্লাহ তাআলাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ তাআলা সে সম্পর্কে খবর রাখেন। তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ তাআলাকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আত্ম বিস্মৃত করে দিয়েছেন। তারাই অবাধ্য। (**সূরা হাশর: ১৮-১৯**)

(২৫) নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়া ও সাজা পাওয়া

বান্দার কাছ থেকে নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া হয়, তার কোনো না কোনো গুনাহের কারণে। অনুরূপভাবে তাকে শাস্তি ও সাজা দেওয়া হয়, কোনো না কোনো গুনাহের কারণে। চতুর্থ খলিফা সাইয়িদুনা আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন—প্রত্যেক বিপদাপদ কোনো না কোনো গুনাহের কারণে পতিত হয়। আর কোনো বিপদাপদকে উঠিয়ে নেওয়া হয় না তাওবা করা ব্যতীত।
আল্লাহ তাআলা বলেন-
وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرًا

তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দেন। (**সূরা শুরা: ৩০**)

(২৬) গুনাহের কারণে অন্তর সুস্থ না থাকা, ইসতিক্বামাত তথা অবিচলতা থেকে দুরে সরে যাওয়া এবং অন্তরের ব্যাধি ও দোদুল্যমনার শিকার হওয়া

গুনাহ অন্তরে ঠিক ঐভাবে প্রভাব বিস্তার করে যেভাবে রোগ শরীরের মধ্যে প্রভাব ফেলে। গুনাহের কারণে অন্তর সর্বদা অসুস্থ থাকে। কোনো ঔষধ তাকে আরোগ্যতা দেয় না। কেননা, এর সুস্থতা অন্তরের খাদ্য (অর্থাৎ আল্লাহর যিকির) অর্জিত হয়। গুনাহ তো অন্তরের ব্যাধি আর এর আরোগ্যতা কেবল গুনাহকে পরিত্যাগ করা। আল্লাহর সালিকীনগণ এই কথার ব্যাপারে একমত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তর স্বীয় মাওলার (আল্লাহ রাব্বুল আলামিন) সাথে মিলে না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের অভিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জান্নাতকে কখনও হাসিল করতে পারে না। আর অন্তর ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর সাথে জুড়তে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তা সুস্থ ও সঠিক না হয়। আর ততক্ষণ পর্যন্ত অন্তর সুস্থ হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত এসব ব্যাধির প্রতিকার না করা হয়। প্রতিকার করা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভবপর হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত প্রবৃত্তির বিরোধিতা না করা হয়। নফসের প্রবৃত্তির সাথে সম্পৃক্তার কারণেই তার ব্যাধিগুলো হয় আর সেগুলোর প্রতিকার কেবল প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করা। যদি প্রবৃত্তি অনুসরণের ব্যাধি অন্তরে কঠিনভাবে বসে যায়, তাহলে সেটি তাকে মৃত্যু পর্যন্ত নিয়ে যায় অথবা কমপক্ষে তাকে মৃত্যুর নিকটবর্তী করে দেয়।

নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি তার অন্তরকে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বাঁচিয়ে রাখে যেমন তার জন্য জান্নাত উত্তম ঠিকানা হয় ঠিক তদ্রুপ ঐ ব্যক্তির জন্য এই দুনিয়া অস্থায়ী জান্নাত সাবেত হয় যে তার প্রবৃত্তির পিছনে পিছনে দৌঁড়ায়। এই উভয় জান্নাতের কোনো আকৃতি বা সুরতের মাঝে সামঞ্জস্য দেওয়া যায় না। যেমনভাবে অস্থায়ী ও স্থায়ী নিয়ামতের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে, অনুরূপ উভয় জাহানের মধ্যকার ভিন্নতার মাঝেও।

আল্লাহ তাআলা নিম্নবর্ণিত ইরশাদকে নেআমত ও জাহান্নামের দিক থেকে শুধুমাত্র আখেরাতের জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ বুঝা যাবে না। তিনি ইরশাদ করেন-

(إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ)

নিশ্চয় সৎকর্মশীলগণ থাকবে জান্নাতে। এবং দুষ্কর্মীরা থাকবে জাহান্নামে। (**সূরা ইনফিতার: ১৩. ১৪**)

বরং সে দুনিয়াবি জীবন, আলমে বরযখ এবং দারুল ক্বারার তথা আখিরাতের জীবন এই তিনটি জগতের মধ্যে নেককারগণ নিয়ামত দ্বারা সম্মানিত হবে (যে তাদের জন্য দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো অন্তরের প্রশান্তি)। আর দুষ্কর্মীরা জাহান্নামে থাকবে (যে তাদের জন্য দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় শাস্তি হলো পেরেশানি ও হতাশা)। মোটকথা আসল নিয়ামত তো হলো অন্তরের প্রশান্তি আর আসল আযাব ও শাস্তি অন্তরের পেরেশানি ও হতাশা এবং অন্তরের সংকীর্ণতা, চিন্তা, ভয়ভীতি থেকেও বেশি কোনো কিছু হতে পারে কী? আল্লাহ তাআলা ও আখিরাতের সাথে অন্তরের মুখ ফিরিয়ে রাখা এবং গায়রুল্লাহর সাথে সম্পর্ক বহাল রাখার চেয়ে বেশি কোনো একাকিত্ব ও নির্জনতা হতে পারে কি?

এই অস্থায়ী জান্নাতের অনুরাগী হে বদনসিব!
নিজের আখিরাতকে দুনিয়ার সামান্য মূল্যে বিক্রয়কারী!
যদি এই সম্পদ (জান্নাত) এর মূল্য তোর জানা না থাকে তাহলে তার আসল খরিদদার (জান্নাতের আসল খরিদদার তথা ক্রেতা হলেন তারা, যারা ইমান, তাকওয়া, দুনিয়ার মায়া মোহকে পরিত্যাগ ও আত্মশুদ্ধির ভিত্তিতে নিজের জানের বিনিময়ে রাব্বুল আলামিনের জান্নাতের সওদা করে।)দের কাছ থেকে সামান্য জেনে নিতে পারিস না?
তোর কাছে (যে জান, মাল ও যে পুঁজি এবং তা ছাড়াও যা কিছু আছে সবকিছু রব্বে কায়েনাতের পক্ষ থেকে দানকৃত) এইসকল সামান ও আসবাবপত্র সবকিছুর খরিদদার হলেন আল্লাহ তাআলা। যার মূল্যস্বরূপ তিনি জান্নাতুল মাওয়া রেখেছেন। তুই ও তোর রবের মধ্যে সওদাকারী আল্লাহর দূত, তাঁর সত্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম; যার হাতে তোর কেনাবেচা হচ্ছে। তারচেয়ে বেশি দুনিয়াতে কেউ জিম্মাদার হবে কি?
অতএব তুই সব চিন্তা ছেড়ে দিয়ে বিনাদ্বিধায় এই সওদা করে ফেল।

পরিশিষ্ট

এই পরিশিষ্টের মাঝে দুটি বিষয় আলোচনা করা হবে। গুনাহে লিপ্ত হওয়ার অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা করা হবে এবং যেসব পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করে গুনাহ থেকে মুক্তি লাভ করা যায় এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা যায় সেগুলোর আলোকপাত করা হবে।

গুনাহে পতিত হওয়ার কারণসমূহ

গুনাহে নিপতিত করে এমন অনেক কারণ রয়েছে। যেগুলো সালাফ আলেমগণ তাদের রচনায় লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। উম্মাহকে সেগুলোর ব্যাপারে সচেতন করেছেন। এবং সেগুলো থেকে উত্তরণের পথ বাতলে দিয়েছেন। নিচে পয়েন্ট আকারে প্রধান প্রধান কারণগুলো উল্লেখ করা হলো।

(১) প্রবৃত্তির অনুসরণ

প্রবৃত্তির অনুসরণ বান্দাকে গুনাহ ও অবাধ্যতায় লিপ্ত করার সবচেয়ে বড় কারণের অন্যতম। নিজের খেয়ালখুশি মাফিক চলাকে প্রবৃত্তির অনুসরণ বলে।
প্রবৃত্তির অনুসরণ নিষেধের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার বাণী-
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَلَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُجًا

আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহবান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার অনুগত্য করবেন না। (**সূরা কাহফ: ২৮**)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন-

(أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَلَهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

আপনি কি তাকে দেখেন না, যে তারা প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি আপনি তার জিম্মাদার-দায়িত্বশীল হবেন? (**সূরা ফুরকান: ৪৩**)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও বলেন-
فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَلَهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হিদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার

চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না। **(কাসাস: ৫০)**

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও বলেন-
يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾

হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। অতএব তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজত্ব করো এবং খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। কেননা, তারা হিসাব-দিবসকে ভুলে যায়। **(সোয়াদ:২৬)**

এ প্রসঙ্গে কুরআনের অনেক আয়াত রয়েছে। বান্দার উচিত ও অবশ্য কর্তব্য হলো, এই সকল আয়াতগুলোকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা। যাতে করে নিজেদের খেয়াল খুশি তথা কু-প্রবৃত্তির অনুসরণের ভয়াবহতার ব্যাপারে এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করলে যেসব ধ্বংস, পথভ্রষ্টতা ও বিচ্যুতি হয়ে থাকে তা জানা যায়।

হাদীসের মাঝে ইরশাদ হয়েছে- আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কু-প্রবৃত্তি হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন। যেমন: হাদীসে এসেছে- যিয়াদ ইবনু ইলাক্বাহ (রহঃ) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআয় বলতেন-
اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء و الأدواء

হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে গর্হিত চরিত্র, গর্হিত কাজ ও কু-প্রবৃত্তি হতে আশ্রয় চাই। (জামিউত তিরমিযি: ৩৫৯১ ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গরিব বলেন।)

এ ব্যাপারে আরও বিভিন্ন আছার বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ যাম্মুল হাওয়া কিতাবে উল্লেখ করেছেন-

১. মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন : বাহাদুরি হলো শাহওয়াত পরিত্যাগ করা ও কু-প্রবৃত্তির অবাধ্য হওয়া।

২. হযরত আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: কোন মানুষ যখন সকালে উপনীত হয় তখন তার প্রবৃত্তি ও আমল একত্রিত হয়। সুতরাং যদি তার আমল তার নফসের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাহলে সেই দিন তার খারাপ, কিন্তু যদি অন্তরের কামনা- বাসনা তার আমলের অনুগামী হয় তাহলে সেই দিনটি হয় তার উত্তম দিন।

৩. আসমায়ি বলেন: আমি জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, যদি তোমার কাছে মুশকিল হয়ে পড়ে যে, তুমি জানতে পারছ না যে দুটি বিষয়ের কোনটি হিদায়াতের অধিক নিকটবর্তী, তখন তুমি তোমার কামনা-বাসনার নিকটবর্তী যা তার বিরোধিতা কর। কেননা, অধিকাংশ ভুল হয়ে থাকে নফসের কামনা-বাসনার অনুসরণের কারণে।

৪. জনৈক ব্যক্তি হাসান বসরি কে জিজ্ঞেস করলেন হে আবু সা,দ! সর্বোত্তম জিহাদ কোনটা? তিনি বললেন: তোমার নফসের সাথে তোমার জিহাদ করা।

আবু আলি সাকাফি বলেন- যার কামনা-বাসনা তাকে পরাজিত করে ফেলেছে তার আকল শেষ হয়ে গেছে।

বিশর হাফি হাসান আল ফাল্লাসকে বলেন- যে ব্যক্তি দুনিয়ার শাহওয়াতকে পায়ের নিচে ফেলবে শয়তান তার ছায়া থেকে পৃথক থাকবে। আর যার ইলম তার অন্তরের বাসনার ওপর বিজয়ী হয়েছে সেই হলো (প্রকৃত) ধৈর্যধারণকারী বিজয়ী। আর জেনে রাখ, তোমার কামনা-বাসনার মাঝেই রয়েছে সকল বিপদাপদ। আর এর প্রতিষেধক হলো কামনা-বাসনার বিপরীত চলা।

কেউ বলেন- প্রত্যেক ব্যক্তিই তার সঠিক পথ ও অবস্থার ব্যাপারে জানে। কিন্তু সেই অন্ধ যে তার নফসকে অনুসরণ করে।

কল্যাণকামীরা তাকে মেহনত-মুজাহাদার পরামর্শ দেয়। কিন্তু সে তাদের নসিহত উপদেশ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। অথচ সে জানে ও দেখে।

তার নফস তাকে সঠিক পথ অবলম্বন করা থেকে অন্ধ করে রাখে, এবং সেটি ব্যতীত অন্য সকল কিছুর দোষত্রুটি অবগতি লাভ করে। (যাম্মুল হাওয়া: ৩৫)

অতএব আমাদের জন্য নফসের কামনা-বাসনা থেকে গভীরভাবে বিরত থাকা উচিত এবং খাহেশাতের তরিৎ চাওয়া পাওয়া থেকে দূরে অবস্থান করা উচিত। কেননা, খাহেশাত জাহান্নামের পথ সুগম করে দেয়।

যে কেউ নফসের অনুসরণ করে সে কেবল নিজের মাঝে জিল্লতি ও অপমানই দেখতে পায়। আর কেউ যেন আহলুল হাওয়া অর্থাৎ প্রবৃত্তি পূজারীদের খপ্পরে না পড়ে। কেননা, তারা হলো দুনিয়ার নিকৃষ্ট মানুষ।

(২) জাহালত বা মূর্খতা

জাহালাত বা মূর্খতা মানে হলো, ইলমহীনতা। সুতরাং জাহালাত হলো, নিন্দনীয় ও দোষণীয় বস্তু। বান্দা যেসব কারণে গুনাহে নিমজ্জিত হলো, পাপের আঁধারে ঘুরপাক খায়, তা হলো-

আল্লাহ তাআলা ও তাঁর আনুগত্যের জন্য যা যা জরুরি-অত্যাবশ্যক তার ব্যাপারে অজানা থাকা। সুতরাং যেই ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতা করে সে জাহিল বা মূর্খ। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন
إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن
قَرِيب (

অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন, যারা ভুলবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে। **(সূরা নিসা: ১৭)**

এই আয়াতের তাফসিরের ক্ষেত্রে সালাফদের উক্তি ও মতামত:
যুজাজ বলেন: এখানে আল্লাহ তাআলা বাণী জাহালত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো-অফুরন্ত স্বাদ এর বিপরীত নশ্বর স্বাদকে গ্রহণ করা। (মাআনিল কুরআন: ২/২৯)

ইবনু জারির তার সনদে মুজাহিদ থেকে রেওয়ায়াত করেন: প্রত্যেক ব্যক্তি যে আল্লাহর অবাধ্যতা করে সেই হলো মূর্খ ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঐ অবাধ্যতা থেকে বিরত না হয়, নিবৃত্ত না হয়।
(তাফসীরু ইবনু জারির তাবারি: ৬/২০৮)

অতএব জাহালত বা মূর্খতা ব্যক্তিকে অনেক পরিমাণে দুনিয়াবি ও দীনি মসিবতে আপতিত করে।
ইবনে হাযম রহিমাহুল্লাহ বলেন: যদি জাহালত না কমে তাহলে ব্যক্তি উলামায়ে কেরামের প্রতি হিংসাপরায়ন হয়ে উঠে। (আল আখলাকু ওয়াস সিয়ার: ৯৩)

অতএব আমাদেরকে জাহালত ও মূর্খতা থেকে বেঁচে থাকতে হবে এবং যেসব বিষয় জাহালত বৃদ্ধি করে এবং জাহালতের স্তরে নামিয়ে আনে সেগুলিকেও পরিহার করতে হবে।

(৩) শয়তান

শয়তানের কুমন্ত্রণা ও বনি আদমকে বিভ্রান্ত করার কঠিন পদক্ষেপের ব্যাপারে কোনো মুসলিম অজানা নয়। আর এই ধারাবাহিকতা তখন থেকেই চলে আসছে, যখন তাকে আমাদের পিতা আদমকে সিজদা করার জন্য আদেশ করা হয়েছিল। তখন সে অহংকার করে ঔদ্ধত্ত হয়ে নিজেকে আদম আলাইহিস সালাম-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণ করার ঘৃণ্য প্রয়াস চালিয়েছিল। অথচ সে আল্লাহর আদেশকে অমান্য করেছিল। এ ব্যাপারে কুরআন মাজিদে পাওয়া যায়-

(قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ

আল্লাহ বললেন- আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি তখন তোকে কিসে সিজদা করতে বারণ করল? সে বলল' আমি তার চাইতে শ্রেষ্ট। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা।(**সূরা আরাফ: ১২**)

ফলে সে আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘনের কারণে বিতাড়িত হওয়ার যোগ্য এবং অভিশপ্ত হলো। যেমন: আল্লাহ তাআলা কালামে পাকের মাঝে বলেন-

(قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُ وما مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ

বের হয়ে যা এখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে। তাদের যে কেউ তোর পথেচলবে, নিশ্চয় আমি তোদের সবার দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করে দিব। **(সূরা আরাফ: ১৮)**

আল্লাহর দুশমন আরও বেশি পরিমাণ ঐদ্ধত্ত হলো। বাড়াবাড়ি করল। বনি আদমকে বিভ্রান্ত করতে ও তাদের মাঝে ফাসাদ ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে ঘোষণা দিয়ে দিল। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হচ্ছে-

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَ يْتَنِي لَأُزِينَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا
(عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

সে বললঃ হে আমার পলনকর্তা, আপনি যেমন আমাকে পথ ভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ঠ করে দেব। আপনার মনোনীত বান্দাদের ব্যতীত। **(সূরা হিজর: ৩৯-৪০)**

ঐ সময় থেকে শয়তানের একমাত্র কাজ হলো বনি আদমকে বিভ্রান্ত করা। বিভিন্ন বাহানা ইত্যাদির মাধ্যমে আদমসন্তানকে সত্যপথ সিরাতুল মুস্তাকিম থেকে বিচ্যুত করে জাহান্নামের পথে নিয়ে যাওয়া। এ কারণে মাওলায়ে কারীম শয়তানের ষড়যন্ত্র ও কূটচাল হতে আমাদেরকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছেন এবং তার অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَبَنِي ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَتِهِمَا إِنَّهُ
﴾ يَرَلُكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

হে বনী-আদম শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে; যেমন সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে এমতাবস্থায় যে, তাদের পোশাক তাদের থেকে খুলিয়ে দিয়েছি-যাতে তাদেরকে লজ্জাস্থান দেখিয়ে দেয়। সে এবং তার দলবল
তোমাদেরকে দেখে, যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখ না। আমি শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু করে দিয়েছি, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না।
(সূরা আরাফ: ২৭)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন-
يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তখন তো শয়তান নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে।
(সূরা নুর: ২১)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন-
إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ

শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু রূপেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহবান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়। (**সূরা ফাতির: ৬)**

আর শয়তান মানুষের ক্বলবে প্রবেশ করে তাকে ওয়াসওয়াসা দেবার জন্য প্রবেশপথ রয়েছে।
।
ইমাম গাযযালী রহিমাহুল্লাহ বলেন- জেনে রাখ, কলব হলো দূর্গের মত। আর শয়তান এমন শত্রু, যে দূর্গের ভেতর প্রবেশ করতে চায়। তারপর সে তাদেরকে পরিচালিত করে কর্তৃত্ব করতে চায়। আর দূর্গ রক্ষা করা যাবে না যদি দূর্গের ফটক, প্রবেশপথ এবং ছিদ্রের স্থানগুলোতে পাহারাদারি না করা হয়। আর ফটক ও দরজার পাহারাদারি সে করতে পারবে না, যে তা না জানে। সুতরাং ক্বলবকে শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে রক্ষা করা আবশ্যক এবং প্রত্যেক মুকাল্লিফ ব্যক্তির জন্য ফরজে আইন। আর যে জিনিস ব্যতীত ওয়াজিব পর্যন্ত পৌঁছা যায় না তা অর্জন করাটাও ওয়াজিব। শয়তানকে ক্বলবের ভেতরে প্রবেশ করা থেকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয় ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না তার প্রবেশপথের ব্যাপারে অবগত না হওয়া যায়। সুতরাং প্রবেশপথ জানাটাও ওয়াজিব। আর শয়তান ক্বলবে প্রবেশ করার পথ ও রাস্তা হলো বান্দার অভ্যাস, স্বভাব বা দোষগুণ। আর সেগুলো অনেক। তন্মধ্যে কিছু নিম্নবর্ণিত-

এক. ক্রোধ ও শাহওয়াত: সুতরাং মানুষ যখন রাগান্বিত হয় তখন শয়তান তাকে নিয়ে খেলাধুলা করে, যেমনিভাবে ছোট বাচ্চারা বল নিয়ে খেলাধুলা করে।

দুই. লোভ-লালসা: বান্দা যখনই কোনো জিনিসের লোভ করে বা কোনো জিনিসের প্রতি লালায়িত হয় তখনই তার লোভ তাকে অন্ধ ও বধির করে দেয়। তাই শয়তান লোভীকে তার শাহওয়াত তথা কামনা-বাসনার দিকে পৌঁছার প্রতিটি জিনিসকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার সুযোগ পায়, যদিও তা গর্হিত ও ফাহেশা কাজ হয়ে থাকে।

তিন. খাবারে পরিতৃপ্ত হওয়া/পেট ভরে খাওয়া: খানা স্বচ্ছ হালাল হওয়া সত্ত্বেও পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করলে শাহওয়াত শক্তিশালী হয়ে যায়। আর এটিই হলো শয়তানের অস্ত্র।

চার. কোনো কাজের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করা এবং ধীরস্থিরতা ও সাবধানতা অবলম্বনকে পরিহার করা: যখনই কোনো কাজের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ার আশ্রয় নেওয়া হয় শয়তান তখন মানুষের মাঝে তার অনিষ্টতার আমদানি করে থাকে। অথচ তা ব্যক্তি জানতেও পারে না। বুঝতেও পারে না।

পাঁচ, কৃপণতা করা ও দারিদ্রের ভয় করা: কেননা, কৃপণতা এবং দারিদ্রের ভয় করার কারণে ব্যক্তি দান ও খরচ করতে বাঁধাগ্রস্ত হয়। এগুলো তাকে জমিয়ে পঞ্জিভূত করে রাখতে উদ্বুদ্ধ করে।

ছয়, মত-পথ ও মাজহাব এবং নিজের খেয়াল খুশির ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব করা। বিরোধীদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা। তাদের দিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে চাওয়া। এগুলো এমন বিষয়, যা ইবাদতকারী ও ফাসাদকারী সকলকে ধ্বংস করে দেয়।

সাত, মুসলিমদের ব্যাপারে বদধারণা ও কুধারণা পোষণ করা, অতএব এর থেকে দূরত্ব বজায় রাখা জরুরি।

ক্বলবের ভেতর শয়তান প্রবেশ করার এসকল দরজা ও ফটকগুলো বন্ধ করাটা মানুষের জন্য জরুরি। আর জিকরুল্লাহ এসকল দরজা ও ফটক বন্ধ করতে সাহায্য করে। (মুকাশাফাতুল কুলুব থেকে সংক্ষেপিত: ৭৬-৭৯)

সুতরাং আমরা বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করব। সর্বাবস্থায় জিকির করলে শয়তানের চক্রান্ত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। নেক আমল করার প্রতি মন আকৃষ্ট হবে।

(৪) খারাপ বন্ধু-বান্ধব ও সহপাঠি

গুনাহে লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়ের মাঝে অন্যতম হলো খারাপ বন্ধু ও অসৎ সঙ্গ। কেননা, খারাপ সঙ্গী তার সৎ সঙ্গীর সামনে পাপ ও গর্হিত কাজগুলোকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে। আর মানুষ তার সাথির দ্বারাই প্রভাবিত হয়। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যেমন
আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে রয়েছে। তিনি বলেন:

"সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত সুগন্ধি বিক্রেতা ও হাপরে ফুতকারকারী ব্যক্তির ন্যায়। সুগন্ধি বিক্রেতা হয়ত সে তোমাকে কিছু সুগন্ধি দিবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে সুগন্ধি ক্রয় করবে কিংবা তুমি তার কাছ থেকে উত্তম ঘ্রাণ পাবে। আর হাপরে ফুতকারকারী হয়ত সে তোমার কাপড়কে জালিয়ে দেবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে পাবে দুর্গন্ধ।(বুখারী: ২৫৫৩৩, মুসলিম: ২০৬২৭)

সুতরাং খারাপ ব্যক্তির সাহচর্য কামারের কাছে সাহচর্য গ্রহণের মত, যে হাপরে হাওয়া ভরে যাতে সে লোহার তৈজসপত্র ইত্যাদি বানাতে পারে। তার আগুন থেকে কেবল তুমি খারাপ জিনিসই পাবে। হাপরের কাছে গেলে, তার আগুন তোমার কাপড়কে জালিয়ে দেবে। অথবা তার থেকে তুমি ধুয়া ও বিশ্রী গন্ধ পাবে। আর ফাসাদপ্রবন ও খারাপ লোকের সাহচর্য হয়ত তোমাকে খারাপকাজে অভ্যস্ত করে তুলবে, অথবা তোমাকে খারাপের দিকে পরিচালিত করে নিয়ে যাবে, কিংবা তুমি তার কাছ থেকে এমন কিছু শুনবে যা ক্ষতিকর ও উপকারহীন। ফলে শয়তান তোমাকে বেষ্টন করে নেবে যেভাবে তাদেরকে বেষ্টন করে নিয়েছে। অথবা কমপক্ষে লোকেরা তোমাকে তাদের দলে ও তাদের অনুসরণকারীদের মধ্যে ফেলে দেবে, তাদের মধ্যে গণ্য করবে যদিও তুমি তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নও, তাদের তরিকা ও পথ অবলম্বনকারী নও। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে রহম করেন যারা নেককার সালেহীন ও আহলুল খায়রকে ভালবাসে এবং তাদের সাহচর্য গ্রহণ করে এবং পাপি ও আহলুশ শারকে অপছন্দ করে এবং তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখে। (ফাতহুল মুনয়িম শরহু সহিহি মুসলিম: ১০/১২৭)

এ কারণেই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনকারী কিয়ামতের দিন একে অপরের শত্রুতে পরিণত হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

বন্ধুবর্গ সেদিন একে অপরের শত্রু হবে, তবে খোদাভীরুরা নয়। (**সূরা যুখরুফ: ৬৭**)

* অতএব আমরা সত্যবাদী ও নেককারদের সংশ্রব গ্রহণ করব। মিথ্যাবাদী ও ভ্রান্ত এবং অসৎলোকদের থেকে দূরে অবস্থান করব। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা সত্যবাদীদের সাথে থাকার আদেশ দিয়েছেন। সূরা তাওবার **১১৯** নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

হে ঈমানদাররা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সংশ্রব গ্রহণ কর।
সুতরাং আমরা সৎলোকের সংশ্রব গ্রহণ করব এবং বদলোক থেকে দূরে থাকব

(৫) উদাসীনতা

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ও আখিরাতের ব্যাপারে উদাসীন ও বেখবর থাকলে তা গুনাহে নিমজ্জিত করে, অন্তরকে বিনষ্ট করে এবং ওয়াসওয়াসা ও খারাপকাজের দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং গায়েবের ব্যাপারে পরিপূর্ণ জ্ঞানী আল্লাহ তাআলা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।
অতএব উদাসীন ক্বলব তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে বেখবর থাকে। আর মানুষের অন্তর যখনই আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল হয়ে যায় উদাসীন হয়ে তখনই শয়তান তার মাঝে প্রবেশ করার সুযোগ পেয়ে যায়। তার পেছনে লেগে থাকে ও তার জন্য অসৎ সঙ্গী হয়ে যায়; যে তার খারাপ জিনিস ও বিষয়গুলোকে সুন্দর ও সুশোভিত করে তার কাছে মেলে ধরে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

(وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্যে এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী। (**সূরা যুখরুফ: ৩৬**)

মানুষ গুনাহে নিপতিত হয়ে থাকে কেবল আল্লাহ থেকে গাফেল থাকার কারণে, আল্লাহর আদেশ এর ব্যাপারে গাফেল থাকার কারণে, দুনিয়া ও আখিরাতে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার শাস্তির ব্যাপারে গাফেল থাকার কারণে। আর যারা আল্লাহ তাআলা ও তার সাথে সাক্ষাত লাভের ব্যাপারে গাফেল থাকে, পরকালীন জীবন ছেড়ে পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ তাআলার জাগতিক নিদর্শন ও কুরআনের নিদর্শনের ব্যাপারে গাফেল থাকে তাদের

প্রত্যাবর্তন স্থলই হলো জাহান্নাম। কেননা তারা কুফরি করেছে এবং স্বীয় রবের নিদর্শনাবলীর ব্যাপারে গাফলতি করেছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:
وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ عَايَتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَيهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا
(يَكْسِبُونَ

অবশ্যই যেসব লোক আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই উৎফুল্ল রয়েছে, তাতেই প্রশান্তি অনুভব করেছে এবং যারা আমার নির্দশনসমূহ সম্পর্কে বেখবর। এমন লোকদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম সেসবের বদলা হিসাবে যা তারা অর্জন করছিল। (**সূরা ইউনুস: ৭-৮**)

আল্লামা ইবনুল জাওযি রহিমাহুল্লাহ বলেন: গাফলতি উদগত হওয়ার ক্ষেত্রে বড় হলো দুটি জিনিস। একটি হলো পেট ভরে খাওয়া, আরেকটি হলো পেট ভরে যারা খায় তাদের সাথে চলাফেরা করা। অতএব যদি তুমি গাফলতি ও উদাসীনতা থেকে মুক্তি ও পরিত্রাণ পেতে চাও তাহলে তোমার জন্য আবশ্যক হলো ক্ষুধার্ত থাকা।

তিনি বলেন: বান্দার ওপর দুটি জিনিস থেকে ক্ষতিকারক আর কোন কিছু নেই। সেই দুটি হলো, আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল থাকা এবং আল্লাহর আদেশের মুখালাফাত করা বিরোধিতা করা।
আর উদাসীনতা ও গাফলতি কল্যাণ থেকে মাহরুম করে আর গুনাহ ক্ষতিকে আবশ্যক করে। গাফলতি জান্নাতের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয় আর গুনাহ ও পাপাচার জাহান্নামের দরজা উন্মুক্ত করে।
(আত তাযকিরাতু ফিল ওয়ায: ১০২-১০৩)

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন- কোন সন্দেহ নেই যে, কলবের মাঝে মরিচা পড়ে যেভাবে তামা, সোনা ইত্যাদির মাঝে মরিচা পড়ে। আর 'অন্তরের মরিচা দুই কারণে হয়; গাফিলতি ও গোনাহ। আবার মরিচা দূরও হয় দুই জিনিসে; জিকির ও ইস্তেগফারে।

যার প্রায় সময় গাফিলতিতে কাটে তার অন্তরে মরিচা জমতে থাকে। গাফিলতি ও অলসতার অনুপাতে প্রতিটি অন্তরে মরিচা পড়ে। অন্তর মরিচাগ্রস্ত হলে তাতে ইলমের ছাপ পড়ে না। তখন বাতিলকে হকের সুরতে দেখে। আর হককে বাতিলের সুরতে। যখন অন্তরে মরিচা জমাট বাঁধে এবং হৃদয় কালো-ধূসর হয়ে যায়, তখন এর কল্পনা ও বোধশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। তখন হক গ্রহণও করে না। বাতিলকে বারণও করে না। আর এটাই অন্তরের সবচেয়ে বড়

বিপর্যয়। আর এগুলোর মূলে হলো গাফলতি ও নিজের খেয়াল খুশির অনুসরণ। কেননা, এগুলো অন্তরের নূরকে নিভিয়ে দেয় এবং চক্ষুকে অন্ধ বানিয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَلَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে, নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্য কলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার অনুগত্য করবেন না। **(সূরা কাহাফ : ২৮)**

সুতরাং আল্লাহ তাআলা ও তার জিকির হতে গাফেল থাকাটা অন্তর কঠিন ও নিষ্ঠুর হওয়া এবং আল্লাহ তাআলা ও তাঁর কথার প্রভাব থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য সবচেয়ে বড় কারণের অন্যতম।

ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন: যখনই অন্তরের উদাসীনতা প্রবল হয় তখন অন্তরের নিষ্ঠুরতাও কঠোর হতে থাকে। অতপর যখন আল্লাহর জিকির করে তখন ঐ নিষ্টুরতা গলে যায় যেভাবে আগুনের মাঝে সীসা গলে যায়। জিকরুল্লাহর মত কোন জিনিস দ্বারাই অন্তরে নিষ্ঠুরতা নির্দয়তাকে গলানো যায় না। সুতরাং জিকির হলো ক্বলবের শিফা ও তার দাওয়া অর্থাৎ ঔষধ। আর গাফলতি ও উদাসীনতা হলো রোগ। সুতরাং রোগাক্রান্ত অন্তরসমূহের শিফা ও আরোগ্যতা হলো আল্লাহ তাআলার জিকিরের মাঝে।

ইমাম বায়হাকী মাকহুল থেকে মারফু মুরসাল সুত্রে বর্ণনা করেন: যদি আমি জিকির করি তাহলে সেই জিকির আমার শিফা দান করে। আর যখন আমি জিকির থেকে গাফেল থাকি আমার অধঃপতন হয়।

যেমন বলা হয়:

إذا مرضنا تداوينا بذكركم -- ونترك الذكر أحياناً فننتكس

যখন আমরা রোগাক্রান্ত হয়ে যাই তোমার জিকির আমাকে সুস্থ করে তোলে। আর যখনই তোমার জিকির ছেড়ে দেই আমার অধঃপতন হয়।

তিনি বলেন: জিকির হলো আল্লাহর সাথে সম্পর্কস্থাপনের আসল বস্তু, বন্ধুত্বস্থাপনের মূল বিষয়। আর গাফলতি ও উদাসীনতা হলো আল্লাহর সাথে শত্রুতা পোষণের মূল বিষয় ও আসল বস্তু। তাই বান্দা যদি সর্বদা তার রবের জিকিরে থাকবে, তাঁকে স্মরণ করবে এমনকি তাকে ভালবাসতে থাকবে তাহলে তার সাথে সম্পর্ক হবে আর যদি বান্দা তার রবের জিকির থেকে গাফেল থাকে এমনকি তার প্রতি সে অসন্তুষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার সাথে শত্রুতা হবে।

ইমাম আওযায়ি বলেন, হাসান বিন আতিয়াহ বলেন, বান্দা তার রবের সাথে সীমালঙ্ঘন করে বা শত্রুতাপোষণ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে বান্দা তার রবের জিকিরকে ও যারা তাঁর জিকির করে তাদেরকে অপছন্দ করা। সুতরাং এই শত্রুতা ও বিদ্বেষের কারণ হলো গাফলতি। বান্দা যখনই আল্লাহর জিকিরকে অপছন্দ করে, যারা জিকির করে তাদেরকে অপছন্দ করে তখন থেকেই আল্লাহ তাআলা তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ করে যেভাবে আল্লাহ তাঁর জিকিরকারীকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে। (আল ওয়াবিলুস সবিল: ৯০)

তাই জিকির থেকে গাফেল ও উদাসীন থাকা আমাদের অনুচিত। কেননা জিকিরে গাফেল ব্যক্তি আল্লাহর শত্রুতে পরিণত হয় এবং জিকিরকারী ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধু হয়।

(৬) দীর্ঘ হায়াতের আশা করা

মুসলিম গুনাহে পতিত হয়ে যায়, হিসাবের কথা ভুলে যায়, ভুলে যায় প্রতিক্ষিত প্রতিদান যেদিন পাবে সেদিনের কথা। এগুলো ভুলে যায় বান্দা তার দীর্ঘ হায়াতের আশা ও মওতের কথা ভুলে গেলে, মৃত্যু যন্ত্রণার কথা ভুলে গেলে, কবর ও সিরাতে মুসতাকিমের কথা ভুলে গেলে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন-

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ
فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾

যারা মুমিন, তাদের জন্যে কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? তারা তাদের মত যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। **(সূরা হাদীদ: ১৬**)

আবদুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سبيل

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাধ ধরে বললেন, দুনিয়াতে তুমি এমনভাবে থাকো যেন তুমি আগন্তুক অথবা পথচারী।
(সহিহুল বুখারী: ২১৩)

হাফিজ ইবনু রজব হাম্বলি রহিমাহুল্লাহ বলেন: দুনিয়াতে অল্প হায়াতের আশা করার প্রেক্ষিতে এই হাদীসখানা হলো আসল বা মূল। আর নিঃসন্দেহে মুমিনদের জন্য উচিত নয় দুনিয়াকে

বাসস্থান ও বসবাসের জায়গা হিসেবে গ্রহণ করে তাতে প্রশান্তি লাভ করবে। বরং মুমিনের জন্য উচিত হলো এখানে থাকবে সফরের ডানার ওপর ভর করে, যেখানে সে সফর বা যাত্রার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।
(জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম: ৭১০)

সাইয়িদুনা আলি ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমি তোমাদের ব্যাপারে দুই জিনিসের ভয় করি। আর তাহলো, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ ও দীর্ঘ হায়াতের আশা করা। কেননা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ হক থেকে বিরত রাখে আর দীর্ঘ হায়াতের আশা আখিরাতকে ভুলিয়ে দেয়।

হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেন: বান্দা দীর্ঘ হায়াতের আশা করেনা কেবল আমলকে ভুলে যায়। (আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদদীন: ৩৪)

জনৈক ব্যক্তি বসরায় কোন এক যাহেদকে বলল, বাগদাদে কী আপনার কোন প্রয়োজন আছে? তখন যাহেদ বলল, আমার আশাকে এত লম্বা করা পছন্দ করি না যে, সে বাগদাদ আসা যাওয়া করবে।

কোন এক হাকিম বলেন: জাহেল ব্যক্তি তার আশার ওপর ভরসা করে আর জ্ঞানী ব্যক্তি ভরসা করে নিজের আমলের ওপর।

কোন এক সাহিত্যিক বলেন: আশা হলো মরীচিকার মত। যে তা দেখে সেই ধোঁকা খায় আর যে তার আশা করে সেই ক্রুটিযুক্ত হয়।
(আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদদীন: ৩৪)

হাসান রহিমাহুল্লাহ বলেন: উলামাদের তিনজন একত্রিত হলো।
তারা তাদের একজনকে বলল, তোমার আশা আকাঙ্খা কী? সে বলল, আমার কোছে যে মাসই এসেছে আমি ধারণা করেছি যে মৃত্যুবরণ করব মাসটিতে। হাসান বলেন: তার সাথি তাকে বলল, নিশ্চয় এটি আশা আকাঙ্খা। অতপর দ্বিতীয় জনকে বলা হলো, তোমার আশা কী? সে বলল, আমার কাছে এমন কোন জুমা আসে নি যাতে আমি আশা করিনি যে সে জুমাতে আমি মৃত্যুবরণ করব। হাসান রহিমাহুল্লাহ বলেন: এটিও আশা। অতপর তারা দুজনে তৃতীয় জনকে জিজ্ঞেস করল, তোমার আশা কী? সে বলল, যার শ্বাস নিঃশ্বাস অন্যের হাতে তার কী আশা থাকতে পারে?

কোন এক সালাফ বলেন: এমন কোন ঘুমে যাইনি যে, নিজেকে বলেছি আমি এই ঘুম থেকে জাগ্রত হবো।

মারুফ কারখি নামাজে দাঁড়ালেন। অতপর এক ব্যক্তিকে বললেন, সামনে অগ্রসর হও, আর আমাদের নামাজের ইমামতি কর। অতপর লোকটি বলল, যদি আমি এই নামাজে আপনাদের ইমামতি করি তাহলে এ ছাড়া আর কোন নামাজে আপনাদের ইমামতি করবো না। মারুফ কারখি বললেন, তুমি নিজের ব্যাপারে বলছ যে, আরও এক নামাজ পড়ানোর কথা। আল্লাহর কাছে দীর্ঘ আশা থেকে পানাহ চাই। কেননা, নিশ্চয়ই দীর্ঘ আশা নেক আমল থেকে বাধাপ্রদান করে।

(জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম: ৭১৭)

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন: প্রবৃত্তির অনুসরণ ও উচ্চ আশা সকল ফাসাদের মূল, সকল অনিষ্টের মূল। কেননা, প্রবৃত্তির অনুসরণ হক জানতে ও হকের ইচ্ছা করা থেকে অন্ধ বানিয়ে দেয়, আর উচ্চ আশা আখিরাতকে ভুলিয়ে দেয় এবং আখিরাতের পাথেয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে ভুলিয়ে দেয়।

হাদীসে এরশাদ হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সেই ব্যক্তি বুদ্ধিমান যে নিজের নাফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য কাজ করে। আর সেই ব্যক্তি নির্বোধ ও অক্ষম যে তার নাফসের দাবির অনুসরণ করে আর আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে বৃথা আশা পোষণ করে। (জামিউত তিরমিযি: ২৪৫৯)

তাই আমরা নফসের দাবির অনুসারে চলে নির্বোধ হতে চাই না, আল্লাহর নিকট বৃথা আশা করতে চাই না। আল্লাহর কাছে পবিত্রতা ও নিরাপত্তা কামনা করছি।

(৭) নজর বা দৃষ্টি

অধিকাংশ গুনাহ ও হারাম কাজে লিপ্ত করে বেগানা মহিলা ও তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে দৃষ্টি। এ কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দৃষ্টিকে নীচের দিকে রাখার আদেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন

﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গর হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। **(সূরা নূর: ৩০)**

আল্লামা ইবনু কাছির রহিমাহুল্লাহ বলেন: এটি হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তার মুমিন বান্দাদের প্রতি দৃষ্টি নত রাখার নির্দেশ। সুতরাং যা তার জন্য বৈধ করা হয়েছে তা ব্যতীত অন্য কিছু যেন না দেখে এবং দৃষ্টি যেন হারামকৃত বস্তু দেখা থেকে নত থাকে। অতপর যদি আচমকা ইচ্ছার বাহিরে কোন হারাম বস্তুর দিকে দৃষ্টি চলে যায় তাহলে যেন দ্রুত তা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। যেমন বর্ণিত হয়েছে সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে: "হযরত জারির বিন আবদুল্লাহ বাজালি থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অতর্কিতে হয়ে যাওয়া দৃষ্টির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে আদেশ দিলেন যেন আমি দৃষ্টি সরিয়ে ফেলি।

আর যখন চোখের সেই দৃষ্টি অন্তরকে ফাসাদের দিকে আহ্বানকারী হয় তখন কোনো কোনো সালাফ বলেন' দৃষ্টি হলো বিষাক্ত তীর। যা অন্তরে বিদ্ধ করা হয়।

এই প্রেক্ষিতে আল্লামা ইবনু কাছির রহিমাহুল্লাহ বলেন' এ কারণেই লজ্জাস্থানকে হেফাজতের আদেশ দেওয়া হয়েছে, যেভাবে আদেশ দেওয়া হয়েছে চোখের হেফাজতের। (মাওয়ারিদুয যামআন: ৩/১১০-১১১)

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন- মানুষ যেসব মসিবতের মাঝে ব্যাপকাকারে পতিত হয় সেগুলোর মূলে রয়েছে দৃষ্টি। কেননা, চোখের এক পলক জন্ম দেয় কুমন্ত্রণা। আর কুমন্ত্রণা চিন্তার জন্ম দেয়। চিন্তা জন্ম দেয় কামনার। ধীরে ধীরে কামনা-বাসনা শক্তিশালী হয়। তারপর হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার দৃঢ় সংকল্প তৈরি হয়। এক পর্যায়ে সে যেকোনোভাবে সেই কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। কোনো বাঁধাদানকারী তাকে বাধা দেয় না। এ ব্যাপারে বলা হয়- চোখের দৃষ্টি নিচু রাখার সবর করাটা চোখের দৃষ্টি দেওয়ার পর যে যন্ত্রণা হয় সেই যন্ত্রণা সহ্য করার ওপর সবর ধরা থেকেও সহজ।

চোখের বিপদ হলো, চোখ আফসোস, দুর্ভাগ্য, এবং দহনজ্বালা তৈরি করে। অতঃপর বান্দা দেখে যে, তার ওপর সে সক্ষম নয় এবং সবর ধরতেও পারে। (আল জাওয়াবুল কাফী লিমান সাআলা আনিদ দা-ঈশ শাফী: ২৩৪-২৩৬)

চোখ হলো আল্লাহর নিয়ামত। মহান এক নিয়ামত। এমন নিয়ামত যার কোনো মূল্য কেউ দিতে পারবে না। প্রতিটি মুসলিমের জন্য নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা অত্যন্ত জরুরি। যে নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে না, নিয়ামতকে সঠিকভাবে কাজে লাগায় না, তার কাছ থেকে নিয়ামত কেড়ে নেওয়া হয়। সুতরাং আমাদের উচিত হলো, চোখের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া

আদায় করা এবং চোখকে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যপূর্ণ কাজে লাগানো। কত মানুষই তো আছে যাদেরকে আল্লাহ তাআলা দৃষ্টি দেননি। তারা এই নিয়ামত থেকে মাহরুম আছে। কিন্তু তারা কত আশা আকাঙ্খা করে একটিবারের জন্য হলেও দেখতে পাবে দুটি চোখ দিয়ে। তাই নিয়ামতসমূহের ব্যাপারে চিন্তা করা এবং নিয়ামতের কারণে আল্লাহ তাআলা শুকরিয়া আদায় করা জরুরি। বিশেষ করে চোখের ব্যাপারটি। চোখকে এমন কোনো কাজে না লাগানো, যা আল্লাহ পাক অপছন্দ করেন এবং ক্রোধান্বিত হোন। যেমন গায়রে মাহরামের দিকে দৃষ্টি দেওয়া। ফিল্ম, ড্রামা, সিরিয়াল দেখা। ইন্টারনেটে অশালীন ছবি ভিডিও দেখা ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলার দৃষ্টি আমার প্রতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রয়েছে এবং তারই আয়ত্বাধীন আমি রয়েছি।

(৮) অবসরতা

অবসরতা বিরাট একটি নিয়ামত ঐ ব্যক্তির জন্য, যে ব্যক্তি তার অবসর সময়ে ফায়দা হাসিল করে। সময়কে কাজে লাগায়। সুতরাং যে ব্যক্তি তার অবসরের সময়গুলো হারাম কাজে ব্যয় করে কিয়ামতের দিন সেই অবসরতা তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে। কঠিন শাস্তি ও বিপদের কারণ হবে। অধিকাংশ মানুষ নিজেদের অবসরতাকে সঠিকভাবে কাজে লাগায় না। ভালো কোনো কাজে ব্যয় করে না, যা তার জন্য উপকারী ও লাভজনক হবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবসরতার ব্যাপারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। যেমন সহীহ বুখারীর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

হযরত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- এমন দুটি নিয়ামত আছে, যে দুটোতে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। তা হচ্ছে' সুস্থতা ও অবসর।

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনুল বাত্তাল রহিমাহুল্লাহ বলেন- হাদীসের ভাবার্থ (উদ্দেশ্য) হলো, ব্যক্তি ফারিগ (অবসর) হতে পারে না এমনকি যদি সে সুস্থ সবল থাকে তবুও। কিন্তু যার এই নিয়ামত নসিব হয়, সে যেন এমন কাজের প্রতি মনোনিবেশ করে, যা তাকে আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন তার প্রতি শুকরিয়া আদায় থেকে বিরত রেখে ক্ষতিতে না ফেলে দেয়। আর আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় হলো, তাঁর আদেশসমূহ মানা ও নিষেধসমূহ থেকে দূরে থাকা। অতঃপর যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে সে-ই হলো ক্ষতিগ্রস্ত। আর } كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ الصّحة{ এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, যাদেরকে এর তাওফীক দেওয়া হবে তারা নিতান্তই কম সংখ্যক হবে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ বলেন- মানুষ সুস্থ থাকতে পারে, কিন্তু জীবিকা নির্বাহে ব্যস্ত থাকার দরুন অবসরতা মিলে না। আবার কখনও অবসরতা পেলেও সুস্থ থাকে না। কিন্তু যখন উভয়টি একত্রিত হলো (অর্থাৎ সুস্থ থাকে এবং অবসরতাও মিলে) তখন আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও আনুগত্য থেকে অলসতা বেড়ে যায়। তখন সে হয় ক্ষতিগ্রস্ত। এর পূর্ণতা হলো যে, দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র। সেখানে এমন ব্যবসা রয়েছে যার লাভ প্রকাশ পাবে আখিরাতে। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের অবসর সময়কে ও সুস্থতাকে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে ও ইবাদত-বন্দেগীতে কাজে লাগায়, সে হলো সৌভাগ্যবান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতা ও অমান্য করার কাজে ব্যয় করে, সে হলো ক্ষতিগ্রস্ত। কেননা, অবসরের পরপরই ব্যস্ততা এবং সুস্থতার পরেই আসে অসুস্থতা।[ফাতহুল বারী (ইবনু হাজার): ১১/২৩০]

সময় চলে যায়, আকাশে ভেসে বেড়ানো মেঘমালার মতো। যেমন : বলা হয়, সময় হলো তরবারির ন্যায়। যদি তুমি তাকে না কাট, তাহলে সে তোমাকে কেটে ফেলবে। সুতরাং মানুষের জন্য নিজের অবসর সময়কে নেক আমল ও উত্তম কাজে ব্যয় করা আবশ্যক।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন- মানুষের সময় প্রকৃতপক্ষে তার বয়স। এটি নিয়ামতসমৃদ্ধ জান্নাতে চিরস্থায়ী জীবনের উপাদান এবং আযাব সমৃদ্ধ জাহান্নামের ক্ষেত্রে অস্বচ্ছল জীবিকা নির্বাহের উপাদান। সময় মেঘমালা থেকেও আগে অতিক্রম করে। সুতরাং যে ব্যক্তির যে সময়টুকু আল্লাহর জন্য, আল্লাহর কাজের জন্য, ততটুকুই তার হায়াত ও জীবন হিসেবে গণ্য করা হবে। তাছাড়া অন্য কিছুকে হায়াতের মাঝে গণ্য করা হবে না। সুতরাং সে দুনিয়ায় চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় জীবনযাপন করেছে। অতঃপর সে তার সময়কে গাফলতি, শাহওয়াত ও বাতিল আশা আকাঙ্খায় ব্যয় করে।

আর অবসর সময় যদি বান্দা উপকারমূলক কাজে, লাভজনক কাজে ব্যয় না করে, তাহলে খারাপ চিন্তা উদ্রেক হারাম সম্পর্ক এবং ধ্বংসাত্মক কামনা-বাসনা তাকে টেনে নিয়ে যাবে সেদিকে।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন- মনে উদ্রেক হওয়া বা চিন্তার ব্যাপারটি অনেক মারাত্মক। কেননা, তা-ই ভালো খারাপের উৎসস্থল। ইচ্ছা, বাসনা, হিম্মত, দৃঢ়প্রত্যয়ের জন্ম হৃদয় থেকে। অতএব যে ব্যক্তি তার চিন্তা-ভাবনাকে কন্ট্রোল করতে পারবে সে তার মনের লাগাম ধরতে পারবে। কামনা-বাসনাকে দমন করতে পারবে। আর যার মনের চিন্তা- ভাবনা তাকে পরাভূত করে ফেলবে, খেয়াল-খুশি, কামনা-বাসনা ও নফস তার ওপর বিজয় লাভ করবে। যে ব্যক্তি মনের উদ্রেককে দুর্বল মনে করবে, সাধারণ মনে করবে তাকে জোর করে

ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। আর সর্বদা মনের ভাবনাগুলো কলবের ওপর বারবার গমন করে। একপর্যায়ে সেটি বাতিল আশা আকাঙ্খায় পরিণত হয়। আল্লাহর বাণী-
كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ)

মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। এমনকি, সে যখন তার কাছে যায়, তখন কিছুই পায় না এবং পায় সেখানে আল্লাহকে, অতঃপর আল্লাহ তার হিসাব চুকিয়ে দেন।আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। **(সূরা নুর : ৩৯**)
(আল জাওয়াবুল কাফী লিমান সাআলা আনিদ দাইশ শাফী: **১/১৫৫**)

মানুষের সময় হলো, তার বয়স; যদি তা চলে যায় তাহলে তা আর ফিরে আসে না কখনও।

মাওয়ারদি বলেন- আল্লাহ তোমাকে তাওফীক দিয়ে ইহসান করুন। তোমার উচিত রবের ইবাদতে অবহেলা করে শরীরের সুস্থতা ও অবসর সময়কে নষ্ট না করা এবং নিজের পূর্ব আমলগুলোর নির্ভরতাকে বরবাদ না করা। তোমার সুস্থতাকে গনিমত করে আমলের চেষ্টা-মুজাহাদা করো। প্রতিটি সময় তোমার সৌভাগ্যের নয়।

মোটকথা, অবসর সময়টুকু যেন মানুষ উপকারী ও কল্যাণকর কাজে ব্যয় করে। কারণ, এই অবসরতাই খারাপ চিন্তা ও ধ্যান- ধারণার জন্ম দেয়। নফসের গোলামি করতে ও পাপাচারে লিপ্ত হতে আহ্বান করে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুস্থতার নিয়ামত দান করুন এবং অবসরতাকে কাজে লাগানোর তাওফীক দান করুন। আমীন।

(৯) জিহ্বা

জিহ্বার দ্বারাও অনেক গুনাহে লিপ্ত হয়। যেমন : গিবত, পরনিন্দা, মিথ্যা, হাসি-তামাসা ও কৌতুক ইত্যাদি। একারণে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসের মাঝে বলেন, যেমন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

আল্লাহর রাসুল সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 'যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার প্রতি এবং শেষদিবসের প্রতি ঈমান এনেছে সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা চুপ থাকে। (বুখারী: ৬৪৭৫, মুসলিম: ৪৭)

অর্থাৎ সে যেন এমন কথাবার্তা বলে যা উত্তম এবং কল্যাণজনক। অন্যথায় সে যেন চুপ থাকে।

এ জিহ্বার ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল মুআজ বিন জাবালকে সকল কিছুর মূল কী জিনিস, তা বলে দিয়েছেন।

আল্লাহর রাসূল মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন—
আমি তোমাকে সে সবের (পাপকাজে লিপ্ত হওয়ার) মূল সম্বন্ধে বলে দেব না? (মুআজ রাদি. বলেন) আমি বললাম, অবশ্যই বলে দিন হে আল্লাহর রাসূল। তখন তিনি নিজ জিভটিকে ধরে বললেন' তোমার মধ্যে এটিকে সংযত রাখ। মু'আজ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা যে কথা বলি, তা কি আমাদেরকে হিসাব দিতে হবে? তিনি বললেন, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক হে মুআজ, মানুষকে তাদের নিজেদের জিভ-ঘটিত পাপ ছাড়া অন্য কিছু কি তাদের মুখ থুবড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে?

মানুষ মুখ নিসৃত কথার দ্বারা বেশি জাহান্নামে পতিত হবে। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

দুটি ফাঁকা মানুষকে সবচেয়ে বেশি জাহান্নামে নিয়ে যাবে। সেগুলো হলো: মুখ ও লজ্জাস্থান। (তিরমিযী : ২০০৪, আহমাদ: ৯০৮৫, ইবনু মাজাহ: ৪২৪৬, আদাবুল মুফরাদ: ২৮৯)

মুখ ও লজ্জাস্থান হেফাজত করার মাধ্যমে যেমন জান্নাত পাওয়া যায়, আবার এই ২টি অঙ্গের ক্ষেত্রে শয়তানকে প্রশ্রয় দেওয়ার কারণে অধিকহারে মানুষ জাহান্নামী হবে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন' যে ব্যক্তি উভয় চোয়ালের মধ্যভাগ (জিহ্বা) এবং দুই রানের মধ্যভাগ (লজ্জাস্থান) হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহন করে আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করি। (বুখারী, ৬৪৭৪)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কোন জিনিস অধিকহারে মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে ? তিনি উত্তরে বলেন, মুখ ও লজ্জাস্থান। (তিরমিযী, ২০০৪)

একটি বাক্য বা কথাই ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে। আল্লাহর কাছে এমন কথা থেকে পানাহ চাই।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه :أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ :»إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا إِلَى النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ« .متفق عَلَيْه

সাইয়িদুনা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন যে, মানুষ চিন্তা-ভাবনা না করে এমন কথাবার্তা বলে ফেলে, যার দ্বারা তার পদস্খলন ঘটে পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যবর্তী দূরত্ব থেকে বেশি দূরত্বে দোযখে গিয়ে পতিত হয়। (সহীহুল বুখারী: ৬৪৭৭, ৬৪৭৮, মুসলিম: ২৯৮৮, তিরমিযি: ২৩১৪, আহমাদ: ৭১৭৪, ৭৮৯৮, ৮২০৬, ৮৪৪৪, ৮৭০৩, ৮৯৬৭, ১০৫১৪,
মুওয়াত্তা মালিক: ১৮৯৪)

অপর একটি বর্ণনায় আছে,

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ ، يَنْزِلُ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

মানুষ এমন কথাবার্তা বলে ফেলে যা তাকে জাহান্নামে অবতরণ করায়। যা পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যবর্তী দূরত্ব থেকে বেশি দূরত্বে। (সহীহ মুসলিম: ৫৪৩৭)

একটি কথাই বান্দাকে পূর্ব পশ্চিম থেকে দূরত্বে নিয়ে যেতে পারে। জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে পারে একটি কথার কারণেই। তাই তো আমাদের সালাফগণ জিহ্বাকে হেফাজত করার প্রতি অনেক বেশি জোর দিতেন।

সালাফগণ কতাবার্তাও কম বলতেন। আর যা বলতেন খুব চিন্তা ফিকির করেই বলতেন। অহেতুক ও অসার কোন কথা যেন মুখ থেকে না বের হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন।

সাইয়িদুনা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের জিহ্বার একাংশ ধরে বললেন, এই জিনিসটিই আমাকে এই স্থানে অবতরণ করিয়েছে। (মালিক: ২/৯৮৮, সুনানুল কুবরা লিননাসায়ি: ১০/৪০২ অথবা ১১৮৪১ নং হাদীস)

সাইয়িদুনা আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: তোমরা চুপ করা শিখ যেভাবে তোমরা কথা বলা শিখেছ। কেননা চুপ থাকা অনেক বড় সহনশীলতা। আর শ্রবণ করার প্রতি মনোযোগী হও, এমন কোন কথা বলোনা যা অনর্থক এবং তোমার কোন কাজে আসে না। আশ্চর্য হওয়া ছাড়া হাসবে না, প্রয়োজন ছাড়া রাস্তা চলবে না। (মাকারিমুল আখলাক: ১৩৬)

হযরত হাসান বলেন: যে ব্যক্তি তার জিহ্বাকে হেফাজত করে না সে বুদ্ধিমান নয়। (কিতাবুস সামাতি ওয়া আদাবুল লিসান: ৬১)

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিঃ বলেন, যে ব্যক্তি চুপ থাকে সে মুক্তি পায়।(কিতাবুস সামাতি ওয়াআদাবুল লিসান: ৪৮)

হযরত আনাস বিন মালিক বলেন: প্রকৃতপক্ষে পরহেযগার হতে পারবে না কেউ যতক্ষণ না সে তার জিহ্বার ব্যাপারে চিন্তিত না হয়। (কিতাবুস সামাতি ওয়াআদাবুল লিসান: ৫৩)

সাইয়িদুনা হযরত কায়স বিন আওফ বলেন: আমি আবুবকরকে দেখলাম সে তার জিহ্বার একপার্শ্ব ধরে বলছে, এই জিনিসটি আমাদেরকে এই অবস্থানে নিয়ে এসেছে। (কিতাবুস সামাতি ওয়াআদাবুল লিসান: ৫৫)

হযরত দাউদ তাঈ বলেন: জিহ্বাকে সংযত রাখা সবচেয়ে কঠিন ও মর্যাদাপূর্ণ কাজ। (আসসামাতু ওয়া আদাবুল লিসান: ৬৯)

সাইয়িদুনা আলি ইবন আবি তালিব বলেন: জিহ্বা হলো শরীরের স্তম্ভ। যখন জিহ্বা দৃঢ় থাকে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক থাকে। আর যখন জিহবা অশান্ত হয়ে যায় তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক থাকে না। স্থির থাকে না। (আসসামাতু ওয়া আদাবুল লিসান: ৬৯)

ইমাম মালিক বলেন: ঐ ব্যক্তির কথা আমলে গণ্য হয় যে ব্যক্তি কম কথা বলে এবং কথা বলে কেবল যথার্থ ও উপযুক্ত।

সাইয়িদুনা হযরত আলি ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: সর্বোত্তম ইবাদত হচ্ছে চুপ থাকা এবং কষ্ট লাঘবের অপেক্ষা (বিপদ কেটে যাওয়ার অপেক্ষা) করা। (আলবায়ানু ওয়াত তাবয়ীন: ১/২৪৫)

হযরত উহাইব ইবনুল ওয়ারদ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: বলা হয় হিকমাহ (প্রজ্ঞা) এর দশটি অংশ। তন্মধ্যে নয়টি অংশ রয়েছে চুপ থাকার মাঝে। আর দশম অংশ হলো মানুষের একাকীত্ব, নিঃস্বঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতা। (আস সিমত - লিইবনি আবিদ দুনয়া: ৬২)

অতএব কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা অত্যন্ত জরুরি। আমাদের উচিত এমন কথাবার্তা থেকে জিহ্বাকে সংযত রাখা যেসব কথাবার্তা আমাদেরকে পাপাচার ও অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়।

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার উপায়

(১) আল্লাহর ধ্যান-খেয়াল

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সাহায্যকারী হলো, আল্লাহর মুরাকাবা করা। তাঁর ধ্যান-খেয়াল করা। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমাদের ব্যাপারে সব জানেন এবং তিনি আমাদেরকে দেখছেন ও পর্যবেক্ষণ করছেন আমাদেরকে। সর্বদা তাঁর দৃষ্টির সম্মুখেই রয়েছি আমরা। পবিত্র কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

حَلِيمٌ

আর একথা তোমরা জেনে রেখো যে, তোমাদের মনে যে কথা রয়েছে, আল্লাহর তা জানা আছে। কাজেই তাঁকে ভয় করতে থাক। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ ক্ষমাকারী ও ধৈর্য্যশীল। **(সূরা বাকারা: ২৩৫)**

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও বলেন-

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا

আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর সজাগ নজর রাখেন। **(সূরা আহযাব: ৫২)**

অন্য আরেক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন-

(يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

চোখের চুরি এবং অন্তরের গোপন বিষয় তিনি জানেন। **(সূরা গাফির: ১৯)**

আরও অনেক আয়াত রয়েছে এ ব্যাপারে, যা প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহর মুরাকাবা ও ধ্যান-খেয়ালের গুরুত্ব বর্ণনা করে।

যুন্নুন মিসরি বলেন- মুরাকাবা তথা আল্লাহর ধ্যান-খেয়ালে থাকার আলামত হলো, আল্লাহ তাআলা যা অবতীর্ণ করেছেন তার অগ্রাধিকার দেওয়া। আল্লাহ পাক যাকে সম্মানিত করেছেন তার সম্মান করা ও যাকে ছোট ও লাঞ্ছিত করেছেন তাকে ছোট ও লাঞ্ছিত করা।

ইবরাহিম আল খাওয়াস বলেন- মুরাকাবা হলো প্রকাশ্যে-গোপনে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হওয়া।

তরিকতপন্থিগণ এ ব্যাপারে একমত যে, অন্তরে আল্লাহর মুরাকাবা করা প্রকাশ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া সংরক্ষণ করার কারণ। সুতরাং যে ব্যক্তি গোপনে আল্লাহর ধ্যান করে আল্লাহ তাআলা তার প্রকাশ্য ও গোপনে নড়াচড়াকে হেফাজত করে।
(তাহজিবু মাদারিজুস সালিকীন: ১/৪৯৬)

অতএব এই সকল বাণীগুলো আমাদেরকে আল্লাহর মুরাকাবা ও তাঁর ধ্যান করার মর্যাদা বয়ান করে। আর মুরাকাবা নিশ্চয় আল্লাহর মুহাব্বত ও তাঁর ঘনিষ্ঠতা লাভ এবং তাঁর ক্রোধ থেকে দূরে থাকার মাধ্যম।

ইমাম ইবনু রজব হাম্বলি রহিমাহুল্লাহ বলেন– যে ব্যক্তি জানে যে, সে যেখানেই থাকুক না কেন তাকে আল্লাহ তাআলা দেখছেন, তিনি তার জাহের-বাতেন প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সব জানেন এবং যখন সে একাকী থাকে তখনও তিনিও হাজির আছেন তাহলে এ বিষয়টি তাকে প্রকাশ্যে গুনাহ করা থেকে বেঁচে থাকাকে আবশ্যক করে। আর এ অর্থের দিকে ইঙ্গিত করেই কোরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা বলেন-

(وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা করে থাক এবং আত্নীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। (সূরা নিসা: ১)

কোনো কোনো সালাফ তার সাথিদেরকে বলতেন- আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হারাম থেকে বিরত থাকার তাওফীক দান করুন, যার পক্ষে একাকিত্বে সময় বিরত থাকা সম্ভব হয়। সুতরাং

যখন জানবে যে আল্লাহ তাআলা তাকে দেখছেন তখন সে তাঁর ভয়ে গুনাহ পরিত্যাগ করবে। অথবা এমনই বলেছেন।

ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ বলেন, সবচেয়ে মর্যাদাবান তিনটি জিনিস-অল্প থাকাবস্থায় দান, একাকিত্বে আল্লাহকে ভয়, এবং যার কাছে ভয় ও আশা করা যায় তার সম্মুখে সত্যের উচ্চারণ।

ইবনু সিমাক তার ভাইকে উপদেশ স্বরূপ লিখে পাঠান- আম্মা বা,দ, আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করার আদেশ দিচ্ছি। সেটি গোপনাবস্থায় তোমাকে রক্ষা করবে ও প্রকাশ্যে তত্বাবধান করবে। সুতরাং দিবারাত্রির প্রতিটি মুশকিল আসান করার জন্য তুমি তাকে তোমার মনোযোগ বানাও (অর্থাৎ তাঁর দিকে মনোযোগী হও)। আর আল্লাহ পাক তোমাকে তাঁর প্রতি তোমার নৈকট্য ও শক্তিমত্তা অনুসারে তোমাকে সহজ করে দেবেন। আর জেনে রেখো! নিশ্চয় তুমি তার চোখের সামনেই রয়েছ। তাঁর রাজত্ব ও মালিকানা থেকে অন্য কোনো মালিকানা ও রাজত্বে বের হয়ে যাওনি। সুতরাং তিনি যেন তোমাকে তার প্রতি সকর্ততা অবলম্বন করাকে বাড়িয়ে দেন এবং তাকে ভয় করাকে বৃদ্ধি করে দেন। ওয়াসসালাম।

আবুল জালাদ বলেন— আল্লাহ তাআলা তাঁর এক নবীকে আদেশ দেন যে, তুমি তোমার কওমকে বলে দাও, আল্লাহ তাআলা বলেছেন' তোমাদের কী হলো, তোমরা আমার সৃষ্টির কাছে পাপ গোপন করছ এবং আমার কাছে তা প্রকাশ করছ? যদি তোমরা ধারণা করে থাক যে, আমি তোমাদেরকে দেখছি না, তাহলে তোমরা আমার সাথে কুফরি করলে। আর যদি ধারণা করে থাক আমি তোমাদেরকে দেখছি, তাহলে কেন আমাকে তোমাদের দিকে দুর্বল দৃষ্টিসম্পন্ন ধারণা করছ?

ইবনু ওহাইব বলতেন— আল্লাহর দিকে অগ্রসর হও সেই পরিমাণ যেই পরিমাণ তাঁর কুদরত তোমার ওপরে এবং ততটাই তাকে লজ্জা করো, যতটা তিনি তোমার নিকটে আছেন। কোনো এক ব্যক্তি তাঁকে বলল' আমাকে উপদেশ দিন। তখন তিনি তাকে বললেন- আল্লাহ তাআলাকে তোমার দিকে স্বল্প দৃষ্টিপাতকারী বানিও না। কোনো কোনো সালাফ বলেন- তুমি কী মনে করছ, তিনি তোমাকে রহম করবেন যিনি তোমার অবাধ্যতার কারণে তার চক্ষু শীতল হয় না? এমনকি তিনি জানেন যে, সেই অবাধ্যতা তুমি ছাড়া আর কোনো চক্ষু দেখেনি?

(ঘন গাছপালায় ভরপুর এক জঙ্গলে প্রবেশ করল জনৈক ব্যক্তি। তারপর বলল-যদি আমি এখানে পাপাচার করি, তাহলে কে আমাকে দেখবে? অতঃপর সে গোটা জঙ্গল থেকে আওয়াজ শুনতে পেল-

(أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী , সম্যক জ্ঞাত। **(সূরা মূলক : ১৪**)

হারিস আল মুহাসিবি বলেন, মুরাকাবা হচ্ছে— অন্তরের ইলম, যা দ্বারা আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া যায়।।

ইমাম আহমদ রহিঃ আবৃত্তি করতেন-

إذا ما خَلَوْتَ الدَّهْرَ يومًا فلا تَقُلْ خَلُوتُ وَلَكِنْ قُلْ :عَلَيَّ رَقِيبُ
ولا تَحْسَبَنَّ الله يَغْفُلُ سَاعَةً ولا أَنَّ مَا يَخْفَى - عَلَيْهِ يَغِيبُ

যখনই তুমি যুগ থেকে অবসর গ্রহণ কর একাকিত্বে চলে আস তখন বলোনা যে, আমি একাকী বরং বলো আমার ওপর পর্যবেক্ষণকারী দৃষ্টিপাতকারী রয়েছেন।
আর ধারণা করবে না যে, তিনি এক মুহূর্তের জন্যেও গাফেল উদাসীন রয়েছেন এবং যা কিছু অদৃশ্যের মাঝে তা তার কাছেও গোপনীয়। (জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম: ৩০১-৩০৩)

অতএব আমাদের সবার উচিত হলো একাকিত্বে আল্লাহর মুরাকাবা করা এবং তাঁর কাছে মন্দ কাজ প্রকাশ না করা অথচ তিনি আমাদের ব্যাপারে অবগত আছেন। যেমন কোরআনে আছে:

(أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى

সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখেন?
(**সূরা আলাক: ১৪**)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন-

(وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন। এবং সবাই কে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। **(সূরা আলি ইমরান: ২৮)**

(২) নফসের মুহাসাবা বা হিসাব নিকাশ করা

গুনাহ পরিত্যাগ করতে সাহায্যকারী অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সর্বদা নফসের মুহাসাবা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؟ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামী কালের জন্যে সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আল্লাহ তা,আলাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা,আলা সে সম্পর্কে খবর রাখেন। (**সূরা হাশর: ১৮)**

ইবনু কাসির রহিমাহুল্লাহ বলেন, তোমরা নিজেদের নফসের মুহাসাবা (হিসাব-নিকাশ) কর তোমাদের হিসাব লওয়ার পূর্বে। আর দেখ, নিজেদের নফসের জন্য কী নেক আমল সেই দিনের জন্য জমিয়ে রেখেছ যেই দিন তোমাদেরকে পুনরায় উত্থিত করা হবে এবং স্বীয় প্রতিপালকের নিকট তোমাদেরকে উপস্থাপন করা হবে। (তাফসিরে ইবনে কাসির: ৪/৪০৪)

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন-
নফসের মুহাসাবা (হিসাবনিকাশ) দুই ধরণের।

(১) আমলের পূর্বে ও (২) আমলের পর।

মুহাসাবা বা হিসাব এর ব্যাপারে সালাফদের উক্তিসমূহ-

ইমাম আহমদ রহিমাহুল্লাহ উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে উল্লেখ করেন যে, তিনি বলেন- তোমরা নিজেদের হিসাব-নিকাশ করে নাও, তোমাদের হিসাব-নিকাশ করার পূর্বে। আর তোমরা নিজেদের পরিমাপ করে নাও, তোমাদেরকে পরিমাপ
করানোর পূর্বে। তাহলে আগামীকাল তোমার হিসাব লওয়া সহজ হবে, আজ তুমি নিজের মুহাসাবা বা আত্মসমালোচনা করার কারণে।

হাসান রহিমাহুল্লাহ বলেন- মুমিন ব্যক্তি কেবল নিজের নফসের ব্যাপারে এই মুহাসাবা করে যে, তার নফস কী করতে চায়, নফস কী খেতে চায় এবং কী পান করতে চায়। (অর্থাৎ এগুলোর ব্যাপারে সে খুব চিন্তা-ভাবনা করার পর সামনে পা বাড়ায়) কিন্তু পাপি ব্যক্তি তার নফসের কোনো হিসাব-নিকাশ না করেই তাতে কদম বাড়ায়।

মায়মুন বিন মিহরান বলেন- ব্যক্তি মুত্তাকি ও পরহেযগার হতে পারে না ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না সে তার নফসের সাথে মুহাসাবা করে, তার শরিকের চেয়ে অনেক বেশি মুহাসাবা।

মালিক বিন দিনার রহিমাহুল্লাহ বলেন- আল্লাহ পাক তার ওপর রহম করুন, যে তার নফসকে বলেছে- তুমি কী এমন এমন নও, তুমি কী এমন এমন নও? অতঃপর সে তার নফসকে আটকিয়ে রাখে, বেঁধে রাখে। তারপর তাকে পরাভূত করে আল্লাহর কিতাবকে মানা আবশ্যক করে নেয়। কুরআন তার নফসের চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়।

ইমাম হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেন- মুমিন ব্যক্তি তার নফসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সে আল্লাহর জন্য নফসের মুহাসাবা করে। কিয়ামতের দিন মুহাসাবাকে হালকা করা হবে কেবল এমন লোকদের বেলায়, যারা দুনিয়ায় নিজেদের নফসের মুহাসাবা করেছে। আর তাদের মুহাসাবাই কঠিন করা হবে যারা এই বিষয়টাকে গুরুত্ব দেয়নি। যদি মুমিন অপ্রত্যাশিতভাবে তা করে ফেলে তখন সে আশ্চার্যান্বিত হয়ে বলে' আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকেই চাচ্ছিলাম। আপনার কাছেই আমার প্রয়োজন। কিন্তু আল্লাহর শপথ! তোমার সাথে আমার সম্পর্ক নেই, অনেক দূর। তোমার মাঝে ও আমার মাঝে প্রতিবন্ধক। এবং তার থেকে কোনো
জিনিস বেরিয়ে গেলে সে তার নিজের নফসের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। অতঃপর বলে' আমি এই জিনিসের ইচ্ছা করিনি, যা আমার কাছে রয়েছে এবং এটি। আল্লাহর শপথ! আর কখনও আমি এর পুনরাবৃত্তি করব না। নিশ্চয় মুমিন তো এমন লোকেরাই, যাদেরকে কুরআন থামিয়ে দেয়। কুরআন সেসকল লোক ও তাদের ধ্বংসের মধ্যবর্তী প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। মুমিন হলো দুনিয়ায় এমন কারাবন্দি, যে তার নিজেকে মুক্ত করার জন্য দৌঁড়াদৌঁড়ি করে। আল্লাহর সাথে সাক্ষাত ব্যতীত কিছুই সে নিরাপত্তার মনে করে না। সে জানে যে, তার শ্রবণ, দর্শন, কথন এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পাঁকড়াও করা হবে (হিসাব নেওয়া হবে)। এই সকল কিছুকে পাঁকড়াও করা হবে। (ইবনুল কায়্যিম এর ইগাছাতুল লাহফান থেকে সংক্ষেপ করা হয়েছে।)

তাই প্রতিটি মুমিনকে অবশ্যই নফসের মুহাসাবা করা জরুরি। আত্মসমালোচনা করা প্রয়োজন। যাতে করে আল্লাহ তাআলা হিসাবকে সহজ করে দেন। নাজাত দান করেন।

(৩) আল্লাহর স্মরণ বা জিকির করা

সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন হলো বেশি বেশি আল্লাহর জিকির, তাহলো অন্তরের জীবন, সুখ ও আত্মার প্রশান্তি। আল্লাহ তাআলা বলেন-

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তর সমূহ শান্তি পায়। **(সূরা রাদ: ২৮)**

عن أبي الدرداء رضى الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا بلى قال ذكر عنه ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله تعالى فقال معاذ بن جبل رضي الله .

হযরত আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কী তোমাদের অধিক উত্তম আমল প্রসঙ্গে জানাব না, যা তোমাদের মনিবের নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের সম্মানের দিক থেকে সবচেয়ে উঁচু, স্বর্ণ ও রৌপ্য দান খায়রাত করার চেয়েও বেশি ভাল এবং তোমাদের শত্রুর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে তোমাদের সংহার করা ও তোমাদেরকে তাদের সংহার করার চাইতেও ভাল? তারা বললেন: হাঁ। তিনি বললেন: আল্লাহ তাআলার জিকির। মুআজ বিন জাবাল বলেন, আল্লাহ তাআলার শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার জিকিরের তুলনায় অগ্রগণ্য কোন জিনিস নেই। (সুনানুত তিরমিযী: ৩৩৭৭)

মুসলিমরা জিকিরের এই ফায়দার ব্যাপারে গাফেল ও উদাসীন থেকে আজ কতদূরে অবস্থান করছে! যারা জিকির করে ও যারা জিকির করেনা তারা দুইটি দলে পরিণত হয়েছে। আল্লাহর নবী তাদের উভয় দলের ব্যাপারে বলেন-

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

হযরত আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জিকির করে এবং যে ব্যক্তি জিকির করেনা তার উপমা হচ্ছে জীবিত ও মৃতের মত। (সহিহুল বুখারী: ৬৪০৭)

জিকিরের অনেক ফায়দা রয়েছে

প্রথম ফায়দা

আল্লাহর জিকির বান্দাকে গুনাহ ও পাপ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার জিকির করে এবং জিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে, ঘনিষ্ট হয় সে ঐ ব্যক্তির মত নয় যে আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে উদাসীন এবং শাহওয়াত ও নিজের খেয়াল খুশির সাথে সম্পর্ক রাখে।

ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন- সবসময় আল্লাহর জিকির ও স্মরণ আবশ্যিকভাবে নিজেকে ভুলে যাওয়া থেকে বাঁচায়। যা দুনিয়া ও আখিরাতে বান্দার শিফা। কেননা প্রভু দয়াময়কে ভুলে যাওয়ার কারণে ব্যক্তি নিজেকে ও নিজের কল্যাণকে ভুলে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন-
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ তা, আলাকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তা,আলা তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। তারাই অবাধ্য। (**সূরা হাশর: ১৯**)

আর যখন বান্দা যখন নিজেকেই ভুলে যায়, নিজের মাসলাহাত তথা কল্যাণকর বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তা ভুলে যায়, নিজের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে যায় তখন সে আবশ্যিকভাবে ধ্বংস হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায়। সে যেন ঐ ব্যক্তির ন্যায় যার ক্ষেত-খামার আছে অথবা বাগান আছে কিংবা গৃহপালিত বা গবাদিপশু ইত্যাদি রয়েছে যা দেখাশুনা করলে ও তা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকলে আবশ্যিকভাবে তার সফলতা ও কল্যাণ রয়েছে। কিন্তু সে ওগুলোকে উপেক্ষা করে অবহেলা করে, ভুলে যায় এবং অন্যকিছু নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে যায় এবং কল্যাণকে নষ্ট করে দেয়, তাহলে অবশ্যই সে তা নষ্ট করল। (আলওয়াবিলুস সবিল: ৬১)

আর আল্লাহ তাআলার জিকিরের কারণে মানুষ অনেক প্রকার গুনাহ থেকে দূরে থাকে যেসব গুনাহে পতিত হওয়া তার জন্য সম্ভাব্য। যেমন-গিবত, পরনিন্দা, মিথ্যা বলা ইত্যাদি।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহঃ বলেন: আল্লাহর জিকিরে নিমগ্ন হওয়ার কারণে বাতিল কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকা যায়, যেমন-গিবত বা পরচর্চা, অসার ও বেহুদা কথাবার্তা বলা, মানুষের প্রশংসা ও তিরস্কার করা ইত্যাদি। কেননা, জিহ্বা কখনও নিবৃত্ত হয় না। সুতরাং হয়ত জিকিরকারী হবে জিহ্বা অথবা অসার ও অনর্থক কথাবার্তা বলবে। দুটোর একটি অবশ্যই

হবে। নফসের ব্যাপারটি হলো, যদি তাকে তুমি সঠিক কাজে ব্যস্ত না কর তাহলে সে তোমাকে বাতিল ও ভ্রষ্ট কাজে ব্যস্ত রাখবে। আর কলবের ব্যাপার হলো যদি সে আল্লাহ তাআলার মহব্বত করে যদি শান্তি ও প্রশান্তি লাভ না করে তাহলে সে মাখলুকের মহব্বত করে অবশ্যই প্রশান্তি নিবে। আর জিহ্বার ব্যাপার হলো যদি সে আল্লাহর জিকিরে মশগুল না থাকে তাহলে তোমাকে সে অনর্থক কথাবার্তায় লাগিয়ে দেবে। অতএব তুমি তোমার নফসের জন্য দুই খিত্তার একটি পছন্দ করে নাও। দুই মনজিলের এক মনজিলে অবতরণ করাও। (আল ওয়াবিলুস সাবিল: ১০২)

দ্বিতীয় ফায়দা

অবশ্যই আল্লাহর জিকির শয়তানকে বিতাড়িত করে, যে শয়তান মানুষকে ওয়াসওয়াসা দেয় এবং গুনাহ ও পাপে নিমজ্জিত করে। আর এ ব্যাপারে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেখান থেকে কিছু উল্লেখ করা হচ্ছে-

আনাস বিন মালিক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসুল সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় বলে বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ তখন তাকে বলা হয়, তুমি রক্ষা পেয়েছ, শয়তান তোমার থেকে দূর হয়ে গেছে। অতপর অন্য এক শয়তান বলে, তুমি তাকে কী করবে যাকে পথ দেখানো হয়েছে এবং রক্ষা করা হয়েছে। (সুনানু আবি দাউদ: ৫০৯৫, তিরমিযী: ৩৪৭৩)

এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী-
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنْ قَالَ :لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ ، يَوْمَهُ ذَلِكَ ، حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَمَنْ قَالَ :سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।
অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো সত্য উপাস্য নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। (বিশাল) রাজ্যের তিনিই সার্বভৌম অধিপতি। তাঁরই যাবতীয় স্তুতিমালা এবং সমস্ত বস্তুর উপর তিনি ক্ষমতাবান।

যে ব্যক্তি এই দোআটি দিনে একশবার পড়বে, তার দশটি গোলাম আজাদ করার সমান নেকী অর্জিত হবে, একশ,টি নেকী লিপিবদ্ধ করা হবে, তার একশ,টি গুনাহ মোচন করা হবে, উক্ত দিনের সন্ধ্যা অবধি তা তার জন্য শয়তান থেকে বাঁচার রক্ষামন্ত্র হবে এবং তার চেয়ে সেদিন কেউ উত্তম কাজ করতে পারবে না। কিন্তু যদি কেউ তার চেয়ে বেশী আমল করে তবে।,,

তিনি আরও বলেছেন-যে ব্যক্তি দিনে একশবার 'সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহ, পড়বে তার গুনাহসমূহ মোচন করা হবে; যদিও তা সমুদ্রের ফেনা বরাবর হয়। (বুখারী-মুসলিম) (সহীহুল বুখারী ৩২৯৩, ৬৪০৫, তিরমিযী ৩৪৬৬, ৩৪৬৮, ৩৪৬৯, আবু দাউদ ৫০৯১, ইবনু মাজাহ ৩৭৯৮, ৩৮১২, আহমাদ ৭৯৪৮, ৮৫০২, ৮৬১৬, ৮৬৫৬, ৯৮৯৭, ১০৩০৫, মুওয়াত্তা মালিক ৪৮৬, ৪৮৭)

তিনি আরও বলেন-
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

সাইয়িদুনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি একশ বার এ দোআটি পড়বে- "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহুদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া হুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। (দোআটির অর্থ) আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই; রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত

প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই জন্য, আর তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। তাহলে দশটি গোলাম আযাদ করার সমান সাওয়াব তার হবে। তার জন্য একশটি সাওয়াব লেখা হবে এবং আর একশটি গুনাহ মিটিয়ে ফেলা হবে। ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান হতে মাহফুজ থাকবে। কোন লোক তার চেয়ে উত্তম সাওয়াবের কাজ করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, ঐ ব্যক্তি সক্ষম হবে, যে এর চেয়ে ঐ দোআটির আমল বেশি পরিমাণ করবে। (সহীহ বুখারী: ৬৪০৩)

অতএব মুসলিমদের জন্য আবশ্যক হলো, বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করা এবং অনর্থক ও অহেতুক কাজ হতে দূরে থাকা। আল্লাহ তাআলা বলেন-
وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ

আর স্মরণ করতে থাক স্বীয় পালনকর্তাকে আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং এমন স্বরে যা চিৎকার করে বলা অপেক্ষা কম; সকালে ও সন্ধ্যায়। আর বে-খবর থেকো না। (সূরা আরাফ: ২০৫)

(৪) সালাত প্রতিষ্ঠা করা

সালাতের মর্যাদা ও বড়ত্বের ব্যাপারে কারো কাছে গোপনীয় নয়। সালাত ইসলামের দ্বিতীয় আরকান এবং দীনের খুটি বা ভিত্তি। সালাত পরিত্যাগ করা কুফরি, তা নষ্ট করা কিয়ামতের দিন ক্ষতি ও লজ্জার কারণ। সালাত আদায় করা ও তার হেফাজত করা অর্থাৎ সালাতে যত্নবান হওয়ার অনেকগুলো উপকার ও ফায়দা নিহিত আছে। এখানে আমরা গুরুত্বপূর্ণ ফায়দার ব্যাপারে অবগতি লাভকরব। আর সেটি হলো সালাত প্রতিষ্ঠা করার কারণে অশ্লীলতা, পাপাচার ও গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকা যায়। আল্লাহ তাআলা সূরা আনকাবুতের মাঝে বলেন-
إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর। (আনকাবুত: ৪৫)

রইসুল মুফাসসির আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: সালাতের মাঝে আল্লাহকে অমান্য করা থেকে বিরত রাখা ও প্রতিহত করার শক্তি রয়েছে বা মাধ্যম রয়েছে। (তাফসিরে তাবারি: ১৮/৪০৮)

আল্লামা শাইখ সাদি রহিমাহুল্লাহ তার তাফসির তাফসিরু তাইসীরুল কারীমির রহমান এর মাঝে বলেন: সালাত ফাহশা ও গর্হিত কাজ থেকে নিবৃত রাখার দিকটি হলো: নিশ্চয় বান্দা সালাত আদায় করে তার আরকান ও শর্তসমূহ পুরা করে এবং একাগ্রতার সাথে আদায় করে তখন তার অন্তর আলোকিত হয়ে যায়, হৃদয় পবিত্র হয়, ঈমান বৃদ্ধি পায়, কল্যাণের দিকে আগ্রহ শক্তিশালী হয় এবং অকল্যাণ ও খারাপের প্রতি আগ্রহ কমে। তখন প্রয়োজন সর্বদা তা আদায় করা এবং সালাতের প্রতি যত্নবান হওয়া। এই দিক থেকে সালাত ফাহশা তথা অশালীন ও গর্হিত কাজ থেকে নিবৃত রাখে।
(তাফসিরুল কারীমির রহমান)

কিন্তু কখনও কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন উঠাতে পারে যে, আমরা তো দেখি যে, সালাত আদায় করছে সে ফাহেশা ও গর্হিত কাজে নিমজ্জিত হচ্ছে তাহলে তার জবাব কেমনে দেওয়া হবে?

মুফাসসিরীনে কেরাম এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যার সারকথা হলো যখন পরিপূর্ণ হক আদায় করে সালাত আদায় করা হবে, সময়মত জামাতের সাথে সালাত আদায় করা হবে তখন পাপাচারের দিকে আপনাআপনিই মন ফিরবে না। অন্তরে আল্লাহর ভয় পয়দা হবে। খারাপ কাজের সময় আল্লাহর ভয় চলে আসবে।

(৫) আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হওয়া বা ইখলাস

কেউ কেউ ইখলাস এর সংজ্ঞায়ন করেছেন এভাবে যে, ইবাদতের হক একমাত্র আল্লাহর জন্য। এবং এমতাবস্থায় তার আনুগত্যের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করা অন্যকিছু ব্যতীত যেমন মাখলুকের জন্য কোন কিছু করা বা মানুষের কাছ থেকে মহব্বত অর্জন অথবা সৃষ্টজীবের পক্ষ থেকে প্রশংসা পাওয়া ইত্যাদি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ব্যতীত অন্য কোনকিছুর আশঙ্কা করা।

কেউ কেউ তো বলেন: ইখলাস মাখলুকের মনোযোগ ও দৃষ্টি থেকে আমলকে শোধন ও নির্মল করে।

আর যে ব্যক্তি ইখলাস অবলম্বন করে, আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হয় তার গুণাবলীর ব্যাপারে ইবনুল কাইয়িম রহঃ বলেন: তাদের সকল আমল হয় আল্লাহর জন্য নির্ধারিত, তাদের সকল কথাবার্তা আল্লাহর জন্য, তাদের দান করা ও দান করা থেকে বিরত থাকা আল্লাহর জন্য, তাদের মহব্বত ও বিদ্বেষ আল্লাহর জন্যই। অতএব তাদের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য মোআমালা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির খাতিরেই হয়ে থাকে। তারা মানুষের কাছ থেকে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতার আশাবাদী না। তাদের কাছে কোন মর্যাদা, প্রশংসনীয় কোন উদ্দেশ্য, তাদের অন্তরে কোন স্থান নেওয়া, তাদের থেকে দূরে পলায়ন করারও ইচ্ছা পোষণ করে তারা। বরং তারা মানুষকে কবরবাসীদের মত গণনা করে, তাদের জন্য কোন কল্যাণকর ও উপকার করতে পারে না, মৃত্যু দিতে পারে না, জীবিত করতে পারে না এবং একত্রিত করতে পারে না। (মাদারিজুস সালিকীন: ১/৭২)

ইখলাসের অনেক ফায়দা রয়েছে

শয়তানের চক্রান্ত ও অনিষ্টতা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ইখলাস সবচেয়ে কঠিন বিষয়। ইখলাস হলো কঠিন পাথর; যা আল্লাহর দুশমনের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেয়, তার দিকে তাক করা তিরকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেয়। ইখলাস হলো একটি রাব্বানি অস্ত্র বা হাতিয়ার এক দুশমন বিতাড়িত শয়তানের সাথে লড়াইয়ের সময় নিজের সুরক্ষাকবচ বা ঢাল। শয়তান নিজেই স্বীকারোক্তি দিয়েছে, যারা ইখলাস অবলম্বন করবে তাদের ব্যতীত অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করে দেবে।

আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরিফের মাঝে বলেন-

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি যেমন আমাকে পথ ভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথ ভ্রষ্ঠ করে দেব। আপনার মনোনীত বান্দাদের ব্যতীত। (**সূরা হিজর: ৩৯-৪০**)(যারা ইখলাস অবলম্বন করেছে)

আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তি তো তারাই যারা একনিষ্ঠ হয় মুখলিস হয়। শয়তান তাদের সামনে গর্হিত ও খারাপকাজকে সুশোভিত করে দেখাতে পারে না। কেননা তারা তা থেকে মুক্ত, তাদেরকে শয়তানের চক্রান্ত থেকে দূরে রাখা হয়েছে। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে সুরক্ষার ময়দানে রয়েছে। তাদের নফসের প্রবেশদ্বার বন্ধ থাকে।

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নিজেদের একনিষ্ঠ করে নেবে, আল্লাহ তাআলা তাদের নফসকে নষ্ট করতে ছেড়ে দিবেন না, আল্লাহর রহমত তাদেরকে ঘিরে ফেলবে। আর এই মর্যাদা ও সম্মানই তো যথেষ্ট যে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন। ইখলাসের অন্যতম এই ফায়দা হলো, ইখলাস খারাপকাজ ও ফাহেশা কাজ থেকে বিরত রাখে এবং শাহওয়াত ও সন্দেহ সংশয় থেকে মুক্ত রাখে। (তাত্মীরুল আনফাস বি হাদীসিল ইখলাস: 131)

মহান আল্লাহ তাআলা নবী ইউসুফ আলাইহিস সালামকে বলেন-

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ)

নিশ্চয় মহিলা তার বিষয়ে চিন্তা করেছিল এবং সেও মহিলার বিষয়ে চিন্তা করত। যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার মহিমা অবলোকন করত। এমনিভাবে হয়েছে, যাতে আমি তার কাছ থেকে

মন্দ বিষয় ও নিলজ্জ বিষয় সরিয়ে দেই। নিশ্চয় সে আমার মনোনীত বান্দাদের একজন। (সূরা ইউসুফ: ২৪)
আযিযের স্ত্রীর সকল প্ররোচনা ও ষড়যন্ত্র তার সামনে টিকেনি। কেবল তার ইখলাস বৃদ্ধিই পেয়েছে।

অতএব যে ব্যক্তি শয়তানের কুমন্ত্রনা ও তার কুটচার এবং তার চক্রান্ত থেকে বেঁচে থাকতে চায় সে যেন ইখলাস নিজের মাঝে জড়িয়ে নেয়। আর যে ব্যক্তি ধ্বংসাত্মক শাহওয়াত ও খাহেশাতে নিমজ্জিত হওয়া এবং ভ্রষ্টকারী মসিবতে পতিত হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায় সে যেন ইখলাসের ভূষণ ধারণ করে।
যেমন কোন একজন সালাফ বলে থাকেন-
হে আমার নফস! তুমি ইখলাস অবলম্বন কর। যাতে করে তুমি নিষ্কৃতি পাবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে কথাবার্তা ও কাজে কর্মে যেন তিনি আমাদেরকে ইখলাস অবলম্বন করার তাওফিক চাই।

(৬) গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণসমূহের বিপরীত চললে গুনাহ মুক্ত থাকা যাবে

যেসব কারণে বান্দা গুনাহে লিপ্ত হয় সেগুলোর বিরোধিতা করলে, বিপরীত পন্থা অবলম্বন করলে গুনাহ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা যায়।

জাহালত এর বিপরীত উপকারি ইলম, উপকারী ইলম এর দ্বারা অন্তরের জীবন লাভ হয় এবং এর মাধ্যমেই পথভ্রষ্টকারী সংশয়সমূহ প্রতিরোধ করা যায়। আর উপকারী ইলম বান্দাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে নিয়ে যায়।

তাই ইলম অন্বেষণকারী যদি ইলম অন্বেষণের ক্ষেত্রে আল্লাহর একনিষ্ট হয় এবং নিজের ইলম অনুপাতে আমলকারী হয় তাহলে কিয়ামতের দিন সে সফলকাম হবে।

কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ না করে তার বিরোধিতা করা, বিপরীতে চলা, কেননা প্রবৃত্তির অনুসরণ কামনা-বাসনা পূরণ এবং গুনাহে নিপতিত হতে উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন-
(إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ

নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ কিন্তু সে নয়-আমার পালনকর্তা যার প্রতি অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু। (**সূরা ইউসুফ: ৫৩)**

অনুরূপভাবে আরও বলা হয় যে, প্রবৃত্তি ফিতনার দিকে ধাবিত করে। আর দুনিয়া হলো পরীক্ষার জায়গা, মসিবত ও দুঃখ-দুর্দশার জায়গা। সুতরাং প্রবৃত্তি পরিত্যাগ কর তাহলে মসিবত ও বিপদাপদ থেকে মুক্ত থাকতে পারবে আর দুনিয়ার ভোগ বিলাস ইত্যাদি থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে গনিমত লাভ করতে পারবে। আর তোমার প্রবৃত্তি তোমাকে উত্তম স্বাদ আস্বাদন করিয়ে যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে এবং তোমার দুনিয়া তোমাকে ফেতনায় আক্রান্ত না করে সুন্দর নগ্ন সৌন্দর্য। কেননা, খেল-তামাশার লগ্ন শেষ হয়ে যাবে এবং যুগের নগ্নতা পুরান হয়ে যাবে। বাকি থাকবে শুধু তা'ই, যে হারাম কাজে তুমি লিপ্ত হয়েছিলে এবং যে পাপ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। [আদাবুদ দুনয়া ওয়াদ দীন: ৪১](পরিমার্জিত)

অতএব যে ব্যক্তি নাজাত পেতে চায় তার জন্য আবশ্যক হলো স্বীয় কামনা-বাসনার বিরোধিতা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত। **(সূরা নাযিআত: ৪০-৪১**)

শয়তানের আদেশের অনুসরণ না করে তার অবাধ্যতা করা এবং রহমানের আদেশের অনুসরণ করা। যেমন আল্লাহ তাআলা পাক কালামে বলেছেন-

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبَنِي ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ

হে বনী-আদম! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের এবাদত করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? এবং আমার এবাদত কর। এটাই সরল পথ। শয়তান তোমাদের অনেক দলকে পথভ্রষ্ট করেছে। তবুও কি তোমরা বুঝনি? (**সূরা ইয়াসিন: ৬০-৬২)**

এবং খারাপ ব্যক্তির সংশ্রব পরিত্যাগ করে সৎলোকের সংশ্রব গ্রহণ করা; যারা তাদের সাথিদেরকে যা ভুলে গিয়েছে তা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং যখন পদস্খলন ঘটে তখন নাসিহা প্রদান করে এবং আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের ওপর অভ্যস্ত বানিয়ে তুলে, গর্হিত ও অন্যায় কাজ থেকে বাধা প্রদান করে এবং দূরে সরিয়ে রাখে। সুতরাং যখন তুমি তাদের সংশ্রব গ্রহণ

করলে খারাপ কাজ থেকে মুক্ত থাকা যাবে, মানুষ তাদের মজলিস থেকে বেশি বেশি ফায়দা হাসিল করে এবং তাদের আখলাক ও আচরণ এবং গুণাবলিসমূহ জানতে পারে।
বলা হয় সাথি হলো একজন পরিচালনাকারী-

بمن اخترت خليلا
انت في الناس تقاس
وتنل ذكرا جميلا
فاصحب الأخيار تعلو

নিজেকে মানুষের মাঝে তুলনা কর যে তুমি কাকে বন্ধরূপে গ্রহণ করেছো, তাই তুমি উত্তম নেককার লোকদের সাহচর্য সংশ্রব গ্রহণ কর তাহলে তুমি মর্যাদাশীল হবে পাবে উত্তম আলোচনা।

গাফলতি ও উদাসীনতার বিপরীতে সর্বদা সজাগ থাকা, নেক আমল করার মাধ্যমে হিসাবের জন্য প্রস্তুত থাকা, সর্বদা নফসের মুহাসাবা করা। গাফলতির কারণে বান্দা তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তথা ইবাদতকে ভুলে যায়।

লম্বা আশার বিরোধিতা করা: অল্প আশা করা, আখিরাতকে ভুলে গিয়ে ক্ষনস্থায়ী দুনিয়ার পিছে পড়ে ধোঁকাগ্রস্ত না হওয়া। কেননা আখিরাত হলো চিরস্থায়ী যার কোন শেষ নেই। আর দুনিয়া হলো ক্ষনস্থায়ী আজ আছে কাল শেষ হয়ে যাবে সব আয়োজন। আর বান্দার কিয়ামত তো তখনই শুরু হয়ে যায় যখন সে মৃত্যুবরণ করে।
আল্লাহ তাআলা বলেন-

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْوَاخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

বস্তুতঃ তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। (**সূরা আলা: ১৬-১৭)**

নজর হেফাজত করা

নজরকে হারাম বস্তু দেখা থেকে ফিরিয়ে রাখা। কারণ একটি পলকই তো জাহান্নামে যাবার জন্য যথেষ্ট। একটি পলকই গুনাহে লিপ্ত হওয়ার দ্বার খুলে দেয়।

জিহ্বার হেফাজত করা

কথা বলার সময় খুব চিন্তা ভাবনা করে কথা বলা। অশালীন কথা বার্তা না বলা, গালি না দেওয়া, কারো গিবত, পরনিন্দা না করা, মিথ্যা সাক্ষ্য না দেয়া এবং মিথ্যা কথা না বলা। এগুলোর বিপরীতে বান্দার আবশ্যক হলো জিকির ও তাসবিহ তাহলিল আদায় করা। অন্যথায় চুপ থাকাটাই শ্রেয়। আর যেমন বলা হয়, যে চুপ থাকে সে নাজাত পায়।

জনৈক ব্যক্তি সালমানকে বলল: আমাকে উপদেশ দিন। তখন তিনি বললেন, কথা বলো না। তখন ব্যক্তিটি বলল, যে মানুষের মাঝে বসবাস করে সে তো তাদের সাথে কথাবার্তা বলা ছাড়া থাকতে পারে না। তাহলে তুমি কথা বলবে, তবে যা বলবে হক বলবে অথবা চুপ থাকবে।

ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ বলেন: হুকামারা এ ব্যাপারে একমত যে, সকল হিকমতের মূল হলো চুপ থাকা।

অবশ্যই মুসলিমদের ওপর আবশ্যকীয় হলো নিজের জিহ্বাকে হেফাজত করা, কোরআন তেলাওয়াত, জিকরুল্লাহ এবং আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার ও অন্যান্য ইবাদত ব্যতীত কোন কথা

না বলা। যেগুলো মর্যাদা বুলন্দ করে এবং বান্দাকে নাজাতের পথে নিয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আমিন।

وأخر دعوانا عن الحمد الله رب العالمين